

লন্সট চৈতন্যোদয়।

শ্রীযুক্ত যছুনাথ চৌধুরী কর্তৃক

বিরচিত হইল।

এই প্রাক্তন সাতাব প্রয়োজন হইবেক তিনি নিম্ন লিখিত প্রেসে কিম্বা
বাস'ম ভলিও ৪২ ৫৫টি টে ৮ বিশেষর সুরকাবের দোকানে
তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।



কলিকাতার।

ইউনিয়ন প্রেস, জি, পি, আর, কালি এণ্ড কোম্পানি,
নং ১ ওএমিহটন ইকুইট।

সন ১২৬৮ সাল তারিখ ২১ তাজ।

কৃষ্ণ ।

স্বহা ।

বিজ্ঞাপন ।

বিনয় পূর্বক নিবেদনমিদং ॥—

আমি বিস্তর পরিশ্রম ও যত্ন পূর্বক এই অভিন্ন কাব্য প্রস্তুত করিলাম । ইহা সুবিবেচক পাঠকবর্গ মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলে সুন্দর রসে সম্মোহিত হইতে পারিবেন । বিশেষতঃ অশ্বমেধীস জনগণের বেশানীতি নিবারণ উপদেশার্থে উদাহরণ স্বরূপ বিরচিত, এইকণে মহামহোদয় পাঠকগণের নিকট স্তুতি সম্বোধনে, আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা অহুৎপা পুরাণের এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত এক এক বার পাঠ করেন তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়, এবং ইহাতে রচনা কিম্বা তাবের দোষ থাকিবার সম্ভাবনার ভাবন, অবশ্যই করিতে হয়, কেননা, আমার অস্পষ্টবুদ্ধি ও অজ্ঞানের পুস্তক রচনা বিষয়ে, দোষ বিরহ এমত কোনমতে হইতে পারে না, কিন্তু তদোষোদ্ধার বিষয়ে সাহস এই যে সরল স্বভাব সাধুগণ শূপের ন্যায় স্বভাব গুণে গুণগ্রহণ পূর্বক দোষ পরিত্যাগ করিতে ক্রটি করিবেন না । এবং আশঙ্কাও হইতিছে পাছে অসাপ্তা চলনের ন্যায় স্বভাব বসতঃ সারভাগ ত্যাগ পূর্বক অসাব্যস্ত গমন করেন, তাহা হইলে আমি পদে পদে দোষি হইব ইতি ॥

শ্রীযত্ননাথ চৌধুরী ।

বিজ্ঞাপন ।

ত্রিপিদী ।

নবদ্বীপ সম্রিহিত, গ্রাম অতি সুবিধাত, সমুদ্র গোড়ি যে নাম তার । বৈশ্য শূত্র আদি কত, রাখণ যে অগ্রমিত, বসতি যে তাহার ভিতর । তথ্যার রাজা যিনি, জাতিতে যবন তিনি, শুনিয়াছি একপ বচন । পূর্বে ছিল শূত্র জাতি, লবাব করে মুক্তি, বলে ধরি করেছে যবন ।

কিরপে অরীষ আমি ভাবির না পাই। কি করিব কি খালব কারে বা সুধাই॥
 মোহেতে ঘেরেছে সব কি করিব আর। ওভাব ভাবিতে ভবে আছে শক্তিকার॥
 গঙ্গাপদে নী এতশক্তি মোর নাই। পাছে অপরাধী হই ভাবিতেছি তাই॥
 আদ্যভাব অনন্ত, অনন্তভাব সার। সে ভাব ভাবিতে ভবে আছে তাব কার॥
 ভরসা কি আছে ভাবি ওপদ ভাবম॥ ভাবে [হস্ত] ভাবিবো কি, মা সরে রসনা॥
 আমিছে মহিবর্জ করি ঘোর বেশ। সুনি ভাস হাতে প্রভু প্রাণ হয় লেশ॥
 মাটুমারির নাট ধরি করিতেছি নাট। ভবহাট মধ্যে কিরি করি কত ঠাট॥
 নিষ্ঠা হয়ে মন আমার হরি কর সার। একমেবাদ্বিতীয় ভাব অনিবার॥
 কোথা বিশ্ব সনাতন সর্বাধিপতি। হর নাথ শীঘ্র করি মনের ভুগতি॥
 শীঘ্র করি দয়া বারি করহ বর্ষণ। কালের হাতেতে যেই হই পতন॥
 অধম ঘটনাথের এই নিবেদন। অগ্নিম কালে পাই যেন ও রাঙ্গা চরণ॥

লম্পট চৈতন্যদয় ।

এম্‌ আর্ল ।

লিলাচলর অন্তঃপাতি, অচলাচলস্থ অটবিত্তে এক সুরমা গৃহস্থায়ী নীলরত্ন নামক, সদাগর নিবসতি করেন । পশুপতি নামে তাহার এক পুত্র ছিল । এক দিবস সদাগর মনে ২ এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন ; যে, পুত্রের পঞ্চবৎসর বয়স্ক উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এই সময়ে সন্তানকে সংশয় নাশক, ও জ্ঞান-প্রকাশক, এক সুপণ্ডিতের নিকট বিদ্যা-শুশীলনে নিযুক্ত করি । যেমন, কোন এক নূতন পাত্র, কোন প্রকার চিহ্ন প্রদান করিলে ; সেই চিহ্নের গুণ অনাথা হয় না, সেই রূপ, বাল্যকালে নীতিশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিলেই সেই নীতি বলবতী ও কলবতী হইয়া ফল প্রদানে কদাচ বঞ্চিত করে না । এইরূপ কল্পনা করিয়া এক সুপণ্ডিতের নিকট পশুপতিকে বিদ্যা-বিষয় শিক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন ।

ক্রমশঃ বিদ্যারূপ জ্যোতিঃ তাহার হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে তাহার বুদ্ধির এরূপ প্রাখার্য হইয়া উঠিল যে, কোন বিদ্যা-বিষয়ক সুকঠিন কথা উপস্থিত হইলে কোন প্রকারে তাহার মন বিচলিত হয় না । এবং ক্রমে ২ পশুপতি ভূরি ২ লোকের নিকট এমত প্রশংসনীয় হইল ; যে তাহার গুণ, এক বদনে বর্ণন করা কঠোর সাধ্য । পরে পশুপতি ক্রমশঃ যৌবন কাল প্রাপ্ত হইয়া, সাংসারিক লিলাধর্মে আবদ্ধ আছেন, এমত সময়ে, এক দিন সদাগর অতি সুকঠিন পীড়ায় আবিভূত হইয়া আপন অগ্রিম কালে পুত্রকে নিকটে আনাইয়া কহিতেছেন । হে পুত্র আমার অগ্রিম কাল উপস্থিত অতএব তোমার প্রতি বৎকিঞ্চিৎ হিতোপদেশ প্রদান করি সেই রূপ নিয়মানুসারে কৃতকার্য সম্পূর্ণ করিবেক ॥

১৫ চৈতন্যোদয় ।

সন্ন্যাসের পুস্তকের প্রতি উপদেশ প্রদান ।

হে পুস্তক দেখ, এই ভূমণ্ডলের দূরায়। প্রমথ লোক সকল এই সুবিস্তৃত
কলিযুগে, অসার পদার্থকে, সার জ্ঞান করত, বিশ্রেষ্টা বিশেষরূপে
কলিযুগেই বিবরণ হইতেছে। আর দেখ মনুষ্যদিগের, সুখ সন্তোষের
বিষয় : মিলি কত শত পদার্থ স্বল্পে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। মিলি দু'খে
পতিত হইব বলিয়া, অথেষ্ট প্রাণ ধারণোপরোগী জব্য সামীও নৃষ্টি
করিয়াছেন, তাহার প্রতি আমাদের কত কৃতজ্ঞতা হওয়া উচিত তাহা
বাক্য ও মনের অগোচর ; সেই পরম ন্যায়বান পরাৎপর গুরুকে জন্মেও
এক বার প্রায় সকল মনুষ্যরাই স্মরণ পথের পথিক করে না। সেই সকল
মনুষ্যদের ন্যায় কৃত্য কৃত্যাপি যেন দৃষ্টি গোচর হয় না, হে পুস্তক দেখ
প্রায় সকল মনুষ্যরাই আশা পিচাসীর কুহকে পতিত হইয়া কি ২ কুকার্য
না করিতেছে, যখন, মাসাময় অনিত্য পঞ্চ ভৌতিক কলেবর তপন তনয়ের
কঠোর জঠরানলে ক্ষুদ্র পাতঙ্গের ন্যায় পতিত হইবে তখন কি উপায়
স্ববলদ্বন করিবে এবং তাহারাই বা আর কতদিন মহামোহের দাসত্ব
শ্রমে আবদ্ধ থাকিয়া আপন ২ করিয়া রূখা কালান্তিপাত করিবে, আর
তাহারা কতকাল মোহজালে জড়িত হইয়া আসক্ত নিকপণ না করিলে
করুণের জীবন : তাহার কি ভাবিলেক নিরর্থক অসার পদার্থে ব্যাস্ত হইয়া
সার পদার্থকে অবহেলা করত, সময় অতিবাণ করিতেছে মীড় করিয়া
জ্ঞান-মের উন্নীলন করিয়া, সেই নিরাঞ্জনে নয়ন পথে স্থাপন করিলে
জ্ঞানবান সেই মনুষ্যগণ এই দুস্তার ভবান্নব হইতে নিস্তার হইতে
পারিবেক। অতএব হে পুস্তক, এই সকল বিবেচনা পুস্তকের কথা নির্বাহ
করিবে ; আর কিছু কলিযুগের নরগণের বিষয় বর্ণনা করি অবণ কর ॥

কলিযুগের নরগণের বিবরণ ।

ত্রিগদী ।

হে পুস্তক কর জ্ঞান, কলিযুগের নরগণ, ধর্ম কন্মে নাহি হয় মতি ।
সকলই অনিষ্ট কর্ম, নাহি ভাবে ধর্ম ধর্ম, অন্তকালে কি হইবে গুতি ॥
কলিযুগের সুখ জন্ম, নাহি বুকে পাপ পুণ্য, কেহবলে ইথে পাপ নাই ।

ভগবান সর্ব্ব ঘটে, বাহা ঘটানি তাই ঘটে, কুমতি কুমতি তাঁর ঠাঁই।
 একটা আশ্চর্য্য হয়, জ্ঞানি জ্ঞান নাহি কয়, শুন বলি তদন্ত তাঁহার।
 পিতা সদা পুত্র প্রতি, নীতশিক্ষা দেম মতি, কে শিখায় মন্দ ব্যবহার।
 মড়রিপু বশে নর, গলকে সবে নিরন্তর, কুমন্ত্রণা দেয় ছয় জনে।
 মতিহীন হয় মতি, শেষে ঘটে কি দুর্গতি, মিথ্যা দোষ দেয় তগবানো।
 করিতে পাণী উদ্ধার, অথবা যন্ত্রনাকার, যে যে অজ্ঞা কহিলো নারাদে।
 প্রমাণ আছে পুরাণে, অবগত জ্ঞানি জনে, সুপ্রকাশ নারদ সংবাদে।
 যে হইবে ধনবান্, হোম যজ্ঞ নাম। জান, মনস্কাম পুরাণে অনাদে।
 অর্থ নাহি বার স্থলে, গদ্যাজল পুষ্পদলে, ভক্তিভাবে পূজিবে করিবে।
 হস্তপদ নাহি বার, কেবল পঙ্কু ঢাকার, মনে মনে পূজিবে সে জন।
 ভক্তিভাবে যেই সেনে, মুক্তিপদ সেই পাবে, শুন সবে পুরাণ বচনে।
 অর্থ কিছু নাহি চান, কিবল ভক্তির ভগবান, ভক্ত সঙ্গে করেন ভ্রমণ।
 ভকত বৎসন হরি, ভক্তবাচ্ছা পূর্ণকারি, ভক্তাধীন ভক্তের জীবন।
 জ্ঞান শুন কহি মন্য, গৃহধন্য পরম ধন্য বুঝে কন্য করে যেই জন।
 দান ধ্যান সদাচার, ধর্ম্ম কন্ম্যে মতি বার, অস্ত্র কালে পাশ নারদগণ।
 গৃহ মর্য্যো থাকি সেবা, নাহি করে দেব সেবা, ধর্ম্ম কন্ম্যে মতি নাহি বার।
 অগ্নিনি পশুর ন্যায়, উদর পূরিয়। খায়, ভাওঁ দেয় নান। অলঙ্কার।
 ক্রমক জননী প্রতি নাহি করে ভক্তি স্তুতি, তবে তার মুক্তি হবে কিসে।
 মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চনা, সদাই করে কুমন্ত্রণা, গৃহ ধন্যে অধন্য ঘটে শেষে।
 অতএব পুত্র শুন, আমার যে আশিঙ্কন, সবিশেষ করি দে প্রকাশ।
 হারহু হে বিদ্যাবান্, বিদ্যার যে কত গুণ, শুনিব যে করহ প্রকাশ।
 পুত্রিয়া পিতার বাণী প্রক্ষুণ্ণ হয়ে অমনি, বলে পিতা, শুন নিবেদন।
 হেন কি কমতা ধরি, বিদ্যার বর্ণনা করি, বাহা জ্ঞানি করহ প্রবণ।

পশুপতি কর্তৃক বিদ্যার গুণ বর্ণন ও সদাগরের পঞ্চত্ব আশু।

পরায়।

কি কহিব পিতা আমি বিদ্যার বর্ণন। বিষয় বচনে বলি কিব্রিৎ প্রকাশ।
 বখা সাধ্য বলি কিছু বিদ্যার বর্ণন। বহিরের কণ হই অস্তরের নয়ন।

সেই ইহ পুত্রনীতি, বিদ্যা, আত্ম-বান । বিদ্যাহীন নর যেরূপ দুঃখ জন্ম তার ॥
 বিদ্যানের সমাদর, আদর-বিদ্যেণ । বিদ্যার নিকটে নাই ইতর বিশেষ ॥
 কীচ যদি জ্ঞান হয় পূজ্য, তারি তায় । মনুষ্যের পক্ষে বিদ্যা-রাজ্যর সভায় ॥
 যেমন মনো করি তারি উপায় । নষ্টনা, নষ্টী : গুণে রত্নাকর পায় ॥
 বিদ্যাবান সেই কপা বিদ্যাহীন লয়ে । জ্ঞান-সম্বল করে রাজ-প্রিয় হয়ে ॥
 বিদ্যা করে বিদ্যাবানো দিনেই বিদ্যে । বিনয় বিদ্যামে করে ক্ষমতা, প্রদান ॥
 ক্ষমতাবান পন হয় নাহি রস ভুল । পন তলে দয়া হয়, ধন্যে হয় বখ ॥
 সে না করে বিদ্যা-রূপ শাস্ত্র আচরণ । নষ্টন থাকিতে হয় সজ্ঞ সেই জন ॥
 কোন পন নাহি হয় বিদ্যা-সম্বল । আগমন, কনিলেন নাহি হয় মূল ॥
 কোন পালে কিছুতেই নাতি পায় ক্ষয় । শতই বরস বাড়ে রুদ্ধি তত হয় ॥
 জ্ঞানিবা, পারে না কছু বিদ্যা-করিতে । তন্তুরে পারে না কছু এখন হরিতে ॥
 শাস্ত্র আর পন্থ এই বিদ্যা দুই রূপ । এর মাঝে শাস্ত্র বিদ্যা তিন অপরূপ ॥
 পুস্তকলে অস্ত্রবিদ্যা হাস্যস্পদ হয় । তখন তাহার আর আদর না বর ॥
 শাস্ত্রবিদ্যা সর্বকাল যতাবে সমান । শুভকারী হয়ে করে চতুর্বার্ণ দান ॥
 বুদ্ধিশালী রূপগুণ যত যত নর । আপনারে জ্ঞান করে অজর অমর ॥
 বিদ্যার পলায়ন পদে প্রাপ্ত হয় ধন । কিবল করেন সখে, কীত্তির স্থাপন ॥
 ইতিহাস নষ্ট, কেশ কর বিস্তারিয়া । তথনি মরিতে হবে বিফল তারিয়া ॥
 'বিদ্যা' নিয়তির বিষ আলোচন । নিয়ত করহ শুধু ধন্য আলোচন ॥
 বিদ্যা বিনা নাহি হয় ধন্যে অধিকার । অতএব এই বিদ্যা সর্ব মূল্যধার ॥
 দিনে বচনে বলি প্রিয়তম গণ । সাধ্যমতে কর সবে বিদ্যা উপার্জন ॥
 পড়িতে না পারি যদি দেখি কিস আছে । নিয়ত নিযুক্ত থাক পণ্ডিতের কাছে ॥
 সমাজে থাকিলে তবু সাধু কথা কবে । সঙ্গগুণে কিছুকল হবে, হবে, হবে ॥
 পুস্তক পূজ্য হয় পড়ে গজানীরে । পুস্তক সহ সূত্র উঠে দেবতার শিরে ॥
 এই রূপ সদাগর করিছে প্রবণ । এমত সময়ে তার উপস্থিত মরণ ॥
 'বিদ্যা' উপায় আর নাহিক এখন ! আপন স্থানে শীঘ্র থাকিল তখন ॥
 অতি বড় বিবেকগ বুঝে রহস্পতি । আইলেন সদাগর নাম তারা গতি ॥
 করিছে সখার প্রতি করিয়, কনয় । আমার আসন্ন কাল দেখ মহাশয় ॥

অন্তএব তব প্রতি করি নিবেদন। সখার উচিত কম করহ শ্রম
আপন উজ্জ্বল চেতন বন্ধ হয় যেই। প্রাণাধিক প্রিয়তম বন্ধ হয় সেই
দিপাদের বন্ধ যিনি বন্ধ বলি উদে। সখা বলি মনে ধন করি আর কারে
সময়ে মধুর বাচি মনেকৈই হয়। কসমেরে কেহ তার মিকেটে না করি
তয়ারুল যে জন প্রতি তার ভর। যথের লোভে বন্ধ পদাঙ্গি কেহ হয়
বন্ধুতা তাহার সত কখন কি হয়। ন হাকে কি বন্ধ বলি বন্ধ বন্ধন
একনে শামাদ আর নাহিক বিস্তার। কৃতান্ত ধরেছে কর করি নিস্তার
অন্তএব সখা তোমায় করি যে মিনতি। নদত দেখিবে মম প্রাণ পশুপতি
আপনার পুল সম য়েহ যে করিবে। ইহাতে বিভিন্ন ভাব কত না ভাবিবে
এই রূপ সদাগর কহিছে বচন। অমনি পঞ্চজ প্রাপ্ত হইল তখন
তাহা দেখি তারাপতি করিছে বোদন। বহু বলে রাখা খেদ করি কারণ
জন্মিলে যে মৃত্যু আছে না হয় খণ্ডন। বুঝায় করহ কম যত বন্ধ জন্ম

পিছ শোকে পশুপতির খেদ উক্তি।

ত্রিগদী।

জন্মকের শোকানলে, সদত হৃদয় জলে, কিছুতেই না হয় শীতল।
ছিন্নমূল তকপ্রায়, ধূলায় লুটায় কাষ, নেত্র নীরে ভাসে বন্ধ জল
নিরত কাতর স্বরে, মুখে হাহা রধ করে, কখন বা শোকে অচেতন।
প্রমত্ত পাগল মত, ফণে ফণে জ্ঞান হত, কহে কত প্রলাপ বচন
কদে করে করাঘাত, বলে তার অকথ্য। বজ্রাঘাত কে করিল শিরে
কার সঙ্গে ছিল বাদ, কে ঘটালে এ প্রমাদ, যিক ২ দাকণ বিবিশেষ
শান্তে শুনি এ প্রকার, কমলে জনন তার, তবে কেন হৃদয় পালায়
বুঝিলাম স্থিরতর, নহে সে কমলাকর, মম ভাগ্যে গিরিজা সন্তান
কে বলে তোমার ধর্ম ওহে বম হেন কম, ধর্মের কি সমুচিত হারা
পরহরে ব্যাধা দিয়া, সাধিলে আপন ক্রিয়া, এরে চেরে পাপ কারে কম
হার আজি কি হইল, সর্বশাশ কে করিল, পিতা কোথ করিলে গমন
ত্রিভুবনে কেবা আছে, দাঁড়াইব কার কাছে, কেবা রেহ করিবে তেমার
তুমি বর্তমানে যেন পরভের পাখে হেন, নিশ্চিন্তা ছিলাম এত দিন।

একদা আপনি ভূমি নিকর বল ধর : ভালমতে সকলেরে প্রতিপালন করুন।
সকল প্রবর্ত হও সুকার্য করিতে। মিছে কাষে কাল যেন না হয় হরিতে।
ধন আর সুখ লাভে আশা যদি হয়। দীর্ঘসূত্রী ভাব ধর। সুবিহিত নয়।
আমরুল পূর্ণ কর। শরীর রলস। করেন। ২ ভবে করেন। অমল।
নিজ। তর। তর ক্রোধ কর পরিহার। অম হল শূন্য কর। মাধ্য বে প্রকার।
দীর্ঘসূত্রী ভীত ক্রোধী নির্দয় গলস। কখন না থাকে সুখ নাহি পায় ধন।
অসময়ে নিদ্রাগির। হয় যদি কাল। কেমনে ছইবে তবে প্রায় পূর্ণ।
বিফলে হরিলে কাল অলস হইয়।। স্মরণিত। সুখ পাবে কেমন কবিয়।।
এই বণ্ডে যে কাম সফল হয়ে যায়। কোন মতে নিলয় বিহিত নাহি যায়।
ভয় আর ক্রোধ হয় বিষম বিশাল। উভয়ের বশ হইয়। যদি হর কাল।
পদে পদে হবে তবে বিপদ তোয়ার। সম্পদ নিকটে কতুন। আসিবে ক্ষার।
সমুচিত যত্ন কর ধন আহরণে। অবিরত হও রত সুকার্য সাধনে।
ন্যায় মত পায় যত কর উপার্জন। হিত-কর কার্যে তাহা কর বিতরণ।
প্রথমে আপনি কর হিত আপনার। পরে কর শক্তি করে পর উপকার।
আমর্জিন ধন ব্যয় কুশল কারণ। সার্থক শরীর তার সার্থক জীবন।
বিনা শূনে বিফলেতে দিন যায় যায়। জন্মমুখ্য তার জন্মমুখ্য।
অতএব পুত্র তোয়ার কি কহিব তার। আপনার মনে ভূমি করহ বিচার।
শুনিল। এ সব কথা পশুপতি কর। বাণিজ্যেতে যার আশি নাহিক সুখ-কর।

পশুপতির বাণিজ্যে বাইবার উদ্যোগ।

পর্যায়।

তারাপতির বাক্যেতে সাধুর কুমার। উদ্যোগি হইল যম। বাণিজ্যে লবায়।
আপনার ভ্রাতৃগণে আকিয় আনিল। সমধুর রচমেতে সকলে কুশিল।
শুন ২ ভ্রাতৃগণ বিশেষ কাহিনী। বাণিজ্যের আয়োজন করহ এখনি।
সুসজ্জা করহ তর। বিবিধ বিধান। অমূল্য বিবিধ রত্ন সাজাহ যতনে।
আজ। মাত্র যত ছিল তরির কাপড়। সতরে চলিল তার। সাজাহিতে তর।
এই রূপে আয়োজন হইছে যখন। কোথা হইতে আইল এক রত্ন বাণেশ।
অতি রত্ন রূপে তার করে ধরে নকি। সময়ে অপর। বিদ্য। এতে বহি।

স্বাধীন সাধুর হস্ত রয়েছে বসির। আশীর্বাদ ছাড়া বিজ্ঞান গাইল গির।
 ত্রিপতির প্রতি তখন কহিছে ব্রাহ্মণ। বিরস বদর্শি বাপু কিসেই কারণ
 ত্রিভুজের বসে তবে সাধুর মনন। কলি আঁতে হবে প্রভু বাণিজ্যে গমন।
 চরিত্রজ্ঞা হইয়াছে শুভদিন কালি। আশীষ করহ বেন বাপু। পুরান কামি
 কামি বসিছে তখন সাধুর তনয়ে। কি রূপে মাইবে বাপু বাণিজ্যে বিবয়ে।
 কোথায় উপদেশ দিয়াছে তোমার। সকালে বৈকাল কত হয়েছে কোথায়
 ব্যয়সে মন ভুঁমি দেখিতে সন্মরি। তাহে বাপু রত্ন লয়ে যাবে দেশান্তর।
 মিসেয়ে বাণিজ্য করা সাধারণ নয়। স্বদেশ ছাড়িলে হয় রিকহস্তে ভয়।
 মিসেয়ে মানির পক্ষে শত্রু পায় পায়। ক'কি দিয়ে পাছে কেহ বিপদ ঘটায়
 মিসেয়ে বিপদ যেন অনায়াসেই ঘটে। কে তোমার মুখ চেয়ে বাচাবে মরটে।
 ক'কি দুঃখ-চোর কত কৈরে ছাটে ছাটে। বুঝিয়া দেখহ সত্য কি বা মিথ্যা বটে।
 ক'হি জ্ঞান কোন দেশপণ্ডের সন্ধান। স্থাপত্য-মাহিক কেহ দিতে হিতজ্ঞান।
 সত্যপ্রিয় সাধু যত শুনহ বচন। কদাপি বাণিজ্যে ভুঁমি যেওনা এখন।
 সত্য প্রভু তবৈ মনুষ্য কয়। শুবিহিত ভাবি কর্ম করা উচিত হয়।

তারাপতি ও দ্বিজবরের কথন কথন।

গদ্যলেখক।

এই রূপ কণোপ কখন হওন সময় তখন তারাপতি আগমন পূর্বক
 দ্বিজকে প্রণিপাত করত কহিতে লাগিলেন; অদ্য আমাদিগের বড়ই
 দুর্ভাগ্য, যে মহাপ্রভুর জীচরণ দর্শন হইল, তবে আপনকার আগমন কি
 লাভসাধে? তৎপ্রবণে দ্বিজবর কহিলেন, আমাদিগের চেটাই যে কিবল
 তোমাদিগের কুলল অনুষ্ঠান করি, সে কারণ এক বাক্য আশীর্বাদ করিতে
 আসিয়াছি। এবং প্রভু ইইলাম যে পশুপতি বাপাজিও পিতৃহীন হইয়া
 সন্দেহিক বিলয়ে ভার্যরত প্রযুক্ত সফল গমনে মীমব করিয়াছেন, কিন্তু
 ইহা অতি অবিবেক জনক, কারণ তিনি অতি অল্পবয়স্ক তাতে আর
 কখন ব্রহ্মবজ্র আশ্রিত হইতে হইবে নাই এবং তাহা কি প্রদানীতে চালা-
 য়ে হইয়া উহার উপদেশ প্রতিগোচর হয় নাই, বিশেষতঃ উহার যৌবন
 কাল জীবিত্যবেশেই রূপ অরূপে প্রবেশিলে মনুষ্যের হিতাহিত বিবেক

কি থাকে না। তত্ত্বের কার্যপতি কহিলেন, যে দ্বিজ মহাশয়, পশুপতি অতি সুবোধ এবং ইচ্ছার যে পর্যাণ্ড বিদ্যালাত হইয়াছে তাহাতে ইনি অন্যায়সেই স্বকার্য্য মাধম করিতে পারিবেন, ইহা আমার যেনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তবে ক্রীষ্ণ ইচ্ছায় কহার অদৃষ্টে কি ঘটে তাহা যত্নসারি বোধগম্য নয়, কিন্তু মন মধ্যে এই এক দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে বিদ্বান্ হইলে বুদ্ধ্যমান হয়, এবং তৎ প্রভুভাবেই কৌশল জন্মে এবং সেই কৌশলে স্বকার্য্যে জয়ী হইতে পারে, এস্থলে পশুপতির যখন বিদ্যালাত হইয়াছে তখন তাহার কার্য্যে সঙ্কোচ জন্মিবার সম্ভাবনার ভাবনা নাই। তপাস মহাশয় অনুকম্পা পূরঃসর পরিক্ষা করিয়া দেখুন যে কোন্ দাবসয়ে পারক ও অপারক আছেন তাহা মহাশয়ের দ্বারাই সুবিচারিত হইতে পারিবেক। তৎক্রমণে দ্বিজবর পশুপতিকে কহিতেছেন, যে হে ষাণ্ড পশুপতি মনুষ্যাগণের কি রূপ আচরণে চল। উচিত তাহা প্রকাশ করহ, তৎক্রমণে পশুপতি প্রভুত্ববে যত্নবান্ হইলেন।

পশুপতি কর্তৃক সংচরিত বর্ণন।

পর্যায়।

আমি কি কহিব প্রভু সে রূপ বচন। যথা সাধ্য বলি কিছু করত প্রবণ।
বলি ২ হীত বলি শুনহ এখন। সুধিরের কথা খাছ। আছয়ে লিখন।
পর নারী জ্ঞান কর জননী প্রায়। মনের বিকার যেন নাহি ঘটে তার।
লোভ, বেন মনে কিছু নাহি পায় স্থান। পর ধন জ্ঞান কর তুণের সমান।
জ্ঞান দেখ এহ বাসি যেই জন হবে। সকলের সঙ্গে সদা বহুতাকেরে।
তাহাতেও বহুবিধ উপকার হবে। যে যেমন তার কাছে সেই রূপ পাবে।
পুন কিছু বলি শুন দাকৌ কাহিনী। পণ্ডীতেরা কহিয়াছেন সেই রূপ বাণী।
ধনি জনে ধন দেওয়া নহে প্রয়োজন। ধনহীনে সাধ্য মতে দান কর ধন।
রোগীতে ঔষধ দান সুবিহীত হয়। নিরোগীতে দিলে পরে নাহি কলেশনার।
শাস্ত্রতে কহিয়াছে একরূপ বিধান। দানের প্রধান দান সাহিত্যে দান।
বিদেশত উপকারি যে দান হয়। তাহারে করিবে দান শাস্ত্র কোষে।
জারি দেখে যেই কণ্ঠে করিবে কলেশনা। লিখিত হুয়ির তার কল্যে।

ক'লে ভাগে কোমি কর্মে কিওন। বে হাতি। পায়ে হাটে শেবে বিবম বাঁকাতি।
 হুটি বড় সকলের অন্তিমত লবে। তাল মন্দির যুক্তি করি অগ্রসার হবে।
 ক'ল যদি সিদ্ধ হয় কত উপকার। সমভাগে ক'ল ভোগে হয় সর্বাঙ্গার।
 আর দেখে লোভে জোড়ি জেগে সমুদয়। বাঁধাইল হলে নয় কিরুহিল তার।
 লোভে হতে হয় সঙ্গী কামের সঙ্কার। সেই কাম হয় নান। লোভের আধার।
 লোভতে জ্ঞানমোহ নাহি থাকে শিব। পিড়ি। মায়ার জালে মারজায় জীক।
 পক্ষে পরিভাষ্য দিবানিশী লোক। লোভের অধীন হয়ে মঠে কড়ে। লোক।
 সেই লোভ সমুদয় পাপের আধার। লোভের অধীন কেই হয়ে নাক জার।
 এই রূপ বিবচনা বাহাতে না রহ। তাহারে কি জানী বলি জানী সেই মর।
 এসব শুনিয়া তবে কহে দ্বিজবর। তবে বাক্য অবগেতে হরিষ অন্তর।
 কতএব আর কিছু করি যে প্রস্তাব। মহৎ জনের হয় কি রূপ হস্তাব।
 পশুপতি কর্তৃক মহতেব চরিত্র ববর্ণন।

পয়ার।

পশুপতি কটমতি কহিছে বচন। শুন দ্বিজ মহাশয় মহত কথন।
 মহতের যদি হয় বিপদ সঙ্কার। মহতেই করে তার বিপদ উদ্ধার।
 মহৎ যে হয়, হয় স্তাবে প্রদান। মহতেই রক্ষা করে মহতের মান।
 যে জন মহৎ মর তারে কেবা মান। নীচ জনে মহতের মহিমা কি জানে।
 গুরু হলে গুরু তার দেয় জার তারে। লম্বু হলে গুরুতার কে বহিতে পারে।
 পাহেতে পড়ি। করি প্রাণেশ্বদিমরে। করি বিন। সে করিরে উদ্ধারিতে নারে।
 করি করি অগুণে করে পাণদান। শৃগালের বলে কিছু নাহি পার ভাণ।
 মহৎ হইতে মনে সাধ বার আছে। সে গিরি কক্কু বাস মহতের কাছে।
 মহতের আশ্রয় লইলে এক বার। হইবে ২ তাহে কসাগ, তাহার।
 সর্প নাশ হয় বহি মার। বার প্রাণে। তখাট জেও না। কিছু নীচ সরিষামে।
 সন্ন্যাসের সহবাসে সমানে রহিবে। উভয়ের কাছে গেলে উভয় হইকে।
 স্তাবে অমর করে অমর ব্যাভার। উভয় অমর হয় কাছে গেলে তার।
 সত্যবাক্য সারস্বাম। সত্বরের শেষ। কালিক কুটিরে যদি করয়ে এবল।
 সত্যবাক্য সত্বর। খাট নাহি জার। সাগেই ২ কালি অবশ্য যে গরি।

পরশ মণির কথা কানে আছে শোন। কোঁই যদি স্পর্শ করে সেও হয় সোনার
বিশেষে উত্তম গুণ উত্তমতেই রয়। অধমে উত্তম গুণ কখনই নয়।
অতএব মহতের মহিমা অপার। আমি কি কহিব তাহা শুনি বিজবর।
মহতের প্রবন্ধ শুনিয়া তখন। আহ্নান পূর্বক পুন কহেন ব্রাহ্মণ।
মহতের কথা মাহা হইল প্রচার। একণেতে বল পুন ধনের ব্যাপার।
শুনিয়া এ কথা তবে বলে পশুপতি। সংক্ষেপেতে ব্যক্ত করি শুন মহামতি।

পশুপতি কর্তৃক ধনের প্রকৃতি বর্ণন।

পর্যায়।

পশুপতি ঘোড়করে, করে নিবেদন। শুন দ্বিজ মহাশয় ধনের কথন।
ধন-বলে ধনিজন সদাই স্বাধীন। এ জগতে সকলেই ধনের অধীন।
ধনেতেই পূজা হয় ধনেই আদর। রহস্যাতি আদি সন্তে ধনের কিসর।
ধনুধীন জন যেই রূপ। জন্ম তার। অরি ভাব ভাবে তার দার। পরিবার
সেখানে সেখানে বাস অনাদর হয়। লক্ষ্মীছাড়া বলে কেহ কথা নাহি কহ।
গুণ জ্ঞান কিছু তার না হয় প্রকাশ। মরমেতে মরে রস পেয়ে উপহাস।
ধনি যদি মর্থ হয় দুঃখ কিবা তার। পণ্ডিত বলিয়া তারে করে নমস্কার।
রূপে হইলে ধনি ধনে রূপবান। সকলেতে দেখে তারে কক্ষণ সমান।
লক্ষ্যদিগে ধনিদের স্তবের সংযোগ। দরিদ্রের চিরকাল সমকট ভোগ।
বিশেষত ধনি হয়ে দীন-যেবা হয়। মরণ মঙ্গল তার পাঁচ। বিধি নহয়
অতএব ধন হয় সর্ব মূল্যধার। অস্তরে বুঝিয়া তবে দেখ সার। তব
শুনিয়া এসব কথা কহে বিজবর। শ্রবণে তোমার কথা হরিব আদর।
জ্ঞাত হইলাম অমুখি ধন উপাখ্যান। একণে শুনিব কিছু ধনের কথন।

পশুপতি কর্তৃক ধনের প্রকৃতি বর্ণন।

পর্যায়।

আমি কি কহিব গুরু ধনের কথন। দুনিয়ায় ধানে নাহি শাহ-ব্রাহ্মণ
তথাপি যমেতে কিছু করি অনুমান। শহিদ যে প্রভু আমি তোমার প্রমাণ
নমস্কার করি গুরু ধনের চরণে। জমনি না শোক পাঁচকিছর মরণে
নরায়ণ কেহ নাই ধনের সমান। বিজগতে নাহিতার উপহার।

বিশ্বের ধরে বিষ, বিবে হয় হিত। খলের তুলনা শুধু খলের সহিত ॥
 অপের কামোড়ে বটে প্রাণে নাহি বাটে। কিন্তু তার বাঁচবার সন্তবনা আছে ॥
 জ্বালাতন জলসার আড়ান খোড়ানে। সপ্নাধাতে কেহও বেঁচে থাকে প্রাণে ॥
 কলঙ্ক বাতাস খেয়ে থাকে পরিতোষে। জগতের প্রিয় সব খলতার দোষে ॥
 কখন নাহি বধ কামোড় মারিয়া। সর্বনাশ করে শুধু পরশ করিয়া ॥
 হুস গিরি ছুস করি একজনে ধরে। সেই যোগে পরস্পর কত লোভ মরে ॥
 মর আর পরশেতে অপকার করে। এই রূপ ব্যবহারে কত লোক মরে ॥
 চিত্র করে, চিত্র করে, তুলী, তুলি করে ॥ স্রুপ, বিরূপ, রূপ, বিরূপ করে ॥
 চিত্রের কৌশল তার অতি অপরূপ। সমাভূমি উচু নীচ, মেগাময় স্বরূপ ॥
 সেই রূপ তার ধরে খল জন সত। অসত্যেরে সত্যাকরি ভাব করে কত ॥
 তাঁদের অসীম তরে আছে আর কিবা। দিবারে রজনী করে রজনী বিব ॥
 হুসার মূচনার মুসর সঙ্গতি। সতীরে অসতী করে অসতীরে সতী ॥
 দেখম বিচিত্র তার পরিয়াছে খল। জনেরে জনস কতে জননেরে জন ॥
 কতই খেলিছে তার মনের ভিতরে। বিধাতার অগোচর কি জানিবে মরে ॥
 কতই নাহি হয় বিনয়ের বশ। তার কাছে কোথা আছে সত্যের বশ ॥
 কতই শুধু কর সেবা কর বত। বিপরীত কল লাভ হবে তার তত ॥
 কতই প্রেমভাবে প্রেম নাহি পার। সমাদরে তুটনয় এ যে বড় দার ॥
 কতই বদাশি হয় পৃথিবীর পতি। তখাচ হবে না তার সুপবিত্র মতি ॥
 কিন্তু তার বত ধর, শত্রু তত হয়। যে লয় শরণ তার শরণ নিশ্চয় ॥
 কতই তরাসক জনস সমান। শঠের সহিত বাস না হয় বিধান ॥
 কতই লোক আপনার কুশল কারণ। অন্যাসে রহুক পাবেব জীবন ॥
 কতই পাপ কর্মে পড়ে অজিহর। দর, নাই, দর, নাই নাই, লজা ভর ॥
 কতই যদি হোসে যে রূপ প্রকার। একবারে গোড়াইয়, করে ছার খার ॥
 কতই যদি কলঙ্ক রূপ প্রকার। উকমে অধম করে নাহি রাখি সার ॥
 কতই যদি পল ঠাই করে কত। আপনার কলিকালে হলে হয় মত ॥
 কতই যদি রূপ তার নাহি ধরে। মেগামে বম্ব মেগামেই রূপ করে ॥
 কতই যদি কলঙ্ক প্রকার। তার দর সাধু সেন কেহ নাহি আর ॥

করে মধুরকী বাহিরে সরল। ক্রমের ভিতরে তরু। কেবল গরল
 মাপ সোলে সযোজন মুখের উপরে। কত কটু করিছেছে ভিতরে ৷
 একাশেতে শিষ্টালাপ কত তার ভূর। গোপনে রোপণ করে নাশের অহু।
 সাক্ষেতে সন্ধান করে, কারয় সাতুরী। অসাক্ষাতে ইচ্ছাকরে পেট মারিছুরী।
 অতিশয় মায়াপটু অপরূপ ঠাট। খলজনে শিখিয়াছে কি আশ্চর্য্য নাট।
 বিবয়েতে তুট নয় কেমন পাতক। উপকার পেয়ে হয় গুণের ঘাতক।
 বিনয় হয়েছি দেখে শঠের ব্যাভার। বাহুর আশুয়ে থাকে মন্দকরে তার।
 স্নান গুহ হয়ে যেন দ্বিত ভিক্ষা মাগে। তাহার অনিষ্ট যেন করিয়াছে আগে।
 মহৎ স্বভাব যার মহৎ যে হয়। আশ্রয় দাতার কাছে নত হয়ে রয়।
 কমল আশ্রয় করি অমল কমল। মধুভরে ঢল ঢল হাস্য খল খল।
 সৌরভে করিয়া কত গৌরব বিস্তার। আশ্রিত জনেরে করে শোভার আধার।
 শ্রেষ্ঠ জলে মকরাদি করিয়। বিহার। নিরন্তর করে শুধু পাপের সম্ভার।
 খল সর্প বাস করে চন্দনের মূলে। উপকার কহু তার নাহি করে ভুলে।
 দশন প্রহার করে আশ্রমে আঘাত। আশ্রয়েতে থেকে করে মূলের ব্যাঘাত।
 চন্দনের তক কত সুখের নির্ণয়। কোন স্থানে হিংসকের অধিরত নয়।
 বিনম্র থাকে মূলে কলে মধুর। আগায় তল্লুক উঠে শাখায় বানর।
 সন্ময় পাইয়। তার। গুণ নাহি ধরে। পুরস্কার সকলেই অপকার করে।
 সার আছে, বস্তু আছে, রস আছে, যথা। চুরাচার ছুজনের সমাগম তথা।
 মহত্তের কাছে পেয়ে মহৎ আশ্রয়। স্বভাবের দোষে কহু মহৎ না হয়।
 বিষ বৃক্ষে দিলে পরে অমৃতের জল। প্রসন্ন করেন। কহু সুমধুর কল।
 বেধে বেধে তাপ দেও যত দিয়া বুঝে। কুরুরের নাজ তরু বাবেমাকো মূর্খ।
 আপনায় কিছু মাত্র নাহি উপকার। অকারণে করে শুধু পর অপকার।
 মন্দবিন। ভাল কর্ম কহু নাহি জানে। ধর্ম। ধর্ম পুণ্য পাপ কিছু নাহি মানে।
 ধন নাই, বল নাই, এমন যে খল। তরু তার ভরে কাঁপে সূজন সকল।
 খল যদি ধনবান বলবান হয়। কোন মতে তবে তার রক্ষা নাহি হয়।
 ক্রোধের সকল সোকে করিয়া অসীন। বল পেয়ে ছল পেয়ে সে হয় সাতীন।
 কাজে কাজে তার কাছে লগ্নে পরাভব। আপনায় ইচ্ছামত কর্ম করে সব।

কারে মারে করে করে কারো লোটে পুরা। কারেই দেণে থেকে করে দেয় পুরা।
এই রূপ তার ভায়ে সবাই অধির। কখন কি করে বলে কিছু নাই হির।
সে রাজার কাছে করে অসৎ সমত। সে দেশেতে মারা পড়ে সমুদায় সহ।
বিশেষত শঠ বলি রাক প্রিয় হয়। সে রাজার কাছে আর ধর্ম নাহি হয়।
সার পুরে সেখে লয় মানসি। রাজা করে ছার খার কুমন্ত্রণা দিয়া।
করিয়া। সুহৃদ ভেদ প্রমাদ ঘটায়। পরস্পর প্রেম তার নাহি থাকে তার।
কুমন্ত্রের মন্ত্র দোষে বন্ধির বিচার। নৃপতিরে করে নানা পাপের আধার।
কেবা আসে কেবা পর থাকেনা বিচার। বিপরীত ভেবে হিত, একে করে আর।
এ রূপ শব্দের কথা কি বলিব আর। শত শত ঠাই আছে প্রমান তাহার।

দুহুবর খেলের প্রকৃতি শুনিয়া পশুপতির প্রতি উক্তি।

ত্রিগদী

শুনিয়া এসব বাণী, কহিছেন দ্বিজমণি, হরষিত হইয়া অন্তরে।
জলিকা হয়েছ বটে, বিদ্যা রূপ আছে ঘটে, বুঝিলাম শুনিয়া সঙ্গরে।
কে বিদ্যা করেছ সার, ইহা সর্ব মূল্যধার, অখিলের সার এক ঘটে।
তব মনে নাহি ঘেব, কিবা দিব উপদেশ, কেবল দেখি যে এক ঘটে।
বল বাপু পশুপতি, পরাজনার কিবা গতি, সে বিদ্যা কি করেছ সাধন।
শুনি তবে সাধুসুত, টহিয়ে অতি খোদাঘিহিত, বলে এতু সে বিদ্যা কেমন।
হিত উপদেশ আদি, আছে বহু শাস্ত্র বিধি, তাহা সব করেছি সাধন।
শুনি নাই কেন বিদ্যা, যে মোরে দিয়াছে বিদ্যা, কখন তাহার সরিধান।
স্বপ্নেতে অসম্ভব, হেন বিদ্যা কি সম্ভব, কুজাপি শুনি নাই শ্রবণে।
আমি হই শিশুমাত, ঘটাদর কিবা গতি, ইহা আমি জানিব কেমনে।
শুনিয়া এসব বাণী, কহিছেন দ্বিজমণি, তবে বাপু কি বিদ্যা শিখেছ।
তোয়ার যেমন ভাল, তাঁর সে বিধি কাল, সেই কাল আশু হইয়াছ।
নাহি বিদ্যা জ্ঞান বড়, তাহে তুমি নহ মড়, তবে বাবে কিরূপে বাণিজ্যে।
সকল রাজা তোমার, হলোনা সাধু কুমার, যম বাণী না কর অগ্রাহ্য।
শুনিয়া এসব তত্ত্ব, পশুপতি খোদাঘিহিত, কহেগিয়া পিতৃ সখাছায়ে।
কোন প্রমাণ মহাশয়, ঘটিল বিশ্বাস দায়, বাণিজ্য বাধ্যত দিক জানে।

আবশ্যে তারাপতি, বলে গতি কিবা গতি, বটিল কিরূপ অকথাই ।
দৈব অতি ব্রাহ্মিত, তারাপতি উপনীত, কহে গিয়া বিজের সাক্ষাৎ ।

বিজবর ও তারাপতি উভাবর কথোপকথন ।

ত্রিপিদী ।

সফরে যাইবে পুত্র, ব্যাঘাতের কিবা সূত্র, কহ দেখি সবিশেষ বাণী ।
শুনি তবে বিজবর, বলে শুন সদাশিব, সখ্যাতের যে কপ কাহিনী ॥
সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, পশুপতি গুণ বুঢ়, সেও আর কেবল এক বাকি ।
সে বাকি বিষমবাদি, শাস্ত্রাধিতে আছে বাকি, সে তত্ত্ব কিবল শুধু কাকি ॥
অতএব শুণা গাই, প্রকাশিয়া বলিতাই, ছেনালী হিদ্যা যে মুকঠিন ।
সে যে অতি অসন্তুষ্ট, নিদি নিম্ন পুরাতন, পড়িলে সাহাতে হয় খুন ॥
পশিলে সাহার মন্ত, জ্ঞান গুণ, সবভাস্ত, ভাবিদেখ আপনার মনে ।
শুনহ মাহাত্ম্য তার, বিন্দু আদি দৈত্যেশ্বর, ত্রিলোক শাসিল দুইজনে ॥
যম ঘরে করে ডর, কর দেয় রত্নাকর, হেন দীর যে ছিল ধ্বংসে ।
ভেবেদেখ তুমি মনে, নষ্ট হয় হেন জনে, কেবল নারীর ছেনালীতে ॥
কর বিজু বলি হিত, কালিদাস সুপণ্ডিত, তার মত আর কোন্ডিল ।
সে নে পড়ে ছেনালিতে, মৃত্যুহয় অপঘাতে, অবশেষে তার এই হসো ॥
অতএব ছেনালী জাল, সে যে কভুনহে জাল, ভেবে দেখ তারাপতি মনে ।
তোমাতে যে বলি তাই, পুত্রকে লিখাও তাই, তবে দিও সফর গমনে ॥
শুনিয়ে প্রণালী তত্ত্ব, তারাপতি হৈয়া ভ্রান্ত, বলে ইহা কেবা লিখাইবে ।
শুনি, তবে বিজবর, বলে ইতে নাহি ডর, আমাহতে সাক্ষি যে হবে ॥
বুঝিয়া বিজের মন্য, বলে এতু এই কন্ম, তোমাহতে যদি হতে পারে ।
তবে আর নাহি ডর, এই কন্ম তৎপর, যাহা হয় কর শীঘ্র করে ॥
জাহাজ প্রস্তুত ঘাটে, বিলম্ব আর নাহি থাকে, বুরার উদ্ধার এই দাসে ।
শুনি বিজ উল্লাসিত, বলে হবে ব্রাহ্মিত, স্যামাধিক পাঁচ ছয় মাসে ॥
এ যে বিদ্যা নহে কন্ম, আছে বিবিধ রকম, ইহার নাহিক আর কেবা ।
অতএব তারাপতি, বন্দবস্ত ঘোর প্রতি, শীঘ্র করি কহ সবিশেষ ।
শুণাতে তারাপতি, সন্তোষিয়া বিজ প্রতি, বলে পাবেন পঞ্চগত টাকা ।

পঞ্চমর হার যেন গলা ভরা হয়। যাছা পেলে রমণির বড় সুখোদয় ॥
 এই কপে রামা যত কহিছে বচন। কুপিত হইয়া বিজ বলিছে তখন ॥
 কহরে যুদ্ধাঙ্গী তোরে কি বলি আয়। তব সম পত্নী বেশ নাহি হয় কার ॥
 কহিয়া রমণী তবে ক্রন্দন ধুড়িল। মনে করে পোড়া মুখী বিপদ ঘটিল ॥
 তবু মনে চল করি কত কথা কয়। বসে কি আশ্রয়্য কথা কহ মহাশয় ॥
 জাপানার ন্যে যে আপনি পথিহই। তোমার কি গুণকথা অন্য কাণে কহি ॥
 তবু উত্তর করি আমি শুন প্রাণনাথ। যে কালীন গুণকথা হয় তব নাথ ॥
 কোন্ পোড়ামুখী কুবি ঘাটি আসিছিল। বিরলে থাকিয়া হবে সব জ্ঞাত হইয়া ॥
 মনে চরিলেন বিজ যুদ্ধাঙ্গীর ছল। তদন্তরে উদ্ভোগী ঘাইতে মিলিচল ॥
 ইতি। পয়ার ছন্দ বহুনাথ কয়। তদন্তরে বিজবর চলিল করায় ॥

বিজবরের নিলাচলে গমন ।

লব্ধ চৌপদি ।

তবে বিজবর, অতি দ্রুত তর, হইয়া সত্বর, চলিলেন নিলাচলে ॥
 তার মনে কত, চলে অনিরত, গমনে যে ক্ষত, উপস্থিত সেইস্থলে ॥
 দেখি পশুপতি, স্নাতরে খিনতি করে বহুস্ততি, দ্বিজে সন্তোষিত অতি ॥
 যেন অবিদিত, কুপ হলেগত, অশ্রু মুখভাত, কৃপাকর ময় প্রতি ॥
 অতি অতিদীন, দীনের অরীন ভাবিপ্রতিদীন, তোমার চরণ দয় ॥
 স্নাতক বচন শুনিয়া তখন, কহিছে ক্রোধজন, দিয়া অতি অভয় ॥
 তব অনিরত, হয়ে বিবাদিত, কেন খেদাচিত, দেখি যে স্নেহময় ভাব ॥
 কহিত বলি, দেহ খেল বলি, মিছে যে সকাল, যেনো কত বের ভাব ॥
 কহিয়া এসব, এ যে কহে সব, সব হবে সব, অতনু মুদিলে পর ॥
 তব তুরিত, বলি যে বিহিত, হয়ে করানিত, বুঝ তাহার সব ॥

বিজবর পশুপতির প্রতি উপদেশ ও সতী নারীর গুণ বর্ণন ।

পয়ার ।

শুন পশুপতি আমার বচন ॥ রমণীর গুণ যাছা করহ সুবন ॥
 কহি কোব তার দেখি যে সংসারে ॥ নাথ। সতী পতি বুঝা অষ্ট গুণ ধরে ॥
 কহি কহ তার গুণের কাহিনী ॥ যা দেখে পেতে যাক করি বাহ ॥

শ্লোক । ন পুষ্প মধু বজ্রৈ চ ন বারিভাঙ্গনীতল ।
 ন বহি শীতহস্তা চ ন হরঃ কামনাশক ॥
 ন বেশ্যা সয়নে সঙ্গ ন পুত্র শূদ্র সারিণী :
 ন দাসী সপ্ত সেবন, ন মাতা পুত্র দুই চ ॥
 অস্বার্থ । পয়ার ।

মধু মম সেকিছু মধুর ভাব ধরে । নারি নহে সে কিছু সঙ্গ শিতল কারে ॥
 অগ্নি কছু নহে সে যে শীতেরে সংহারে । অহমাহ সে যে কামের বিনাশ করে ॥
 বেশ্যা নহে সে সদা শয়নে সঙ্গ ধরে । পুত্র কছু নহে সে সে শূদ্রাদি করে ॥
 দাসী কছু নহে সে যে সপ্ত সেবন করে । মাতা কছু নহে সদা পুত্রের স্নেহ করে ॥
 অতএব এই সব যা হাতে বর্তায় । সে রমণী কিঞ্চিৎ বিশ্বাস যোগা হয় ॥
 তথাচ না করিবেক সম্পূর্ণ বিশ্বাস । কুশ্রয়ি হয় পাছে পোলে মিলিতায় ॥
 সতীর লক্ষণ যে করিলায় বর্ণন । বারনারীর এফণে শুনহ কখন ॥

পশুপতির প্রতি দ্বিজবরের উক্তি ও নারীর চরিত্রের বিবরণ ।

ত্রিপদী :

বুদ্ধিগণ কহিছে শেষ, শুন বাপু মনিস্থম । উপদেশ কথা কিছু বলি ॥
 নারীর চরিত্র যেন, শরকে এলম যেনে । সয় পোলে বর্তায় সকলি ॥
 নারীধনে কেবা চিনে, নারীধনে কেবা জিনে । নারীহতে সকলে পরিত ॥
 নারী যে কুলের দীপ, নারীকে করি তারিণ । মজায় বজায় করে হস্ত ॥
 যার পানে কিরে চান, ভিনি যেন স্বর্গ পান । বর্ণ নাহি মানে যুগ্মধন ॥
 সৌখ্য কথায় বোঝা জ্ঞান, মাদীরূপে ধান জ্ঞান, অজ্ঞান হইয়া মর ভোজন ॥
 গুণ বজ্র পরিহারি, নিবর্ধক কাল হরি । কুশ্রয়ি মর্য আকিঞ্চন ॥
 এই রূপ ব্যবহার, কি মহিম । বোঝা তার, সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলি শুন ॥

দ্বিজবর পশুপতির প্রতি ঈশ্বরিনীর বিবরণ ব্যক্ত করেন ।

পয়ার ।

শুন বাপু পশুপতি আমার যেন । বলি কিছু উপদেশ করই বরেন ॥
 রমণীরে বিশ্বাস করোণ, কোনমতে । গরচেষে অবিশ্বাসী নাহি দ্বিজবনে ॥
 মর্য নাহি, লক্ষ্য নাহি, নাহি লজ্জা ভয় । সকলি করিতে পারে ইচ্ছা বাসী যেন ॥

আমি তবু আমি বলি যে এখন। গণিধান হয়ে তাহা করহ শূন্য ॥
 কতকাল পরেও তাহা এক জন। নামেতে গোপাল দত্ত অগ্রহিত ধন ॥
 বিবাহ করিয়া রাধা সাধুর কুমার। আনিয়া করিতে গেল দেশ দেশান্তর ॥
 কত দিন এখানেতে সাধু ধৈর্য ছিল। পিতৃমুখে তার মারী যুবতী হইল ॥
 সখীগণ সহিত বসিয়া খনি কর। না আইল পতি মোর যৌবন সময় ॥
 এতকাল লারন্য রখা গেল অকারণ। পতির সহিত না হইল লবণ ॥
 সুহৃতে না পারি আর বিরহের ভার। বল দেখি কি করিব তার আশ্রয় ॥
 চিকান নিদেপেতে থাকে যদি পতি। বিরহী জনার তবে কি হইবে পতি ॥
 এত বলি যাহা পরি সখীদের করে। সাধুর চন্দ্রা তবে মৌলিকাপরে ॥
 এক চিনে রাজ পথ করে নিরঙ্কশ। ছেন কালে পুরুষ দেখিল এক জন ॥
 পূর্ণমন্দের রূপ মনন মোহন। উভয়ের কটাক্ষ বাণে মোহিত দুজন ॥
 আকির হৃদয় সেই সাধুর নন্দিনী। সখীরে করিয়া ভ্রাতা পাঠের পশনি ॥
 বল গিয়া পুরুষে, যে সাধুর নন্দিনী। তোমার সহিত আদ্য বঞ্চিত হইতনী ॥
 নিকটে নাহিক পতি বসন্ত সময়। অন্যদে দহিছে প্রেম হই। নিদ্রায় ॥
 হৃদয়তরঙ্গ তরে ভাসি তছে তারি। কে আর করিলে পার নাহিক কাহারি ॥
 নিকট হইয়া ইথে, সহ যদি তার। আপনি আনিয়া তবে স্বপ্ন কন্যার ॥
 ইচ্ছাতে সে জন যদি আশ্রয় করে। আসিতে বলিবে তারে মালিনীর ঘরে ॥
 সখীতে আমি তথা করিব গমন। সেই স্থানে ছুই জনে হইবে মিলন ॥
 প্রেমভক্তি সখী তবে চলিল করিত। পুরুষের কাছে তবে হইল উপনীত ॥
 সাধুর নন্দিনী তারে কহিল যেমন। সখী গিয়া পুরুষেরে কহিল তেমন ॥
 গিয়া তাহার কথা সেই জন কয়। আমার কর্তব্য কথ্য জানিবে নিশ্চয় ॥
 মালিনীর ঘরে আমি যাব রজনীতে। সাধুর লনগারে তুমি কহিবে আসিতে ॥
 যত্নশীল হইল সখী গিয়া কর। সাধুর নন্দিনী শুনি আনন্দ হৃদয় ॥
 পুরুষ পুরুষ যদি দেখেন যুবতি। স্বপ্ন কথ্য সাধু জন বাঞ্ছা করে সাত ॥
 প্রেমভক্তি নাহি করে সম্পর্ক মিলাই। কনি কনি নাহি মিলে বসন্ত রক্ষা হয় ॥
 লজ্জা পুরুষ সেই, কালে না পাউল। যুবতির জা। স্বপ্ন। সে হেতু রহিল ॥
 তবু আমি নারী জনেছি কেমন। পুরুষেরে জানিবে প্রস্তুত ছতাসন ॥

একর মা করিবে স্বরূপ যেন হয়। আগর উল্লাপে ঘৃত গনয়ে নিজের
পরে রজনীতে সাধু নন্দিনী তখন। মাগীর ঘরে দৌড়ে করিল মিলন
দেহ জনার মন উভয়েতে ছিল। মিলনেতে আনন্দ সাগরে ভাসিল
নানা রস রঙ্গে করে রজনী বধন। নিশীশেষে নিজ বাসে যায় দুই জন
নিত্য নিত্য রজনীতে সঙ্কত সময়। মাগীর ঘরে দৌড়ে উপনীত হয়
দরশনে হৃদপদ্ম হয় প্রকাশিত। দিনে দিনে ততিগম বাড়িল পিরীতি
তবে কতো দিন পরে সাধুর তনয়। উপনীত হইল তখন শশুর আসয়
এবে হয় হরষিত দেখিয়া জামতা। স্বামীরে দেখিয়া ধনী হইল বিবাহিতা
হৃৎকের সাগরে রামা হইল মগনা। ঘোঁনেতে রহিল কোন বচন কহেন
অধর্য হইয়া মনে গণে যে এমাদ। বিধাতা আমায়ে বৃষ্টি মাখিলেক কাঁদ
এই রূপ দিবা গত রজনী সময়। শয়ন ঘরেতে যায় সাধুর তনয়
কন্যার প্রতি প্রসুতি কহিছে তখন। যাহ বাছা ঘরে গিয়া করহ শয়ন
জনীর কথা ধনী না করে শ্রবণ। স্বামীর নিকটে নাহি করয়ে গমন
কুপিতা হইয়া কহিছে তার মাত। ওলো পোড়া মুখী তোর শনি এক কথায়
জামতা আইল ঘরে চিরদিনান্তরে। সখি না হইয়া দুখ ভাবিল অস্তরে
এতক শুনিয়া তবে সখী সঙ্গে করে। সখীরা লইয়া রাখে নিজ বাসঘরে
নবজীয়ে হেরে সাধু আনন্দিত মন। আইস ২ প্রিয়সী হে কহিছে তখন
প্রিয়বাক্যে রমণীরে তোষে সখিগত। স্বকীয় তাহাতে হয় অতি দুঃখ
আপাদ মন্তক ধনী বস্ত্রে আচ্ছাদিয়া। পতির পক্ষ্যে করি রহিল শুইয়া
কত মতে বুঝাইল সাধুর নন্দন। সে সকল কথা ধনী না করে শ্রবণ
বলে ছলে বিনয়ে, বস না হয় বদ। কেমন বলে তাঁর না দেখিল কাঁদ
ঘোঁনেতে রহিল কিছু নাহি কথা কয়। আত্মানে নিদ্রা যায় সাধুর তনয়
নিদ্রিত হইল পতি দেখিয়া তখন। উপপতির স্থানে ধনী করিল গমন
পরেতে কিঞ্চিৎ নিশি হতে অবসান। পাপীয়াসি আসি তখন করিল শয়ন
ইহার রক্তান্ত সাধু কিছু না জানিল। নিশি অবসান করি বাহিরেতে গেল
সাধুর প্রিয় কৃত্য ছিল এক জন। বিরলে ডাকিল কহে প্রিয়বাক্য
শুনিয়া সে কৃত্য অতি মৎকৃত হয়। বনে ২ করে হইল সাধুর সাহক

শরে নিব। অবগাম বামিনী আইল। আনন্দিত হয়ে সাধু অন্তরেতে গেল ॥
 গুহা মিনীর ব্যবহার ধরিয়া তখন। পাপীরমী করে যে, স্বরূপ আচরণ ॥
 যেই জন ভুতা ছিল সাধুর সহিত। গবাক্ষেতে দাঁড়াইয়া দেখে অবিরত ॥
 হেমবিল যেখানী তবে উঠিয়া যে যাম। পশ্চাৎপাকিয়া ভুতা সংহতি যোগে ॥
 লকল রক্তাভ তবে দেখিয়া নয়নে। ছুরিত গমনে পুন আইল তখনে ॥
 উক্ত কথা কটীতেও কিছু না বলিল। মনে করে আমি হইয়া দিব সত্যিকর ॥
 এই যুক্তি সার করি মনেতে তখন। পরেতে যখন হৈল নিশি আগমন ॥
 ভুতা তবে চুপে ২ বাহির হইয়া। উপনীত হইল ভুতা সেই স্থানে গিয়া ॥
 বেশে কেঁমানিনীর ঘরে শয়্য পাড়িয়া। বুঝক পুত্র এক আছবে শইয়া ॥
 তৌক্কলীপাতে তারে আনে বয় করি। অবিলম্বে ভুতা পুন আইল যে কিসি ॥
 পরে ধনী কিছু কাল বিলম্বে ডরন। পতিরে তেজিয়া সেবা করিল গমন ॥
 আগের বসে ধনী হৈয়ে অচেতন। মৃত উপপত্তি লয়ে করে আনিদন ॥
 আগের চক্ষুণ গায়ে করিয়ে লেপন। বলে এই তাড়ন যে করত তখন ॥
 মৌনেতে রুটিমে কেন নাহি কও কথা। উঠ ২ প্রাণনাথ থাও মোর হাথা ॥
 আইয়া হইয়া ধনী করয়ে চুপন। ঘরিয়ছে বলি জ্ঞান হইল তখন ॥
 গিরে করাঘাত স্থানি করয়ে রোদন। শোকসিক্ত মাখে যেন হইল পতনী ॥
 ক্রকান্তি কান্দিতে নারে ব্যাচুল সদয়। হায় হরি কেন এত হইলে মিদয় ॥
 যত বলে কেন কাল হইয়া বিদায়িনী। যেমন কর্ম তেজি কল হইবে এখনি ॥
 পরেতে শুন এক অপরাধ আশচর্য। এ হেন পাতক কতু নাহি হয় সম ॥
 রক্তকোপরে ছিল যক এক জন। হুকে থাকি দেখিলেক সর বিবরণ ॥
 অবিলম্বে শনে গিয়া প্রবেশ করিল। প্রাণ দান পেয়ে যেন উঠিয়া পুসিল ॥
 বলে ধরি লুপতির করয়ে শূদ্র। দস্তেতে বাসিকা কাটি লইলেক তার ॥
 পূর্ণমত মৃত দেহ পড়িয়া রহিল। পুনর্জার যক গিয়া রকেতে উঠিল ॥
 কহিলে, রহিল ধার। তিভিল বসন। ইদমন্তিক ফল ফলিল তখন ॥
 জগদগুরু উপরে দুঃখ অধিক বাড়িল। কান্দিয়া ২ শবীর মিকটে চলিল ॥
 কহিলেক, রুতির লকল বিবরণ। গয়ার প্রবেশে যখনাথের কথন ॥

কন্যার প্রতিসঙ্গীর উক্তি।

ত্রিপদী।

সখী বলে কি করিলে, সঙ্গ দিচ্ বচাইলে, কনক নাগরেতে ডুবিলে।
কহিবাব কথা নহে, যেনো দুঃখে তবু দহে, তাবহার বিধি কি করিলে।
এখন মজল চাহ, পতির নিকটে যাহ, বাস্তব হইলি পোহাইলে।
কান্দিয়া জাগাও সব, জিজ্ঞাসা করিলে কবে, আমি মোর সখীকে। কাটিলে
সখীর বচন শুনি, হরষিত হইয়া, পুনী, কনকিনী চকিত দেখিয়া।
অতরণ ত্যাগাণিয়া, ভূমে গড়াগড়ি দিয়া, উল্টেপল্টে বদলে বোদন
শুনিয়া কেন্দনের ধনি, আসি জনক জননী, কন্যা প্রতি কখনে জিজ্ঞাসা।
ছুখিনীর মত একি, ভূমিতে পড়িয়া দেখি, কে তোমার কাটিলে কান্দে।
কান্দিয়া কয়, শুন পিতা মহাশয়, ডাকাইতে বিতর্কিত হইয়া।
একি করিলি কনক, ক্রীতবের নাহি ভয়, ছাই মিষ্ট পতি, কন্যার
ওরে বিধি নিদারুণ, বিদ্যারে করিলি খণ, যেন দুঃখ লিখাইলে কালে।
এই শোনা কনকেশব, কনকে পুরিল দেশ, লোকে মুখ দেখাব কি বলে।
ভুলেতে প্রবেশ হব, নতুবা গরল খাব, তা নাখান এচার জীবন।
শুনিয়া কন্যার কথা, হেনাদিত পিতা মাতা, জামতারে করয়ে তৎসন।
ওরে ছুটি ছুরাচার, নাহি জান কিছু তোর, প্রতিবাদ করিব ইহার।
কাটি রমণীর নাগ, রটাইলি কিছু ভাষা, মূঢ়া বুঝি নিকটেতে কোর।
বিশ্বর সাধু নন্দন, ভাবিতেছে মনে মনে, শুনেছি নতুবা কান্যাংগতি।
কাল সপ খজা ধারী, উদ্বাদে অবশ্য তার, অবিশ্বাসী নারী নষ্ট জাতি।
জামাতা প্রস্তুত কয়, শুন মাঝ মহাশয়, আমি কিছু না জানি কারণ।
সে কথা কে শুনে তার, সন্তে করে তিরস্কার, বলে কোথা না দেখি এমন।
তবে লহে জামাতার, ঠাকুর নিকটে গায়, কহিল সকল বিবরণ।
রাজা বলে ছুটি বেটা, রমণীর নাক কাটা, ডাকাতে সখী এই জন।
সখীগতি বধ খাল, দেহ লয়ে বজ্রানন, কন্য অহুসারে প্রতিবল।
শুনিল রাজার কথা, অন্তরে পাইয়া কথা, সাধু হত কান্দিয়া রিকন।
প্রণাম করিয়া কয়, শুন শুন মহাশয়, আগুনায় উলিত এখন।

কি শুনিলাম কি বুঝিলে, কি চিন্তা না করিলে, অনিবার্য সম্মুখীন হইয়া
 গেলুম তব বানী, কোতাল থেকে তরলি, মনোনে টানিয়া নিয়ে
 দিলে স্বজ্ঞাধরান। কাটিত যতক খাম, আসি তবের রাজ্যে। জানা
 তখন সেই ভূতা জন, নাহি দটম এঘটন। মধুর যে বটোরে, এনা
 পাহাতে শুনিয়া বানী, পুনরাত রাজদানী, বনে ভাঙ্গা বন
 আচরণে দেখে ভূতা, সম্মুখ হইছে মতা, যেন গির চন্দ্র
 কাশিনা, পানন হয়, ছিন্ন হুম ভুজপ্রাণ, বনে দিদি
 হাতা, মনোনি হীন, হুগী পতি বহান, কলেকর দিহনে
 জন্ম মীন, তবের, জন্ম হীন, নরোবর, শশী হীন
 রাজনী, এনা।
 তোমার মন তব প্রাণ হইলম মৃত্যু প্রায়, তব আর
 কি স্থখ ছীতনর। এই কথা, তবের, কীর্ষি কর
 নিরন্তর, ভূপতি তা শুনিতে শ্রবণে।
 কতক ৩০ বরে, তবের, রাজা মধুরে, বনে
 তুমি কন্দ কি কখন।
 কত বনে মধুর, কলেকর যেন, হুগী, বনি
 তবের, কত হুগী।
 হুগী, কত শুনে, কত বন সাধু জন্মে, এনা
 তবের, কত মনোনি।
 মধুর নিরন্তর, কছিল মে ভূতা জন, শুনি
 রাজা। মধুর তখন
 রাজা কত প্রীতি কর, প্রত্যয় নাহি
 হয়, দেখাইতে পারিত
 মিত্র।
 ভূতা বলে কথ, কথ, শব
 যুগে আছে নাক, যদি দেখে
 তবের, প্রত্যয়।
 শুনি রাজা অবিনয়, আসি
 মথায় মথ, যচক্ষেতে
 করি নিরীক্ষণ।
 সে কনার পিতা মাতা, আনাইল
 সঙ্গে তথা, কহিলেন সব
 বিবরণ।
 শুনি। তখন তার, কনারে
 লইয়া জন, গুপিলেন
 গভীর কানন।
 পরে সঙ্গে যত মতা, ফেদ
 করে অবিরত, সদা সেই
 জায়গা করি।
 বিজ বলে পশুপতি, এইরূপ
 নাবী জাতি, অবিনয়ী
 সকলোতে হয়।
 শুনে সেই প্রেম করে, সেই
 জন কি না পারে, অসাধ
 তার বাহিক পরায়।
 শুনি। এসব কথা, গুন
 বাসনা কথ। শুনি কিছু
 হৈলে প্রণয়ন।
 মনে রাখ এই তাব, যেন
 হুগী পিতাব, কেহ যেন
 না করে কখন।

বৈজ্ঞানিক পশুপতির প্রতি বারনারীর চরিত্র ব্যক্ত করিলে।

পর্যায়।

আমি এক প্রাণী বসি শুনি সাধুস্বত। বেণ্যার হস্তান কপ, প্রতি দ্রুত।
 বাহিরে শরদ জাব কবরে গরু। মিসি ও সি দুই দা সি মসত চরু।
 দেবন ধানর আশে কাষে মিষ্ট ভাষ। যদি না চাওঁ মিসি তাকে নাভ্যনা।
 গীত কহা শুধ যদি দোখ ধনধান। অকলী দ্রুত মস হান দেব দানধ।
 মোহ বৈধ। মস্ত নাহি জাতির বিচার। বিহুকা করেন। পৈনে মেধর চাণার।
 একশে মণিতে পাই প্রধান সহর। জড়না কলিকাতা ধাম নাহি যার পর।
 কত শত বেষা। আছে সহর অণ্ডে। যচার মেঘন সীমপাতি কাণে চলে।
 হিন্দু কিম্বা যবনের ওখভান একি। মৌখিকেনে সর্বদয় পারিকেনে বৈশি।
 অসাধা সঙ্গা। কথ তাহাদের কাব। পক্ষে এসর ববে নাহি দ্রুত লাজ।
 তিনেকেনে সঙ্গা। ত্রিচৈতন্যে। কড়কড়মিহ। নলেক। জেনে কোম।
 প্রকৃত্যে না মনবে পারক সমান। বলে হোমার সগাঁও মম দেহপ্রাণ।
 যে অগাধ বাগেরে স্বর্গদস। পায় মৌলদা প্রকাশ। কার স্বহন জায।
 এক জনক। কবে মাসিক বন্দবস্ত। অথচ অপার আশা। লোকে সদস্য।
 সাবক্ষণ মাত্রে যদি পায় শত জন। অথচ করেন। তার বেহ আকিওনা।
 পাক্ষের সহ মদ। করে মাকাম। এমনি মজার গলে ছুরি মেওয়া।
 ধনবান ছাইলে তারে হিন্দেক না ছাড়ে। তেনেতে স্ববশ যদি মণ্ডকে চলে।
 জায়েএলায়ে মদ। শিরীত বাসায়। সোপায়ে মাসির। পাকে পরিমে গজায়।
 খুঁকি ম গোলাপগা। বাস। পর মত। তুল। কপার। চন্দ্র বার। স্বরে।
 সেই প্রাণী তাহের প্রকৃত বসবস। যদি না চাওঁ মিসি তাকে নাভ্যনা।
 গরের হৃদয় ধন। হয় আচা। ধনে। ধন মোহ পার। ভয় যামিনী বসি।
 পয়েন করে প্রেম পায়তে নাথেন। পরের বেদনা কহু পরে। জানেন।
 জ্ঞানের সাবধানে। নকলে বসিবে। রমণীর সঙ্গে প্রেম কর।
 বেশার পিরীত খেল নাগদীর মাস। কার আশা বুঝে কড়ুরাজ।
 নাথিয়ে সে মাগতে যাক। সেই জন। নিশ্চয়। তাহার হবে জীবন নিধন।
 আগলোক বিচার না করে হিতাহিত। সারীর মায়াতে ভুলে করে বিপরীত।

কিন্তু সঙ্গীতী উভয় তার সমুদয় বস্তু বুদ্ধি লব্ধতার দ্বারা নয় হইত।
 যিনি অগম্য লব্ধ তৎপরিহারি। যোগাধি তাহার মন প্রশংসন করি।
 কহকে পাইয়া যে যে ভাষায় এমন। যে রূপ লিখা থাকে চকী-চকী গন-
 তাত্ত্বিক উভয় সমান মিলন। কহিতে সে মন কপা তুলে খোঁজে যেন।
 এই রূপে যে যে ভাষায় লিখা। শ্রীতি করিবে শেষে বদ্যে পরিণত।
 তাহার কারণে যে যে ভাষায়। কাণ্ডজ্ঞান নাহি থাকে সে ভাষায়।
 নীরব হইবে ভুলে, নাই হবে রাজি। ভাল কথা কহিলে সকলি ভোলা গিয়া।
 প্রথম মিলন কালে কিছু সঞ্চেদয়। হত পবিত্র হইয়া তাহার মন।
 স্মৃতি উপমা যেন কালত্বিক যম। শ্রীতি সাগর উপ পাইল যম।
 সঙ্গীতী শ্রীতিতে হইল জাননীর করে। হৃদয় বহু কোরে কোরে।
 অতনব পল্লব যেন নদীয়া কল। বৈদ্যারী সহ প্রেম করো না।
 প্রাণের একম কহ না কহ মনন। হৃদয় অধমের এই নিঃসঙ্গ।
 গম্য হইলে পশুপতি পতি দেখ্যে বিস্ময় বাক্য করিল।

ত্রিপদী।

এক দিন এক গলে, বৈশ্যার আলয়ে চলে, দুই জন এগার বসিল।
 বৈশ্যক করিয়া খাণা, মুগ্ধেতে মধুর ভাব, কহে যান বামিয়া দুই।
 ভাষা পুরেতে বাস, শুনিয়াছি আভাষ, কিয়ৎ মন হইল নিশাস।
 স্ত্রীলিপ্যে রয়, বৈশ্য মনে গণ্য হইল, লক্ষ্য মন নাহি দে প্রকাশ।
 হৃদয় নবতার পরে, উদয় তাহার মনে, দেখে মনুষ্য সমান।
 বৈশ্য যে মন তাব, আকাশিয়া নির্যাস, নিম্নেতে মন তাব।
 তাবুল অতি সহরে, যোগতিল উদয় মনে, কবে গাঢ় পাইল।
 বহুবিধ কাব্য ছিলে, উভয়ের মন কখন যে বুঝিলে তাব।
 পাইতে সাগরে কয়, এক বার কখন, হইল হইল মিলন।
 হৃদয় মিলে দুজাদিয়া, হলে বাক্য মন, বৈশ্য মন।
 আলিঙ্গন করিয়া তার, হৃদয় মিলে, মিলে মিলে।
 হৃদয় মিলে, হৃদয় মিলে, হৃদয় মিলে।
 হৃদয় মিলে, হৃদয় মিলে, হৃদয় মিলে।

দেখি যা কি, আনিয়াছ, বাসি কি গরম পোয়েছ, শুখানো কি হইবে ভ্রমণের
 জিজ্ঞাসিয়া এই বাণী, ফুরাদিয়া হইবে মন। পাতকের কথারিতে সিন্দূর
 কতাকালি এটি করে, কীল বাক্য অমৃত্যুর নমুনার গজাগ করিল
 ছোঁর একজন ভাবে, বলে ভাই এ কি হবে, কেন তুমি মিছে বসি পেলে
 নেত্রেরা শুধিছা নষ্ট, তোমারো জামটি এত, রানবক, তোমারি ভাবনা
 তুমি ভাবে বহুলাস, যেদাচিত বাক্যেতে, জীবনের ভাবনা যদি এলে
 জীবনাম, যম, হৃদয়বীরে উজ্জ্বল মন, কেন কেন মিনত হইলে
 তোমাদের সোণের মন, কি কহিব মহাশয়, নতুংহ বে হইক বিজি।
 সাক্ষি সুপ্রভাত নিশি, করে পাইয়াছি শবী, মম ভাগের নাহিক অবধি।
 আমি যে অমৃত্যুজি, রাজানি কোন মিনতি, গুরুই যে ভ্রমণীর নিশি
 আশু উইয়, কেন ধনে, কি কপে ছাড়িব প্রাণে, বাসনা হেরিতে মিতবদি
 সাক্ষীর মন্য বাক্যেতে বসুদের মনোভেদ, প্রকৃষ্টত ভব যে অপার।
 মেহে যেন চাঁদমুখী, তোমার বচনে সুখী, যে চতুর্থম কি কহিব জারি।
 নত জে, সামান্য ধনী, রমণীর শিরোমণি, সুকীল্য বচন কোশলে
 হেরি তন সচরিত্র, বুদ্ধিগ্ন হৃদয় মের, যে বিচিত্র কছিলে অরুণ
 তবে কিছু কণ পড়ে, মিলান লবে করে, অমৃত্যুগ বনীরে যে মিল
 মানবিক রস ভাব, করে হারা পরিহাস, তরে নিশি জীবনাম
 পড়তে মন মন, নাজি করে রস উনু, পাতেরে অবর্ত সেই রসে
 মিলাইয়া বরে করে, কত রস ভজ করে, ছাপর পালাফাপরে ইকলে
 পান পড়ে মুখামৃত, অধার বশন, যত, রসনে বচন, দিম জোরে
 করে কপে মনুপান, পাতেরে দিয়া বচন মদান উরিয়া, মুক্ত হইলে
 দিয়া কর পাতেরে, কাননে মদন করে, মনর বচন সুকীল
 রাজনীর বসুধা, শবের মনোভেদ, মোক ভাব কুজ্জা জীবন
 গলে দিয়া দুই হস্ত, উভয়ের মন, যত কি অপূর্ণ পদার্থ আন কর
 বরিতা বনীর পান, পোনেল স্বপ্ন মঙ্গল, হৃদয় পান সব পরিহিত
 মাতিয়া করিছে বরণ, যত নীরজির মন, বরণের কীল পরি গলে
 সংযোগ করে উভয়, একত্রিত বসুধা, শবের মনোভেদ মিতরামনি উঠে

নিষ্ঠুর হইয়া গেল খোঁকনি ২। দেখান বসন সেন চোকনি ২।
তবে দারিদ্রীর প্রাণ বরেন ২। বিচ্ছেদ পাতনা বড় দলেনা ২।
ককণায় রূপগন্ধা কাশনা ২। মণিক দিয়া আহার সেন দেবনা ২।
মোম রাখা কথা সেন বলেনা ২। এদণ্ডের পথেবেরেখা চেলনা ২।
যেন স্নান নিব পানে দেবনা ২। বদ জা হলে যমু খেওনা ২।

লক্ষ্মীপতির পাঁচগম্ভীর এবং পুনরায় অগম্য - তাঁহার
স্ববস্তার বিবরণ।

পূর্বদিক।

লক্ষ্মীমণীর এই রূপ চাতুরি রূপ ২। আবদ্ধ হইয়া তবে বাস যমুপকরণ
মন মধ্যে সেই রূপ ভাবিল ২। বস্তু বসনে গৃহে উত্তরিল গিয়া
লক্ষ্মী নাম রূপ নাম সব পরিহারি। কাবরে ভাবনা তার লক্ষ্মী হেরি হরি
যেই রূপ তার তার কি কহিল কার। বিস্তারিত যদি কিছু সংক্ষেপে কথায়
হারা হিলে মনি যেন কহিল দশায়। বহু হারা হিলে গতি যেই রূপ হয়
বাজা হারা হিলে যেমন রাজার দশা। পক্ষি হাবায় যদি আপনার বাস
শুক হাবা হিলে যেমন শাবীর ঘটে। মকছুম যদো যদি গাতি গিয়া উঠে
হাসকল শিব। যদি ওহা নাহি পায়। বন ভদ্রে ভোক্তা যদি অল্প হরিয়ক
গাভী নারী হৈয়া যদি পতি নাহি পায়। নারি শ্রম যদি করে মীনের কন্যা
প্রাক্ষুণ্য ছাড়। যেমন গোপীগণ হয়। ভূসামে পরিণিলে নৌকা যেই রূপ হয়
কুদারিত শিশু যেন মাতা হারা হয়। সেই রূপ নারীতীরে পটিল দশায়
এই রূপ সবস্তার থেকে লক্ষ্মীপতি। তুরীত গম্ভীর পুন উদয় হয় তাঁহি
অমল। অতুল। নিধি হেন জন করি। প্রকল্প স্বদেশে সদা নিবসে প্রকল্প
হাসিয়া হাসিয়া কম সমুদ্র বানী। শুন শুন বনী ময় দুখের কাহিনী
কত কষ্ট লক্ষ্যরূপে নাপার বলিতে। না হেরিয়া সব মুখ যে রূপ বিলীতে
লক্ষ্মী কব অধো বুথে ওকণ। তুলনা। আমার যে জনা তার কি দিব তুলনা
নারীনিশি ছিল। কিরল মৃত্যু হৈয়া সে তাপ হইল দুর্যোগ্যাক হেরিয়া
উত্তরের মর্দা কথা উত্তরেতে বলে। কিছু দিন এই রূপ সমভাবিত হলে
ক্রমে ক্রমে তাহার হস্ত আশ্রিত হুইয়া। আদর হইল দূরতাকে চক্ষু লব্ধ

[illegible]

তপাগিণী বিধি মতে করিয়া চাতুরি । অর্থ কিছু লইলেন করি তাড়াতাড়ি ॥
 বাবুজীর মন মধ্যে এই ভাব হয় । প্রিয়সীর স্থানে, মোর মান কিসে রয় ॥
 হেথ, হৃদয় মাতা পিতা, অভাবে সদয় । সর্বদা করিয়া থাকে অন্তরে রোদন ॥
 এক বস্ত্র শত খণ্ড স্ত্রীর পিন্ধন । বাবুজী ব্যবহার ক'রে সেট সর্ব কণ ॥
 যত্নবলে কি কহিব কহিতে হানি পাষ । বাবুজীর পথের স্মৃতি এই হয় ॥
 হেথা কুটনী কুড়িরিণী তপনশ্রিত মনে । সখুময় বিনয়ণ বলে লক্ষ্মী স্থানে ॥
 বলে অদ্য বৈকালেতে আসিবেক হেথ ॥ শপথ করিছা গেছে নাহিক অন্যথা ॥
 শ্রাবণের লক্ষ্মী তবে ত্বরান্বিত হয় । অন্য উপপাতি তবে বার করে দেয় ॥
 রক্তন করিয়া শীঘ্র চুলাসাফ কবে । পোপনে সে দিন ধনী ভোজনাদি গারে ॥
 মধ্যাহ্ন সময়ে ধরায় অঞ্চল পাতিয়া । যেম অনাহারী মত বহিল শুইয়া ॥
 তবে কিছু ফণ পরে বাবুজী তখন । পোষিত হইলেন লক্ষ্মীর সনন ॥
 দেখিয়া লক্ষ্মীর ভাব সেই উপ ভবে । বহু বিধ স্তুতি তাবে করে নামা ভাবে ॥
 যদি অপরাধি হই তব রাজ্য পায় । ধর্ম কর শিশি সুখী এবার আশ্রয় ॥
 নিতান্ত তোমার আমি অনুগত হই । অনুগত জনে রোধ কেন রসমই ॥
 কি দোষ পাইয়া গ্রাণ করিছ রোদন । বন দেখি চন্দ্রাননে স্বরূপ বচন ॥
 যদি আমি দোষী হই যেনেছরে গ্রাণ । চরণ কমলে বরি তাত্ত অভিমান ॥
 তুমি যদি হও কষ্ট ও বিধু বদনী । তবে আর কার কাছে যাব যেনে দ্বিনী ॥
 সর্ব শাস্ত্র পরিহরি মজি কাম তত্তে । উপাসক হইয়াছি লক্ষ্মীমণী মত্তে ॥
 গ্রেম শূশানমতে বসি আশাক্ষিপ শবে । সাহসে সাহস বোধ জপ করি একে ॥
 ভূত ভৈরব দৈত্য ডাকিনী ঘোণিনী । প্রতি বাদী হয় কত ও বিধু বদনী ॥
 তথাপি না ছাড়িলাম জপ অবিরত । নামের শুশেতে বিধু সব টৈল হস্ত ॥
 কাম মনে গ্রাণ পনে করিয়া বতন । অন্যায় সাধিয়া পাইনু তোমা হেনধন ॥
 বরা করি বকি মোরে স্থান দান দিলে । হারি মরি পুত্র কেন নিদর হইলে ॥
 আমাটহুইলেন মরি পেরে থাক অপমান । দেখিল উচিত কণ্ড যে হয় বিধান ॥
 এই রূপ বহু বিধ স্তুতি কতি করে । হস্ত ধরে উঠাইলেন দ্বিগুণ শোক ব্যভি ॥
 দরশনেতে লক্ষ্মীপতি বিলীল ক্ষময় । মাতা খাণ গা ভোজনহে সর্বিনয়ে কট ॥
 কিছুতেই ক্ষান্ত নয় রাগে পরিপূর্ণ । তাহা দেখি বাবুজীর মন অতি ক্রুদ্ধ ॥

এই রূপ ভিতরে আছেন ব্যাপারে । কুটিনী কুটিনী তবে আছিল সত্ত্বরে ॥
 ঐশ্বর্য বাক্যে কহে বাবুজীর প্রতি । দেখে বাবু তোমা বিনে কাতক দুর্গতি ॥
 তুমি রাগ করে ছিলে মায়ার তেজে । সেই অবধি লক্ষ্মীর ধরায় যে শয্যে ॥
 যা হবার তা হইয়াছে মিনের কলহ । অনাহারে আছে এবে উপায় করহ ॥
 কান্তি হর্ম সার হয়ে গেছে এক পাবে । কেন বাছা মিছে দ্বন্দ্ব কর এমন করে ॥
 মিছে হানে নাহি গুণ কিবল অসুখ । শত্রু হাঁসে কুচ্ছ ভাষে মর্মে হয় দুঃখ ॥
 যেমন কন্দ তেমনীকল কপালেঘটেছে । বেদোষসে সকলি আমার হইয়াছে ॥
 উপবাসী আছ ধনী দেখ বাপু চেয়ে । উঠাইয় করাহ ভোজন শাস্তনা করিয়ে ॥
 উঠাইতে হয় কত, অভিমান হবে । সাংখ্যের করাত হয়ে ছুদিগে কাঠিবে ॥
 তাতেতুমি কেনমতে বেজার হওন । প্রবেশ রূপেতে তারে করিবে শাস্তনা ॥
 এই কথা শুনিয়া তখন লক্ষ্মীপতি । মিটায় আনিতে মান আতশীযুগতি ॥
 নিজের আহার সিনা কঠর ছিলে । সে ধর্তব্য নয়, বিরস বদনে চলিছে ॥
 কাপনায় কুধা কুধা দুখেতে হরিল । ইউ পূজার সব সেন হাজির করিল ॥
 কত সাধা-সাধনা করিয়া তার বার । মুখে জল দিয়া তুলে ধুলার ধূসর ॥
 আর তত পরবেতে এসাইয়া পরে । আদর না ধরে গায় বলিহারি রাঁড়ের ॥
 তৈল মর্দন আদি করিয়া যে দিল । কলসী করিয়া বারী গিরেতে ডালিল ॥
 প্রসাদ-স্নান দিদি, যে করিল সকল । বসন কাচিয়া দিল হইয়ে সরল ॥
 মাতা পিতার প্রতি কছু নাহয় ভক্তি । দেবতা ত্রাষণ প্রতি নাহি ছিলে প্রতি ॥
 সে রকার নাহি জান অজ্ঞানের মত । ঠৈশব কালেতে যেন শিশু বুদ্ধি হত ॥
 জগের বাবুজী যে সত্ত্বরে তখন । মিটায় আনিয়া দেয় তাহার সদন ॥
 বন্ধনে বদনে তবে তুলি তুলি দেয় । বদীমা বদান করি অবিরত কহ ॥
 সতাপেয়ে এনেছিস বাসি করে কার । কুত্বরে ভক্তিহে নারে মনুষ্য কিহার ॥
 ইহা বলি পদাঘাতে সকল ফেলার । খাবনা খাবনা বলি অবিরত কহ ॥
 ইহা দেখি বাবুজীর হয় দুঃখ নতি । জগৎ পরিয়া কত করে যে মিনতি ॥
 কত কন্দ করিয়াছি তাহা না করিয়ে । তা হলে কি অনাহারে ধূলার রহিয়ে ॥
 যদি কোন কাম হইতামিলে নাথাকি । ধর্মপথে পিতেকে কি রেখেছি বাকি ॥
 ইহা শুনি লক্ষ্মীপতি সখিনয়ে বলে । উঠাই সয় হয়ে তালে নয়ন জলে ॥

দেখিল যে কিছুতেই নাহিভাগে যায়। বাস্তুকুল নগরে ভ্রমণেতে যোতে চান।
 তাহা দেখি লক্ষ্মীমণী উঠি শীঘ্রগতি। বাবুজীর চলেধারি করে যে দুর্গতি।
 বহু বিধি মতে তারে দিল যে দণ্ড। অবশেষে বহু বরি কসে খণ্ড খণ্ড।
 তখন সে বাবু হাসি, গবিনয়ে কয়। যে ক্ষতি করিলে তুমি করিব কাহার।
 তবে কিছুক্ষণ পরে ধনী যে হাসিল। দরশনে বাবুজীর দুঃখ দুর জন।
 এমিগে কর্তার দক্ষা করিয়াছে শেষ। বৈশ্যার যে ভাল বাসা কি কব বিশেষ।
 সে বোধ হইছে তার বুজিগেছে দূর। হয়ে আছেন বাবু যেন পালিত কুকুর।
 লাগি কাটি দিন গেলে কত শত হয়। নেমকের চাকর যেন ধর্ম চেয়ে যুর।
 মনে ভাবে ও কথা প্রমথেন্তেই বলে। জানেনা বাবুর ভিত্তার ঘরু যে ঢালাে।
 এই রূপে কিছু দিন গত হইয়া যায়। পরে শুন বাবুজীর শেষে কিবা হয়।
 ক্রমশ যখন তার কথ্য গুরাইল। দিন দিন অসুখেরে অক্ষর উঠিল।
 দৈব যোগে একজন আসিয়া ঘটিল। আপিসে ভাঁই হবার দরখাস্ত করিল।
 পিটিসেন শুনিয়া তবে কর্তা মহাশয়। পুরাতনেরে ডিসচার্জ অমনি বৈষয়।
 তখন সে পুরাতন না শুমিল কামে। বরতরফ করিয়াছে কিম্বদ কাশণ।
 এতদ্ভায়েম আসে সেইরূপ আসি। দেখিল হটাৎ গিয়া গৃহতে প্রবেশ।
 কীথা হইতে আসিরছে নব একজন। দোয়াতে কলম দিয়া করিছে লিখন।
 তবে দেখিয়া তবে বাবু মহাশয়। বলে বিধি হটাৎ আহারে কি দায়।
 তাহা জাবি উদ্বাহিত হইয় তখন। আপীল করিতে বাগ কুটিনীর সন্ধান।
 আপীলের কর্তা বলে কি করিব আমি। শমন খরচা দিতে অপারক তুমি।
 একগণ্ডে আমায় দায়ে এই হয়। ওকালতি কর তুমি থাকিয়া তথ্য হয়।
 ইহা ভিন্ন আমার অন্য নাহি যায়। বুঝিয়া বহু কথ্য যে উচিত হয়।
 আপীল অগ্রাহ্য শুনি বাবু মহাশয়। পুনরাপি ভক্তি হবার আসয়েতে হয়।
 এইভাবে প্রতি দিন বাতায়াত করে। তহু ভাব মন মধ্যে যদি ঢাকে কিরে।
 সে আদর বুচেগেছে আশা কিহল মত। আশার আশয়ে বৈধা ফিরেন বাবুর।
 যদি সন্ধ্যোগ ক্রমে কলহন কোন। লক্ষ্মী কয় কলহ করোনাকো কোন।
 অমনি চোরের মত টেবশে এক পাশে। শূশান বৈরাগ্য কেন থা করে হরিষ।
 পূর্ব কথা মনে মনে স্মরণ করিল। চক্ষের জনতে হার বক্ষ যে ভাসিল।

সকল বিবেশে ডিঃ খেলজা কি হলোনা। ঘরেরিরা কাঁচা দেখিলি জ্ঞে কেটিনা।
 বার বার এই কথা বলিতে বলিতে। তখন মৈরাশ হয় আপনার চিতে।
 স্বর্গ মর্ত্য পাতা সকল দেখে শূন্য। সর্বনাশ টাইলে ঘেন হয় মন কুর।
 সেইরূপ তার ধরি বাবুজী তখন। রোমন করিয়া পরে করেন গমন।
 সতএব পশুপতি শুন যোর বানী। সধকপেতে কহিলাম বেশ্যার কাহিনী।
 এইকণেতে যেই জন চতুর হইবে। বুঝিয়া ইহার মর্ম, কর্ম, যে করিবে।
 প্রাণে অরি জোয়ার বলি কিছু বানী। বেশ্যানাঞ্চ কুত হেহ অকৃত কাহিনী।
 গুণগতির প্রতি দ্বিজবরের পুন্য প্রস্তাব ও বেশ্যানাঞ্চ কুত হেহ মন।
 সারার। শুন বাপু পশুপতি আমার বচন। ধর ২ হিত বলি সতঃ শ্রবণ।
 আপিনী পাণিনী বার কাহিনীর সনে। মজনা মজোনা তার মন আপনের
 পড়োনা ২ তার কহাব জানে। মিওনা ২ মুখ, সে নিবন্ধ গণের
 মগুনা যেওনা কহু যেওনা যেওনা। যেওনা সে দিকপানে যেওনা যেওনা।
 করোনা করনা তার মুখ মধুপান। মজোনা মজোনা যেন হারাইল, জ্ঞান
 মরোনা মরোনা কহু বার নারী বনে। রেখনা রেখনা কহু হেন আশা মনে।
 হুজুর জি জিনে কাজি, বাজিবর হয়। বাজিনেধোরা জি হয়ে পড়োনা কথায়।
 ভক্তিমান, মিত্র ভাষা ছেনালীর ঠাট। সকলি কলীক তার নাটুর নাট।
 হুজুরোবে অর্ধ লোবে হরে বুজিবস। পরে প্রাণে জেনেদের বিচ্ছেদ জনসর
 বিশাব বাতিলী বীরনারী দুঃশর। পবিত্র চরিত করে অপবিত্র মর।
 মোকে করে অপনার সাধ নাহি পুরে। বিপদ আপদে মাতে প্রাণবার ঘুরে।
 মাটিনা গল্পন। হয় অঙ্গ অঙ্গতার। গলে দোলে অপবান ফুলবর হার।
 দিক্ মন দুখল সদা পূর্ণ হয়। মাদক সাধক টেইরা সদত প্রময়।
 টেইটেডি বাবুগিরি সন্তত বাসনা। হাতেছড়ি টেইক বাড়ি কামিনী কামনা।
 দাখি থাকে তবু-জ্ঞান মজু হলে তার। মিথ্যার ভরেতে সত্য ছুটিয়া পলায়।
 জবজব এতারা গল্পের জল্পন। কাটাইতে হয় কাল করিয়া কল্পনা।
 বিভারিত নাহি হয় চিত্তে উন্নত। রূপে কনকে গন্য হুইয়া হই।
 সতএব রবুদীরে কহি নাথ্য চিনে। একত প্রকৃতি যে, জানে নাহি জানে।
 কনক ভাবিয়া বদনাথের আকিঞ্চন। প্রাণকে এ কর্ম তাই না করে। মনন।

শিশুপতির বাহিনী সাহসার উল্লেখ।

ত্রিপদী।

এই রূপে সাধু হইল, শিখা করে জ্বরিত, শুভ জার শেষ কথা বসি।
গত হৈল চারি মান, নদীর প্রাণী ভাষি, আর সে যে শিখিও জ্বরিত।
শিখিল পোনের আনি, বক্রি আছে এক আনি, এমন সময়ে দৈব মনে।
এক দিন দ্বিজবর, গৃহে গেল কাশ্মীর, বিলম্ব হইল তার বাসে।
দেখিয়া বিলম্ব তার, জ্ঞানবলে কিবা আর, শিখিব যে হেনাদী কামিনী।
যাহা আমি শিখিয়াছি, যে উপদেশ দায়াবাহি, দেবিরমা চক্ষে কোমল বসি।
এই রূপে শিশুপতি, অস্তরে করি যুক্তি, বাহিনীতে উল্লেখগী হয়।
জাকি সন ভূতগণে, ভূমিকা মধুর রচনে, সকলের প্রতি করে কয়।
শুন সব ভূতাবর, আর যত কণধার, যাব আমি বাহিনী করিতে।
বিলম্ব বিধেয় নয়, ঘুরাঘিহ সন্তে হয়, অবিহিত কর যে অবিহিত।
শুনিয়া সাধুর বাণী, সন্তের হৈরা তথনি, করে সন্তে জাহাজের সজ্জা।
সন্ত পোত সশোভিত, করে হয়ে আনন্দিত, সাথে ধারে উপরেতে ধাক্কা।
কি কর জাহাজ শোভা, অতিক্রম মনো শোভা, করে তবে সুবিহিত গুহাকো।
পীড়া ত্রাণ উপহার, সন্ত সন্তে বহুতর, জাহাজের উপরেতে ভুলে।
বহুবিধ বহু ধন, মুক্তা এতাল কাঞ্চন, এই রূপে তোলেন নানা জাহাজ।
পোত তবে সাজিয়া, সন্তে আনন্দিত হৈয়া, সন্তেরে জাহাজ সাধু প্রতি।
জাহাজ গুসজ্জা শুনি, অস্তরে চরিত গনি, বিনায় হইতে তবে বাস।
ঘুরাঘিহ হৈয়া অতি করে জনমীর প্রতি, প্রণাম করিয়া তাঁর পাশে।
শুন গো জননী বসি, বাহিনীতে যাব কাল, সন্য হৈয়া দেহগে, বিলম্ব।
শুনিয়া পুত্রের বানী, বাহিনী কহে জননী, বিনায়েতে যদি বিলম্ব।

শিশুপতির বাহিনীস্বার্থে জনমীর নিকট হইতে বিনায়।

ত্রিপদী।

শুন বাণ শিশুপতি, কি বাহিনী মম প্রতি, হেন বাহিনী না বলিহ জাহাজ।
ভূমি বাসে পর বাসে, জাহাজ যেন বসে বাসে, বহিহ যে বিলম্ব জাহাজ।
মনে যে ছিল জাহাজ, বিবাহ দিয়া জাহাজ, বসু সন্তে পুত্রগে বহিহ।

কিছু তারই বিপদন, বিদ্যাতার কি ঘটন, কেবা জানে এসে হইব ॥
 যি কথো পড়িল ছাট, ইচ্ছা করে আর কথো নাহি, ইচ্ছা হয় অনমনে শ্রবণ ॥
 কেবা, আমায় কথো, দশমে করি কথো, সেই কথো গৃহেতে যে দশম ॥
 তুমি কেবা গিজে যাবে, আমায়ের কে দেখিবে, হেন জন কেবা নাহি পাবে ॥
 তুমি জনমীর কথা, অহরে পাঠিয়া বাখা, বলে কেন মিছে খেদ ॥
 পাশ্চপতি বলে শুন, জননী গো পুনঃ পুনঃ, কেন মিছে করহ রোদন ॥
 দুখে বস হইয়া, কথো তাপ পরিহার, হরি নাম বিপদ ভঞ্জন ॥
 যে জন কথো করে, নাম কথো করে করে, তাহার বিপদ হইবে করি ॥
 সেই নাম কথো ধরা, আর কত অন্য কথা, অমিতা ভাবনা ভেদে মরি ॥
 যখন দেবদাসে হইবে, তার কথো করে করে, পাশ্চপতি পাশ্চপতি ॥
 যে বা প্রেম ভাবে করে, তার কথো করে পাশে, নামসেতে করণে মনন ॥
 যে বা ভক্তি বলে বলে, নিজ শক্তি দলে দলে, তার সম নাহি আর ভক্তি ॥
 কেন কর কথো ভয়, সদা বল জয় জয়, বাধাকর মোরে কর মুক্তি ॥
 কথো নাম কথো ধর, তিমি শ্রদ্ধার ধর, দশমীর জন্ম বরণ ॥
 কথো করে বসে বসে, এখন সর্বদা রমে, মানসেতে কর গো মনন ॥
 এই রূপ পাশ্চপতি, বলেন জননী প্রতি, প্রবোধ রূপেতে কত বাণী ॥
 কথো পাঠিয়া জননীরে, বিদায় হয় সত্বরে, পদধূলি লইয়া তখন ॥

পাশ্চপতি তারাপতির নিকট হইতে বিদায়,

ও উভয়ের কথোপকথন।

পাঠ্য।

জনমীর স্থান টহতে বিদায় হইয়া ॥ পিতৃ মণ্ডার নিকটে উত্তারন দিয়া ॥
 কথোপকথন উপর্য উপর্যপতিত হইবে ॥ পদধূলি, টলরে কথো সিন্ধু বসনে ॥
 কথো বলি মহাশয় কথো বিবেদন ॥ কথোজ্যোতে বাব কল্য করিছি মনন ॥
 কথোএব সদয় হইয়া মহাশয় ॥ জাশীকাদ কর যেন বাজ, পূর্ণ হয় ॥
 পাশ্চপতির কথা যে করিয়া শ্রবণ ॥ তারাপতি কথোসেন দ্বিজের বচন ॥
 কথো পদে দ্বিজের হইয়া সদয় ॥ কথোজ্যোতাইতে যে কথো দ্বিজের বিদায় ॥
 পাশ্চপতি কথো তরে প্রত্যুত্তর বাণী ॥ কথোপকথন যত দ্বিজের বাহিনী ॥

গিয়াছেন দুঃখান্বিত দেখা নাহি করে। কতদিনে কার্যসম্পন্ন হবে। কিস্তি তার
জাতএব বিলম্ব উচিত নহু নহ। বিলম্বিতে কর্ম, নষ্ট কর্ম শাস্ত্রে কর্ম
একনে সময়ে আমি যাই নহু নহ। সময় হইবে মোরে দেখ গো বিলাস
দ্বিজের আপ্যায়িত। কখনে জাতিবে। কোন রূপে বিজ্ঞ বেন দুঃখনাহি কহে
শুনি পশুপতির বাণী কহে জ্ঞানপতি। এক উচ্চাটন কেন দেখিতে নহি
কিছু কাল বিলম্ব কর, শুনহ বচন। দ্বিজের লইয়া মত, করহ গমন
কি শিথিলে কি শক্তিতে কিছু ন জ্ঞানি। সময়ে বিদায় চাহে কোন কালী
জাতএব কিছু কাল বিলম্ব সে কর। দ্বিজেরে সম্মত কর, মম বাক্য ধর
শ্রবণে বসেন, তখন পশুপতি। নদীবিদ্যা শিখিতে যে আর নাহি মতি
যে রূপ শিখেছি তাদের অণালী বচন। কখন না করিহ তো জুবনে শ্রবণ
তবেই বাসলইহ। এই মোর মন। বিলম্ব করিলে শাস্ত্রে ঘটে কষ্ট
এই কণ বহুবিধ দুঃখ। বিদায় হইল পশুপতিগণ।
যহু বলে কি কহিল, শুন পশুপতি। রমণী দেখিলে জ্ঞান হর পশুপতি
জাতএব তাহে কি গৌরব কর ভাই। নির্বিদ্বে আটাইলে দেশে বলিহাদি যাই।

পশুপতির বাণিজ্যে গমন।

ত্রিপদী।

পরদিন প্রাতঃকালে, সাধুসকল কৃত্যহলে, আরলেন বাণিজ্যে গমন।
সপ্ত পৌত্ত সমিভ্যার, দাস দাসী বহুতর, অর্থ লয়ে অতি আগমন।
মনে হরবিত রায়, সারংহর প্রতি কর, অতি শীঘ্র জ্ঞান হর পৌত্ত।
তাহা শুনি সারংহর, হইয়া অতি সহর, দলকিয়া দিল দীপ্ত মত।
ইতিহাট আগে যায়, আর সব পিছে যায়, ক্রমে গতি হতেছে প্রব।
যুরিছে হইল বেন, জ্ঞান হয় শুদর্শন, দৃষ্টান্ত কি দিব মত তার।
জল জাহে বহুতর, শব্দ হয় শুকতর, শুনিয়া বর্ণনে জ্ঞান তাহি।
এই রূপ কিছু কাল, গমনে যে ব্যাক কাল, পরে জন দেখে যে বলি
আছেন আনন্দ ভরে, এমত কালেতে গরে, সমুদ্রে উদয় গির, তরি
সমুদ্রে উদয় হেরি, সাধুসকল মনে উরি বলে, সবে সারংহর প্রব।
হলদ্যে সারংহর, করত যে জল হর, কোথা গৌত্ত নাহি তহে না জ্ঞানি।

সারি সারি কোন ভর, মনেতে ঐধর্য ধর, তল তল সকলি জাগি জানি ॥
 গাঢ়িত যে অতি পোতে, কি ভর এতরসেতে, তারি কণা কণা যতে ॥
 এই রূপ সাধু প্রসি, কবিনে যে বলে অতি, পরে দেখে কামরূপী যমুদ্রোত্তর ॥
 এক স্থলে বারি অতি, হইতেছে উচ্চাতি, প্রায় যেন চার পাঁচ হাত ॥
 তাহা দেখি সাধু বলে, দেখয়ে সকলে মেলে, কি আশঙ্কা হেরি অকস্মাৎ ॥
 এ যে অতি অসম্ভব, বুঝিতে না পারি তাহা, পদীর কি হেন গতি হয় ॥
 এ রূপান্ত কোন জনে শুনিয়াছ কি শ্রবণ, উত্তরে যারে তহ যো নিশ্চয় ॥
 সানিয়া সাধুর কথা, হৃদ এক ছিদ্র তপা, সার্বজন মধোতে প্রাচীন ॥
 বলে শুনি মহাশয়, কার সাধ্য ইহা কয়, পূর কথ্য হয় পুরাতন ॥
 তোমার যে পিতা মই, বাণিজ্য করিতে গেল আদিয়া ছিলেন এত স্থলে ॥
 তৈব বসে কলয়, পোত টৈল তল যদ্য, এতদ্ব কি জানিয়ে সঙ্কল ॥
 সেই নাতলে বাকি বারি হয় উচ্চাতি, শুনি এই শূর্যের কাহিনী ॥
 শুর্যশতে সাধু বসে, হেরি অতি খেদাগিত, শুনি পিতামহের পূর্ব কাহিনী ॥
 পিতামহ মহাশয়, যবনে দেখিনি উৎস, যবে টৈল শনেছি শুবনে ॥
 কিন্তু তার নিমরশন, নখর টৈল মরশন, বর্জতগো হেরি যে এক্ষণে ॥
 এই রূপ অনিবার, তাবে বাধ বহুতল, গারে শুনি টৈলবর টৈল ॥
 কাহিতে পোতে, দেখিলেই এ চিত্তে, যেন কামরূপের রতন ॥
 হেন জানি মনে ভয়, নিমিত্ত পল্লবময়, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাহিছিলে ॥
 জ্ঞান করে অসুমন, অবশ্য হাতের কাণে লে সন্তে পাই এই স্থলে ॥
 তারি ইহা স্থিরতর, জাতার পোত যতন জনে উপনীত সেই স্থলে ॥
 দেখিলে নসপ্রায়, দূরে অতি যমোদয় রাজ পুরি আছয়ে সেখানে ॥
 মরশনে রাজধানী, আনিব টৈল যমনি, অবিলম্বে লোভর করিল ॥
 বাণিজ্যেতে করি আশ, হতরে কতি ভরসা, বুরাধিত উদ্ধা বাজাইল ॥
 শুনিয়া উদ্ধার বক, কোতল যার সব, পিত্তে তক শুনি হয় ভয়ত ॥
 বলে শুনি সঙ্গার, বাণিজ্যেতে কবতর, জামানের ভূপতি, মত ॥
 শুর্যশতে পদপতি, আশঙ্কিত টৈল অতি, বাণিজ্যেতে উদ্ভাঙ্গি হয় ॥
 শুর্যশতে পদপতি, উদ্ভাঙ্গি জনহৃগতি, কুখিব যে এই বার তোমার ॥

ত্রিগদী । পশুপতি বাণিজ্যকরণার্থে নিম্নকৃত এ রাজ্যের নীতি দর্শন ।
 জাহাজ লানিল ঘাটে, উত্তরিল সব তাঁটে, তবে মার বাণ, অবেশহে ।
 নিহারা হইল স্থান, পাবে, পশুপতি যান, আত্মাদিত দেহা মনে মনে ॥
 ত্রব্য আদি যাহা ছিল, ভাণ্ডারেতে পূর্ণ ছিল বহুবিধ বিচিত্র পুঙ্খনে ।
 পাবেকিবা অবমান, পশুপতি লানিল মনে, রাজ্য প্রজা অসুখি বাহ্যনে ॥
 কেনি রাজ্যের ভাব, ত্রব্যাদির কি অভাব, অবিহেন, বিক্রম বিচার ।
 ৭ সব ভাবিয়া, রাগ, গমন যে পাম পায়, উত্তরিল রাজ্যের নগর ।
 দেখেন রাজ্যের ভাব, সত্য তথা পরাতন, বিবাহাচার্য্য হেঁচিতে মনে ।
 তথাবার রাজ্য যিনি, প্রকৃত সে কলি তিনি, অনুভব হয় মনে মনে ॥
 নার প্রাণ নষ্টবর, গ্রাম হয় নষ্টগর, হেন রাজ্য নাহি পরাভব ।
 দেখি তাব ব্যবহার, রাজ্যে করি নিষ্কার, বলি পরে শুনিহ সকলে ॥
 রাজ্যে নাহি অনাযোগ্য, কেবল যে বেশ্যাতর, নষ্ট ব্যবসাই নৃপমণি ।
 কুমার, গমন যাবে, উপায় যাহা করে তারা, বিবেচনা রাজ্যে তথানি ॥
 তাহাদেব যে বা ব্যয় প্রত্যাহ ভূপতি দেহ, রাজ্য-কর নাহি লানেন আশি ।
 যদি কোন বহু জনে, ব্যবসা করে সেখানে, দেশে কিরে জার আগমন ॥
 তুলাইতে নাহি পারে, অর্থ যদি নিতে নারে, তবে তাদের অবশেষ যদ্য ।
 এই রূপে কত শত যে আইসে সাবিস্ত, করে তাহা সব সমস্ত হরণ ।
 দেশের দেশের রীতি, তাহে মনে পশুপতি, ব্যবসার ব্যবসার নষ্ট ॥
 কিন্তু ইহা আছে যদ্য কেবল নষ্টের দল, কিন্তু তাহা শিখিছি লব ॥
 তাঁহাএব কিবা প্রজা, বাণিজ্য করিয়া জন, দেশ ছেড়ে প্রস্থান করিবে ।
 যমত ভাবিয়া, রাজ্য, ব্যবসায় যুক্ত হয়, ক্রয় বিক্রয় ছেড়ু, সব ॥
 পর দিন প্রাতঃকালে, অগ্নে সবে নতুহলে, ত্রব্যাদি করিতে যে ক্রয় ।
 ত্রব্য কেহ নাহি লয়, কেবল যে এতক ব্যয়, করে সবে বহু ছলোমাস ॥
 সে ভাব যদিতে ভাব, লিখনি সে পরাতন, বলি কিছু সম্বন্ধপ কথায় ।
 কেহ বলে মহাশয়, নিবাস তব কোণায়, আশিস্যাহু কাদিম হেঁচনে ॥
 কেহ বলে ওগো দ্বিগী, পুঙ্খ এই শুনিমি, কেন দেখিয়াছি কোল ॥
 ক্রমে তব বাহা গণ, একত্রিত বহু জন, পরে শুনি তাহদের কৌশল ॥

সম্পদসম্পন্ন পতি কর্তৃক সামান্যের কপট রূপ খেদে জিহা

চোপদী

দেখি পশুপতি, সাতত ঘুসতী, করে কত ক্রটি। দেশের সামান্য
 মনেতে ... সেভার জরুর, মুখে অন্য ভাব, হেনানী হুবে
 দেখিয়া কখন, এপ বনোহর, শরে জর জর, সেম সোবী
 কবির ভূষণ, কটিলি কমন, কটিলি বসন, খোলে দেখি
 উঠিলে না পারে, দেখিয় তাহারে, কেহ বলে কারে, দেখালা সই
 ... তাহারে ... হাঁচা দায়, কাঁচ কাহারে ভাবে যে ...
 ... মার বাই, মইয়া বালাই, গার কাব নাহি, ভজি উঠারে
 ... মইয়া, উঠারে মইয়া, মই পলাটয়া, বমুনা পারের
 ... এক অন্য, লর মৌর মন, এ নব রতন, ভুবন মাঝে
 ... জালিয়, মোহাংগ, গামিয়া হার মিলাইয়া, পাবিয়ে সামান্য
 ... ভন কর, এই মহাশয়, যদি দূর হয়, খোপায় ...
 ... বলে শেষ, শুধু গো বিশেষ, বসনমে আবেশ, কেবল দেখি
 ... বিধাতায়, হেন বনরায়, না খটে আমায়, মরিবো পরে
 ... গিয়া আর, দেখিব কিছাং, মিছে যে না মার, ভাবি অন্তরে
 ... বলে সই, আর বত সই, কাহারে বা কই, মনের তপস
 ... কহার কয়ান, আমায় মন, করে যে ধ্যান, তাই যে অধ্য
 ... সেই যথো রত, হয়ে আত্মদিত দেখি অনিরত, কসিতে নাহি
 ... যেরেত যে বাব, কেমনে কিরাব, মনের যে ভাব ভাবিয়া যদি
 ... রমে দিলী, ঐ গুণমিতি, দোঁছে যে বিধি, সতি বতন
 ... রতন করিতে বাসন, দরুছ গঠন, ভাবিয়া মনে
 ... গারে পাই, গারে পাই বাই, কাল মাখি ছাই, যেনো লো সই
 ... ছাং জায়া, উঠরে জায়া, গরে গায় ভোলা উঠরে হই
 ... তাহারতী, যদি হয় দার, প্রথমে জুগ্লি এতি, মনো আবেশ
 ... চুখন, করিব হাং, না জানি কখন, কি হবে শেষ
 ... টিটে, দিল্লি টিটে, বিধি কি ঘটাবে, আমার দিবে

মোর মনে কর, ছেন কতু নয়, দশিটে উক্ত, তাঁহু কি হবে
কেমন করিয়া, বিরহে জুলিয়া, ঘৈরস বরিয়া, মুহুর্তে যাব।
মরি এণি বার, জীবন সংশয়, ককির কাহার মনের ভাব।
এই রূপে তত, তৈরে খেদাছিত, কহে অকিরত, ছেনসী ছলে।
মহুনাথ কস, ছেন জ্ঞান হয়, জুলিবার মা, ঢাকনি বোলে।

পশুপতির বাণিজ্য নিম্নক্ৰে :

আক্ষ্যপতি পুত্র :

পরে হনহ পশুপত পাবে গুণত পশুপত,

পশুপতির বাণিজ্যেতে যে অপোতে গেলে।

আপু হয়ে জটমতি, মাধু হয়ে জটমতি,

বাবসায় যুক্ত তবে হয় বঙ্গমতি।

শুনি মাধু আগমন, শুনি মাধু আগমন,

দেশ বিদেশ হইতে আসে লত জন।

সারা নীলার বাস, মাধু, নীলার বাস,

ভাব মনে বিবরণেতে ঠকাইয়া আসা।

ভাবা ভাব নাছি নয়, ভাবা ভাব নাছি নয়,

পশুপত পুত্রকে কেবল পুত্র হইতে চায়।

যদি বিদেশী, যে আসে যদি বিদেশী যে আসে

ভাষার কেবল আসে নয় পশুপত আসে।

ভাষে ভাষে যেই ভাষা, ভাষে ভাষে ভাষা,

ভাষে ভাষে ভাষে ভাষা ভাষা ভাষা।

দেশি ভাষা পশুপতি, দেশি ভাষা পশুপতি,

দেশি ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা।

ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা

ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা

ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা

ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা

আগে করিয়া কড়াই, আগে কদিয়া বদা

একশে পালাইতে চায় এ কেমন কড়াই।

আর কিছুদিন থাক, আর কিছুদিন থাক

মটির অনালাই সব বিকারিয়া দেখ ॥

পশুপতির বাণিজ্যের বিবরণ।

পর্যায়।

তদন্তরে পশুপতি বাণিজ্য যে করে। কঠোরতার কথা কহু'র নামে পশুপতি
কতমতে কত নীতি আছে আর কায়। সাংকে কুলান বড় হৈছে সে পশুপতি ॥
একদিন একরায়া আসিয়া যে কথা উঠয়। কি মতি আছে সে মতি কহিয়া ॥
অরণ্যেতে পশুপতি ব্রাহ্মণত অতি। কটে চিত্রাইয়া মতি দেখায় ॥
মতি হেরি সে রমণী প্রকলিত আশ। মর্মে করে একমতি কিরূপেতে মতি ॥
এক চিন্তি ধনী তবে ব্রাহ্মণত অতি। বলে ইহার কিনা মূল্য কহি মতি ॥
কিনা তবে সাধু কয় কি বলিব আর। বর্ণার্থ ইহার মূল্য যে এক হাজার ॥
অন্যতঃ রমণী যে বিলম্ব না করে। মৎসিকিঞ্চ মুদ্রাক্ষরে দেখ সাধু করে ॥
বলে অদ্য এইলয় যে আছে সংপ্রতি। কস্য আসি পরিশোধ দিব পশুপতি ॥
মনে ভাবে সাধু মত, ইহা কহু হয়। নটস্য কান্য। গতি সর্ব শাস্ত্রে কয় ॥
এত বি সাধু মত প্রভুত্বের দেয়। পিতৃ আজ্ঞা আছে মোর কহি বে নিশ্চয় ॥
ধার। ক্রয় করিতে পিতার যে মান। কেমনেতে দি' মন ভূমি যে কহিয়া ॥
পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘনসে যে বড় ভয়। তাহা নৈনে বাকি রাখা নহে বড় দায় ॥
কতএব সেই মূল্য প্রণয় হৈ দিলে। মনে কর মোর স্থানে গণিহুত রাখিল ॥
কহা সব মূল্য দিয়া মতি লয়ে থাকে। মুদ্রা কিবে লয়ে গেলেন কতই হয় ॥
মনেকরে সে রমণী একে বড়দার। এসে কালি মিন কি, এ মোর মতি দেখ ॥
এই অনুমান করি কহিছে তখন। কস্য আসি কহি মোর ঘটে কতজন ॥
সত্যের মুদ্রা দেখে গৃহে কিবে রাই। মতি লব হৈন গতি অন্য গতি নাই ॥
এক বলি ধনী তবে প্রাক্কর করিল। মত বলে দেখ সাধু নীতিদেব ছল ॥
পরামস প্রাতিঃ কটিল মুদ্রা এক অঙ্গি। সজ্জতে আসিয়াছে দুই পরম রূপসী ॥
কব তাঁদের কথা সে দুই গহনি। মত কহা কাকার মত মূখে মুদ্রা দি ॥

আমিষাছে উভয়েতে এমনত যে ছলে। কিছুর অনুশাসনে মানব যম মনোহর
 মিত্রে ২ দৌড়ে মিকটে আইল। ভাবভঙ্গী করে দেখে পূর্ণক আলিঙ্গন স্থিতি
 বলে ভাই কিবা জন্ম আমিষাছ দানী। আমাদের দেখে কিছু বসিত যে তুমি
 তাহা শুনি পশুপতি হইয়া মজুরি। গাহির করিল এক উকন অঙ্গুরী
 অঙ্গুরী দেখিয়া বনী মিল নিজ করে। করে দিয়া বনী বনী কিবা কোথা গিয়া
 মনে মনে সেই বনী অনুমান করে। ইচ্ছা নাহি হয় বনী দৈব ইচ্ছা গিলে
 তখন অরি এক বনী জলেতে পড়। ইহার কি যুগ্য হবে কত বলাকম
 বলে তবে পশুপতি শুনহ যথার্থ। ইহার মূল্য কিবস হয় পুরুষক
 শুনি এক বনী তবে হাসিতে লাগিল। মার-রাসা বজ্র যথার্থ কামি বন্দ
 সাধলে ইচ্ছাতে যে নাহিক চাড়ি। ইচ্ছা যদি নাহি হয় দেখে ১ কল দীপ্ত
 এই কপে তিন জনে করে বলা বলা। ছেলি পূর্ণক মাধুর অণে বজ্র তুলিল
 তাহা দেখি সাধুশ্রুত সখিয়া দেখায়। চাড়ি পূর্ণক এক বনী ধরে তাহা
 তাহা তেজ রঙ্গ নারী করিছে তজ্জন। অন্তরেতে অন্য ছা বসেতে গজ
 বলে কালোপী ভাদের মুখে নাহি লাভ। পর পুরুষের সঙ্গে করি কি কাজ
 সঙ্গে করি অর্পণাছি তাই ভয় করি। তানৈলে কে প্রতিফল সঙ্গিতে পারি
 এই কপ বড়ী মত গাল গালী দেয়। ততই তাদের আরো একুল ছন্দ
 তবে এক বনী দাত, অধিনয়ে কর। যথার্থ ইহার মূল্য, তাহেই অহা বনী
 জুতএব জদা ভূমি সিধা অবসানে। অনুগ্রহ করি। বহিঃ মিকেতন
 আমাদের বাসস্থল মিলক যে বলি। মতি প্যারি হইতগণী ফানে যে সকল
 নটীগড় মধ্যে আভরে ধান্দা পাঁজী। তখন তনু স করিলে পাইনে মাদা
 একগে আমরা যে অঙ্গুরীলরে বাই। অঙ্গুরি ইয়া মুজা নামিয়ে যে ভাই
 বদাপি আমরা অর্থসঙ্গেই আনিলাম। হাঃ কে তোমার লড়া বাকি রাখিতাম
 এতেক শ্রাবিরা সাধু কহিতে শুন। পিতৃ ভাড়া পাছে মন গান সে কাঁচ
 পারবিক্রয় করিতে পিতার আছে মান। বেগেতে দিব বার তোমার বলসি
 পিতৃ বাক্তি লংঘন সে যে বচদায়া। তাহা বৈদ্য বাকি রাখা নাহি কোমর
 তখন সে দুই বনী ভাবিছে মনেতে। এমন চড়ুর নাহি দেখি ধরনী
 হেম কোমরনী আছে ইচ্ছায়ে কুন্দারে। এরূপি আমিদের কুন্দে কালিবে

আমাদের এই পিতৃ যদি মা ভুলবে। পিতাও ভাবিতবে রাজ্য কি করিবের
 পুত্রের বাহিনীগে বসিয়াই আই। ইহা হতে যে সুখেতে পড়ে বসি ছাই ॥
 যেত যদি চাই খনী উঠিয়া। জন্ম। পুত্রাধিকার। রক্ত প্রাকার। কহিল ॥
 কি গুণ ভাবিয়া যে একেছিলি হেথা। যিহা গোপনযোগ কেবল করিলি হুথা ॥
 ইন্দ্র। আমার কেশ স্থলিত লক্ষণ। তপস্বী তুলিতে পারি কত দূর ॥
 পুত্রোত্তে আমার যখন ছিলো প্রাণ। তখন কার কথাবলি করিলো প্রাণ ॥
 আকাশার করিতাম এই রূপ ছলে। শুনিয়া যুবার যেন ॥ ৩৩ ॥
 বাহ্য অঙ্গ করি স্মরণ সেই মনে করে। স্বর্গলাভ তুচ্ছতার আমার কথা কহে ॥
 বার সঙ্গে একত্রিতে আয়ি যদি হই। সেই জন যনে করে মান-হারা ॥
 ইহা জন আচার বচনে বচন দিচ্চাই। মৃদু প্রতিতি তজ্ঞান অন্তরে ধরেছে ॥
 জ্যোৎস্না সঙ্গে যে এক নিশিকরেছে রজন। বলিতে অশক্য আমি তাহার মনন ॥
 পুত্রোত্তার রূপ যদি এক প্রাই গাই। দেখি কেমন মাধুপ্রভায় মোর চাঁই ॥
 এই রূপে সিন্ধুজনে কথোপকথনে। কামতে মৈরাণ হৈয়া বার নিকেতনে ॥
 বহুদূর শুন ২ বাহ্য দৃশ্য গণ। মাধুকে তুলান অতি দেখি মনন ॥
 এই রূপে কিছুকাল গড় হয়ে যায়। পশুপতি মনে ভাবে তেঁকিলম দান ॥
 ভক্তের শীঘ্রকরি করি পলায়ন। এনেশেতে স্থিতি নাই হয় মনোভণ ॥
 এক ভাবি পশুপতি জরি ভ্রাতাগণ। বলে চলে, সকলেতে যাব নিকেতন ॥
 এখান মিলন আর হবে দিনচারি। অবিলম্বে সকলেতে হয় যে সকার ॥
 কুনিরা লাবুর কথা যত তৃতাপণ। স্বদেশে বাইতে করে সবে আয়োজন ॥
 এই রূপে উদ্বোধনে সকলেতে আছে। জ্যোৎস্না এই কথা উঠে পুত্রিকাকে ॥
 করোতে একজন করে নিবেদন। আশ্চর্য্য জ্যোৎস্না রাজ্য হেরিয়ে ক্রাজন ॥
 কোথ হইতে আসিয়াছে মোর, একজন। তব রাজ্যে বাণিজ্য করি করয়ে গমন ॥
 মোর লইয়া যাক কহিতে না পারি। পরিপূর্ণ করিয়াছে যনে সন্ততির ॥
 শুনিয়া এসব কথা কহিছে ভূপতি। পাত্রনিব্র সকলেতে ডাকি শীঘ্রগতি ॥
 জন জন সভায়। আমার বচন। মদীপড নাম রাজ্য হয় অনরণ ॥
 ইহা কেন নামটির আমি নষ্ট কর। যিহা কেন মদীপের যোগাই আহর ॥
 ইহা কেন নাম। হয়ে উদ্যাত। বৎস ইহার অঙ্গ করিব সুবিহিত ॥

এত বলি কোতরাং ডাকিল তখন। কহিতে লাগিল ডাকিল করিয়া। তখন
 যাহা শীঘ্র মম রাজা সেই হৈ যোবনা। রক্ষা যবতী আদি বত বারান্দা
 কলা এতে সকলেতে একত্রে হইবে। যেন আসি দেখা দেব আমার আসরে
 এত কুন্দি কোতরাং বিলম্ব না করে। স্বরিত গমমে গেল নগর ভিতরে
 এতি গৃহে ২ এই সমাচার দিলা। কোতরাং দ্রুত ইহা আইল ফিরিয়া
 পরসিন এতকালে যত মজাগন। আগিয়া বজার শরে চরণ বন্দন
 ভূপ বলে শুন সব বারনাগরী যত। আমার রাজ্যেতে বস সব অজুতি
 রাজ্য বৃন্দ হর মম নাহিলে সব। না জানি গমমে আমার শরে কি যমিবে
 তোমরা সতেমি শুভাহার গৃহে থাক। রাজ্যেতে কি হয় জাচকেনা দেখ
 কোথা হতে আসিয়াছে সাধুর কুমার। বাণিজ্য করিয়া হেলা, যাইছে সব
 যতনিত্র ত্র্যাদি করিয়া যে ক্রয়। সাধুগোত পরিপূর্ণ করিয়া সে যার
 একগুণে সদাপি সেই সাধুর কুমার। নির্দিষ্টে যার বসি দেশে আনন্দ
 বন্দপিতোমার। তাতেন্দাইতে নার। অর্থ যদি কোনমতে লইতে না পারি
 তবে তোমাদের আর কি সাজা করিব। স্তবক মুভারে সব গঙ্গাপীরে দিবা
 নবণেত ভুলতির বচন তখন। করপুটে মজাগন শরে নিবেদন
 শুন। মজাপতি আমাদের বাণী। এ বিষয়ে নিকিতা নাহিক কোন ধর্মী
 বহুচেত। করিয়াছে তাহারেই লিতে। কোনমতে কোনমতে না পারে ভুলিতে
 একগুণে সাধুসুত বিলম্ব না করে। উদ্যোগী হইয়াছে যাইতে সাধুর
 কোন রূপে সাধুসুত যাইতে না পারে। এমত প্রবন্ধ করি তাহারে তাহারে
 আর যদি কিছু দিন সময় যে পাই। সৌগল করিয়া ছপে তাহারে ভুলাই
 রাজ্যেতে হেনকোমউপায় না দেখি। কি রূপে প্রবন্ধ করি তাহারে যে কাছ
 শুন। তবে রামাগন সকলেতে কর। যেই প্রবন্ধ সাধুসুত ক্রয় করে তাহ
 তাহ। তুমি পুনর্বার মূল্য দাড়াইয়া। ক্রমে ক্রমে লব তাহা যদি করিয়া
 তবে সাধুসুতের যে বিলম্ব হইবে। সেই অবসরে উরে যে পারে হুগাবে
 শুবণেতে মজাপতি বিলম্ব না করে। স্বাধিত মনোমত প্রবন্ধ হইবারে
 অবিলম্বে ডাকিলেম তুতা এক জন। কহিল তাহারে যত শ্রমণ বন্দন
 অবিলম্বে যত যথা আছে সমগ্র। ক্রমে ২ প্রবন্ধ করি তাহারে

তখন কল্যাণীকে কল্যাণী দেখে কে হইল, ইহার মধ্যেতে বেই তাল
সুন্দরী হইয়া যশি, বাগা হইয়া অমান, নতলেদের কল্যাণী নিরুপণ।
করি গতে মিলিগণ, কিঞ্চিৎ পরে তখন, ইচ্ছা-মত লর এক জন
নাম তাহার কামিনী, কপের সে শিরোমণি, কি কব সে কপের কখন।
তবে নুতানি ধনী, সঙ্গে লইয়া কামিনী, করে মর আনয়ে গমন।
বহু বলে হায় হায়, এবার দেখিব তার। কত বুদ্ধি ধরে সাধুপতি।
মাইতোছ বেই জন, এ নহে সমান্য ধন, এবে চেনা স্বকটিন জতি।

বুঝা বেমনীর মর আকাঙ্ক্ষা গমন ও উপতির প্রতি প্রতিপত্তি।

গণ্য।

তখন বুঝা বেমনী হইল কট মতি। সঙ্গে করি মরে কায় কামিনী বৃত্তি।
কমে উপনীত মর আনয়ে তখনো, আত্মানিত হইলেন পাণি পরশনে।
কটমনে কটহইয়া কামিনীকে কর। কট চিত্রে শুন বলি আমি যেতোয়ার
এই মের সনাগর আসিরাছে কাল। ইহার কারণে কত ঘটিছে জ্ঞান।
উদ্বার ভুলার মনে করিয়াছি পাল। মান-বলি-রক্ষা করেন দুঃখমই কিনি।
কোনো এতি বলি কিছু টেহা কটজ্ঞান। সাধামতে বহুবিধ করিবে ছেনাতি।
আরো কে মারে আমি উপদেশ দিব। দিন ২ শিখা কটোমর মর মর
মুখমে একবে তুমি ধর গৃহী ভাব। কোন-মতে কে ভাবের না হয় জতার।
কল্যাণী হইয়া আমি তল মনী। মরনা রাখিব মান-সেবগ মজাসি।
এই রূপ দুইজনে কথোপকথনে। মাজা জাল পাতিয়া গ্রহিল সেই কামে।
পর দিন আতঃকালে উঠি মুক্তা বুদ্ধি। রাণী হইতে বাহির হইল শুদ্ধি।
মনোজাবে মনসে শুনিবারে পার। দ্বারের গাঁবা কামিনীর উত্তঃ পরে কর।
একমতে আমি কোন দুঃখান্তর নাই। আসিতে বিলম্ব হইব বলি তোমার তি।
সাধন টেহা সনা হইতে থাকিবে। যেম কোন বিষয়ে আনয়ন না হইবে।
কোনো মেরে মেরি সনা শঙ্কা করি। সে কারণ রাণীহতে নড়িতে না পারি।
এই রূপে কল্যাণী হইল কল্যাণী। এতেন যুগতি কেন বিদেশেতে গেল।
এ রূপে কল্যাণী হইল কল্যাণী। পরে শুন কামিনীর এলাপী বিবরণ।
তখন কল্যাণী হইল কল্যাণী। রাণী হইতে উপনীত গাঁবাফতে মিলি।

যেন কোন কৃষ্ণবতী পেয়ে শূন্যঘর। তাহার ফেলিয়া থাকে জাহ্নবী সম্বর।
সেই রূপ জাহ্নবী করিয়া তখন। চতুর্দিক জন্মে ২ করে নিরঞ্জন।
এত সময়ে এক সাধুর কহিল। ইত্যং তাকার ইহল দুষ্টির গোবর।
তখন সে আর সন্তে ডাকিয়া যে কহিল। পবন কখনো কখনো যে গল চেণ্ডায়।
এই মত বলাবলি করিয়া তখন। পক্ষ স্নেহে স্নেহে করে নিরঞ্জন।

কাশ্মিনীর রূপ সন্দেহে ভূতগণের অনুমান এবং পশুপতি ও
শয়র। কাশ্মিনীর উত্তরে সন্দেহ।

হোরায় কাশ্মিনীর রূপ মোহিত হইয়া। ভূতগণে সন্তে দেব প্রকল্প কহিয়া।
এই রূপে কহুনাহি হরি আর। স্বর্গেতে নাহিক মিলে মর্ত্যে কোন্ ছায়।
এক ঠাঁই মত চন্দ্র হইলে উদয়। এরূপে রূপে ভুল্য হয় কিবা নয়।
দেব কন্যা নাগকন্যা কিবা নাগকন্যা। এসকল ভিন্ন আর নাহি হবে অন্য।
আর জন বলে কহা শুনে হাসি পায়। নাগ কন্যা হবে যদি নেহুড় কোথা।
আমাদের পানে চেয়ে রহিয়াছে বনী। নাগকন্যা হলে কন্যা হরিত তমনি।
আর জন কহে এট, কি মূর্খকে ভাই। পুরাণে পুরাণ কথা, কহু শুনে নাই।
পাতালেতে নাগকন্যা আছে এইবার। হেনো কালমাগিনী গোপুত্রা নর তার।
তাহাদের নাহিক নেজ ফণা নাহি ধরে। দেবকন্যা তুলায় বাক্য চলাচরে।
দেবকন্যা নাগকন্যা এ তৌ কহু নয়। শুন সন্তে বলি ঘোষ। মোর মনে লয়।
জাগকীরে পুনঃ পুনঃ রাম ভোজি গেছে। সেই সীত দেবী হরে এখানে এসেছে।
আর জন বলে ভাল, পড়িছু জ্বালায়। এ যে ধামভানিতে শিবের গীতায়।
কোথা দেবগুণে রাম বিক, অবতার। সেইগুণে লীলাখেলা কুরায়েছে তার।
হাপিয়েছে রক্ত হয়ে রস হৃদ্যবলে। করিলেন লীলাখেলা লরে গোপাশিনে।
একগোত কলিকাল জানত সকলে। কোথা রাম সীতা, কোথা রামলীলা বলে।
বলি ভাই শুন সন্তে মোর মনে লয়। এতনী মানবী বটে কহিছু নিচয়।
আর জন বলে নাই এক ঠাঁই টিক। দেখে আছে ছায়া আর নয়নে নিমিক।
শুভ্রি। এসব ক' কহে এক জন। ইহার রক্তান্ত বলি করহ শ্রবণ।
এবে কন্যা এখানে এসেছে সম্প্রতি। কেবল এক রক্ত আছে ইহার সহতি।
অদ্য ইহারে কথা কহেছি শুন। এখন বুড়ি কোথায় করয়ে গমন।

হয় কতো মনে, কাঁচিবি কেমনে, সুখ আশে প্রাণ যায় ॥
 বিধাতার কর্ম, রমণীর ধর্ম, মর্ম জ্বালা পতি বিনে ।
 কি কহিব তোরে, দেখা করি তারে, দেশান্তরে বর কোনে ॥
 একি জ্বালা মোরে, গেছে সে কি মরে, ফেনে কাঁচিনীয়ে জ্বল ।
 আমিবা কেমনে, তোমারে যতনে, রাখিব যৌবন কালে ॥
 জানা আছে দায়, কি বদ তোমার, ঠেকিয়া যেনেছি দরি ।
 হয়েছে সময়, তাই অতিশয়, বতী আশে কত রবি ॥
 এই রূপে কত, কহে অবিরত, পুরেতে অঙ্গরে মাস ।
 যজ্ঞনাথ কয়, মাধু পরাজয়, বুঝি বা এ নি হয় ॥

পুনর্বার কামিনীর ছল ।

পয়ার ।

এই রূপে সেই সিনগত হৈয়া যায় । পরে কন উজ্জ্বল খোজী বিবাহ ॥
 পূরদিবস বৈকালেতে যুক্তা তখন । পুনরায় ছল কারি কারিল গমন ॥
 তদন্তরে কামিনী যে ছল্ট চিত্তহৈন । পরাক্রম মথ্যে বনী উত্তরিল গির ॥
 ছেন রূপ ভাব ভঙ্গী করিছে তখন । যেন কার সঙ্গে করে সংসর্গ করন ॥
 তাহা দেখি ভূতাগণ করে কান্দা কানি । বলে পুন দেখাভাই এসেছে মেধমী ॥
 দাসগণের অন্য মন দেখিয়া তখন । পশুপতি সেই নিম্ন করে নিবন্ধন ॥
 হেরিয়া কামিনীয়ে মাধু নিভক হইল । নতশিরে পুন শিখ কথ আকর্ষণ ॥
 তবে সাধুভূতে হেরি কামিনী যে কর । আহা মরি জড়জন্য রূপ যে ধরায় ॥
 সতঃপন কামিনী যে ছলেতে তখন । আরজ কবিল সাধুর রূপের বর্ণন ॥

কামিনী কর্তৃক পশুপতির রূপ বর্ণন ।

পয়ার ।

আহা মরে যাই কিবা অপকূপ রূপ । ত্রিভুবনে নাহি হেরি ও রূপ স্বরূপ ॥
 বিরলে বসিয়া বিধি করেছে সৃজন । নটনর ঘনোজর পুঙ্খ রতন ॥
 হ্রয়নের ভঙ্গী ভাবে কেতে নয় প্রাণ । ক্র সেন কামধেনু যুড়িয়াছে বাণ ॥
 আহা মরি কিবা শোভা কপাল ফলকে । চিকুর অঙ্গ কোলে কামিনী দলকে ॥
 বদন বিমল ইলু বাকশুধা ফরে । রমণী মরণ, রমণীর মন ইলু ॥

পগন্ধে সাজিত শশী মৃগ মন্থ ধরে । এবে অকলর শশী উদয় ধরাপরে ॥
 তিলকলবিমি মাশা কিবা শোভাধরে । প্রাকৃষ্টিতরুজগুপ্ত কি শোভাভ্রামরে ॥
 রতি হেরে ইচ্ছা করে গাঢ় আলিঙ্গন । অধর চাপিয়া করি বদন চুহন ॥
 নবীন গোফের রেখা মোনছিন্ন কিবা । কার সাধর ভোলে এবে ছেঁড়ি গাছে যেবা ॥
 মুক্তা শ্রেণী হেরি তার বিমল দশন । অকুল সাগরে করে অরীর মগন ॥
 শুধা ঘর পিক রব করিয়া শুবন । কাননে করিল নাভে শরীর গোপন ॥
 হাসিতে বেকপ শোভা করিহ কি ছায় । চপলা চঞ্চলা হয়ে মেখেতে লুকায়া ॥
 গুহিনী গণ্ডিত কিবা শুবন সুপল । সুরগ-জিনিয়া কান্তি প্রতি শিরমল ॥
 এই রূপ কামিনী যে ছলেতে তখন । অবিরত কহে কত রূপের কথন ॥
 যত্ন বলে শুন সব যত্ন বর্ণ গুল । নটীর প্রাণমী হোর শীঘ্র সর্ব জন ॥
 ভোজ্য-কি-জিনেবাজি, বাজিকর হয় । এবাজিতে পড়িলে হয় জীবন সংশয় ॥

মুক্তা ও কামিনী উভয়ের কপোপকথন ।

ত্রিগদী ।

এই রূপে অনিবার, প্রফুল্ল হয়ে অন্তর, কামিনী যে রূপ বাক্ত কবে ।
 নাহি মনে অন্য ধ্যান, সেই রূপ ধ্যান জ্ঞান, সর্বদা যে ক্ষমর মাঝারে ॥
 এই রূপে তার ভঙ্গে, আছেন কামিনী রঙ্গে, জমত সময়ে তার মানী ॥
 কামিয়া সে দেখে তার, কামিনীর মন তার, নিরখিয়া অন্তরেতে গুহি ॥
 প্রতারণা ছলে কর, আমার কি হলো দায়, তোর লাগি এলো কালামুখী ।
 যে ভরেতে আমি ভীত, সেই পথে তুই রত, তবে আর কিসে হবে সুখী ॥
 অগ্রে যদি হেন যানি, হবি কুলের কলকিনী, মারিতাম ঈশ্বর কালেতে ।
 একগেতে তোর লাগি, হতেহলে দোষ ভাগি, শেষে ছিল এই কপালেতে ॥
 এত বলি মুক্তামণী, ধরি তার হস্ত খানি, গৃহ মধ্যে টলয় যেতে চায় ।
 বলে রাগী শুন শুন, আমার যে মনাগুন, আর বুঝি নিকরীণ না হয় ॥
 এককাল গুপ্তরূপে, রেখেছিলাম চুপে চুপে, এবে দেখি নার নাহি হয় ।
 কামনে যে সারস্বত, অনলে দিতেছে স্বত, সেই ছেতু প্রভলিত হয় ॥
 মন কিম্বা মন শুন, যে রূপ হতেছে আণ, রক্তান্ত যে তাহার সকল ।
 যত্ন বলে হারি হার, বার নারী চেনা যায়, মুখে শুধু অন্তরে গরল ॥

কামিনীর আক্ষেপ উক্তি ও গুরুমহাশয়ের গমন।

চামরছন্দ।

যে গুণের মাসী তুমি বলিবে কি আর লো। প্রার্থন নাহি কারিলে
আমর যে দায় লো॥ এক্ষণে তুফানে তরি মার, তুরি মার লো।
কর্ণধার ধিনা তরি উদ্ধারিতে চায় লো॥ তা হাবনা, হাবনা, তা
হাবনা হাবনা লো। যে তুফান লেগেছে অধে তা বহু মল লো।
কি করিব মাসী তোরে কহিবাব মল লো। কাত শিনা মোর এ বসন্ত
বুঝি হয় লো॥ এ নব যৌবন বল সুঁশির কাহার লো। এ শিশু
মোর শীর্ণ হলো কায় লো॥ কুটেছে যৌবন পল্লু কোথা মল লো।
পরোধর শক হয় না পাইয়া কর লো॥ তারে যে কদম্ব মল করে নিরস্তর
লো। ভীষণ শাসন ভয়ে হইছে আসে জ্বর লো॥ কুমার নৌরতে মল
হইছে অকুল লো। কোকিলেরে কুম্বরে করিছে বাকুল লো।
অকলে দাইতে মোর মন সঙ্গ দায় লো। লোকে কলঙ্কিত তবে তাই শক
হয় লো॥ বলে বলিবে কলঙ্কিনী সে নহে দায় লো। এক্ষণে মাসী
আমি সাধুসুতে পাইলো॥ তবে-তো মাসী আমার এখান যে হয় লো।
দাইতে যদি তোর ইচ্ছা মাসী হয় লো। কুরিত গমনে গিয়া মল কদম
আন লো। মুক্তা বলে কালামুখী ঘটানি কি দায় লো॥ এক্ষণে
পোতাচরণ গৃহেতে যে আর লো। করা দান ইহার সুবিহিত যা হয় লো॥
এতদিন প্রবোধিত, অদরেতে মাইলো। বজ্রবলে ছেনালীর পরিশেষ হইলো॥

মুক্তা ও কামিনীর কথোপকথন এবং কামিনীর প্রবন্ধনা রূপে
পয়ঃ।

পরেতে উভয় ধনী গৃহেতে দাইয়। কলঙ্কিনী বলে তবে কামিনী চাহিয়া॥
হায় বিধি আমাদের কি বাদ সাধিল; কল-বপ সাধুসুত এখানে আইল॥
দেখিয়াছি বহু ২ চতুর মজ্ঞন। পলকে প্রণয়ে ফেলি হরিয়াছি মন॥
এতেন কঠিন কতু নাহি দেখি হায়। বড় বলে বক্রিও এ জন ধরায়॥
প্রত্যহ ভূপতি হেথা পাঠায় যে চর। কি বলিব গিয়া আমি রাজার গোচর॥
অতি দণ্ড করি আমি এসেছি হেথায়। দণ্ড হারিও কপা যদি মোর প্রতিহার॥

ভিকি আঁচি পানকীর হইব মগরে । নতুবা এ কালামুখ না দেখাব কারে ॥
 অতএব শুন যদি আমার বচন । যদবধি কঠাগত রহিবে জীবন ॥
 তদবধি নাচরণে না ছাড়িব ধনী । দেখিব কেমন সে চতুর শিরোমণি ॥
 কজা আমি দিব্যাংগ আহীরের পরে । ছলকরি নিদ্রাতাবে, সব শমোপরে ॥
 সেই অবনত মুখি তুমি যে তখন । সুরাশিত করিবেক গবাক্ষে গমন ॥
 সে যেনে খাইয়া তুমি বহু ভাষা কবে । ঘেরূপ যেনে ভাব তব মনেতে হইবে ॥
 পরেতে যে আমি গিয়া নিদ্রিয়া ২ । আনিতে চাইব তব করেতে পরিয়া ॥
 কোনকথা কোনমতে নাশ্রুনিবে কানে । অবিরত বসি তুমি থাকিবে সেখানে ॥
 এই রূপ কহি তার কথোপকথন । পরেতে প্রকাশে দুরা নিক্ক আকিঞ্চন ॥
 তলবরে কামিনী যে গ্রীহার ঘরিয়া । দুরাশিতা উপনীত। সেইমূলে গিয়া ॥
 ভাব তরী কামিনী যে হেনরূপ করে । ধনী মেলমন্ত প্রেম-ব্যতিকের জরে ॥
 প্রথম প্রলাপ কত বচন শ্রুতে । ছলনাতে নানা কথা কহে নানা মন্ত ॥
 কহিতেছে ধনী তবে কান্দিয়া ২ । অবিরত ছলে সদা পাতিবে নিদ্রিয়া ॥
 কোথা হে নির্দয়গতি কোথা হে কাণ্ডারি । তব অদর্শনে তবে যৌবনের তারি ॥
 তব সঙ্গের বহু দিন পরিয়াছি বৈরা । তব আশে বহু জালা পরিয়াছি বৈরা ॥
 তব আশা তে দিন এ নব যৌবন । রেখেছিলাম আগমন করিয়া যতন ॥
 এক্ষণে সে সব আশা দিয়া ও পঙ্গলি । যাউতে হইল নাথ কলৈদিয়া কান্দিয়া ॥
 অবশেষে এই কি হে, ছিল মন ভাঙে পানকীর হইল এখন কলঙ্কের জালে ॥
 জনমো মত আমি হইছে বিদায় । আমার তেণিতে আর না হবে তোমায় ॥
 নদতটে বেশ্যালয়ে কর সুখভোগ । আর না ভুগিতে হবে এ পাপসম ভোগ ॥
 সদা খার মনতুঃখ জ্বলিতেছে মনে । সেইদিনা তার দ্রাব্য অন্য কেবা লুণ্ঠনে ॥
 শাহাকে জানাতে আমি এসেছি হেথায় । সেইজন্য তুচ্ছ বৈরা যদি কথা কয় ॥
 তবৈত সকল আমার যৌবনের তারি । শামির বিহনে এখন কেহবে কাণ্ডারি ॥
 আর এত পুণ্ডপতি অখিল রক্তম । পুণ্ডপতি হেহ পতি এই আকিঞ্চন ॥
 দশম স্কন্ধ জালা আর কে জানিবে । পুণ্ডপতি বিহনে কে উদ্ধার করিবে ॥
 শুনিয়াছি তুমি হও মদন শাসন । মদনের হাতে হইতে রাখি জীবন ॥
 হইলাম পরশাগত চরণে তোমার । ইতি ৩২ অঙ্ক বাঁজাও এবার ॥

এই রূপ অবিরত কামিনী যে কর। এমত সময় মুক্তা আইল তখনি
বহু বসে শুন ২ সব বক্ত জন। মুক্তা প্রণালী করে কি রূপ এখন।

কামিনীর প্রতি পুনর্বার তিরস্কার উক্তি।

ত্রিপদী।

মুক্তা বলে কালিমুখী, অথবা কি রূপ দেখি, বল দেখি এ আর কেমন।
নাহি তোরে কোন লজ, লাজের মাথায় বাজ, একবারে করিল ফেপন।
ভয়ি পাইতে ভয়ে, প্রবর্ত হসি কুসর্মে, দিক্ দিক্ তোমার জীবনে।
হেম কালে কালি দিলি, হয়ে কেন না মরিলি কলহ রটানি ত্রিপুরনে।
তোরে গৃহে দিয়া সাই, মরমেতে মার খাই, মর মর সব কালি মুখী।
কর ভ্রম, দূর তও, হেথা আর নাহি রও, তুই মনে অধি হই সুরী।
অশ্রুমাণে মরে খাই, উদ্ভা করে দিখ খাই, এ মুখ না দেখাইব করে।
এলো পাণি কলসী, ধ্বংসক্য দিনাশিনী, পানিবিলী আপন পতিরে।
তোরে কহা কহি হেম আমার ভাগ্যে দেখ, জানিলাম এখন নিশ্চয়।
চিন মোর পূর্বপাপ, নহিলে কেন মনস্তাপ, পাই আমি পালিয়া তোমাং।
কি রূপে এ ছাপা হবে, ছাপায় না ছাপা হবে, ছাপা নপা ছাপা সব হয়।
গোড়া মোর শুনে ছাপা, ছাপায় করিলে ছাপা, ছাপা কহা ছাপা কোথা রত।
এমতগতে পর বোল, আর না করিস গোল, শুন তোরে বলি দাশিনী।
একে বারে প্রেমে মত্ত, হৃদাইলী জানি তবু, কি হইবে না ভাবিলি মোর।
প্রেম চিরস্থায়ি নয়, যদিহ যৌবন বয়, তত দিন বড় সুখদয়।
যৌবন মুরালে হয়, কেবল যে হয় হয়, ভাবি দেখ জানি ছন্দ।
মুক্তার গুলিয়া দিলী, কানিয়া কহে কামিনী, শুন মাসী বলি যে তোমারে।
বিস্ময়িয়া বিবরণ, যে রূপ ঠহরাছে মন, নিরখিয়া ঐ দাশবরে।

মুক্তার কচমে কামিনীর খেদ উক্তি।

পদ্যরচনা।

শুন মাসী আমি বলি যে তোমার গো। যে জনার যেনো দুঃখ সে বিনে
কে জানে গো। যা বলিলে যা কহিলে সকলি প্রমাণ গো। কি করিব
তলিব কোন্‌কোন্‌ স্ত্রাণ গো। নাথ বিনে প্রাণে মরি কহিলাম হার গো।

কিছু করে নিরন্তর উদাসীন হই গো ॥ এসময়ে নাহি রয় বাপ মাগি
ভাষণে ॥ বলি তাই কিমে পাই ঐ রসময় গো ॥ লোক মাঝে নাহি লাজ
মান অপমান গো ॥ কুল গুণ কিবা হয় করিব এণয় গো ॥ কুল বাল্য
এত জালা আর কত সয় গো ॥ যা হবার তা আমার ভাগ্যে হয়, নয়,
হবে, গো ॥ তা নাহিলে অকুলে তেসেছি না ভাবিব গো ॥ একগণ্ডে আস
কিছু আমি না গুনিব গো ॥ হিতে অহিত আমার পক্ষে সব ঘটে গো ॥
তাই বলি ক্যান্ড হও নিষেধ করোনা গো ॥ মাধু বই আগ রাখে কাক
দাশানয় গো ॥ নিশ্চয় বচন আমি কহিলাম সার গো ॥

মুক্তামণির তিরসারে কামিনীর খেদ উক্তি ।

পর্যব ।

কারিয়ার প্রতিবন্ধন করিয়া প্রবণ । মুক্তা আমদিত হয় অন্তর তখন ॥
কবচের দাব ডাকি বিপর্যাস কর । বলে ওহে দিননাথ ঠেকালে কি দায় ॥
সেই ক লিখেছিলে আমার ভালতে । অবশেষে পড়িলম বলর ভালতে ॥
আমার ভাগ্যেতে এত দুঃখ দেখাছিল । নইলে কেন পাপ সাধু এখানে আসিল ॥
নইলে কেন আমি বোলাইলম উঠে । নইলে কেন হুঁ রাখিবামী বেড়ায় ছুটে ॥
এই রূপে বড় ভাষা কহে বড় মতে । পরেতে কামিনীর হস্ত ধরে যত ২ ॥
বলে কামিনী তই উঠিয়া যে আর । লাজভর একবারে খেদালি কি দায় ॥
দেখ দেখা মাধু হুও আর ভুগণ । সকলেতে তব প্রতি করে নিরক্ষণ ॥
লজ্জেরি আমি তোর দেখিয়া আচার । পরপুরুষ দেখি লজ্জা না করিস পার ॥
স্বাধিকার চিত্রাংগেছে আর নাহি বাকি । একগণ্ডে ঘরে আরও লোকানুখার ॥
এত বলি হস্তদরি করে উদাসীন । বলে আমার গ্যাণ্ড দেও মাসীঠাকুরাণী ॥
এদবধি মম দেখে রহিবে জীবন । প্রাণান্তে ছাড়িবন স্থান, স্বরূপ বচন ॥
এদবধি শতপতি সমুখে থাকিব । তদবধি মম মন গৃহেতে না যাবে ॥
এদবধি সাধু হুও করিব নিরক্ষণ । একদবধি অন্য কর্মো না রহিবে মন ॥
এদবধি সাধু হুও এসেগেতে হবে । এদবধি পাপ প্রাণ দেহে মোর হবে ॥
একগণ্ডে মম পক্ষে কাল হবে সেই । একদবধি হইতে মোরে উঠাইবে সেই ॥
এত বলি কামিনী বসি পাঠাইতে চাঙা । মম পক্ষে পক্ষ হয়, নিরক্ষণ না কও ॥

ইচ্ছাতে সুপক্ষ যদি নহে তব পক্ষ। পক্ষপাত করিওনা। মম প্রাণ রক্ষা
কামিনীরূপেতে তুমি শরদপক্ষ শরী। অস্ত্র বিনা কক্ষপক্ষ করিবেন কামিনী
তা করেন। ২। আসী শুন মোর বাণী। নিজে কোন হুমরি বধ পরাণী।
প্রণমেতে সাধুসুত যে বাণ মেদেছে। তৃণগত মম প্রাণ তাহে যে টেয়াছে।
এই রূপ বহু কথা কহে বহু মতে। কিছুতেই উঠিলনা সে খান হইতে।
পাবে যুক্তোমণি তবে রূপসী বচাল। অধিরত মিন্দী তবে যায় যে ভবনে।
বহুবলে যদি পার ঘট তে ঘটকালি। বিফল হইলে কিছু গালে চুন কালী।

কামিনীর ভাবদর্শনে ভূত্যাগের অনুমান ও সাধুর প্রতি নিম্ন।

পর্যায়।

কামিনীর ছেন গতি দেখিয়া তখন। সাধুসুতের ভূত্যাগ গণ কহিলে বচন।
পরস্পর কহে সন্তে কি আশ্চর্য্য ভাই। শত্রুপতির সম আর কঠিন যে নাই।
এই দেখ কামিনী, হেরি যে উহারে। উক্তা পাগলিনী মম ব্যবহারে।
নত্যা ভয় প্রলাঞ্জলি করেছে ও ধনী। মরণ বাচন জ্ঞান শূন্য ছেন গণি।
প্রতিদিন লাঞ্ছনা গঞ্জনা হয় কত। মাগী রাগী মারপিট করে অধিরত।
তথাপি একান্ত চিত্র সাধুসুত পরে। প্রকাশ করিয়া কহে বাক্য অনুসারে।
যে অবধি আসিয়াছি এই স্থানপরে। অচক্ষে সকলে তাহা হেরি যে বসন্তে।
শত্রুপতি নিজ চক্ষে হেরে ব্যবহার। আশে, অশে করে তদর্শ উহারে।
প্রকাশ করিয়া সলে স্পষ্ট নাম দৈয়। মিলন বিহনে আছে মরমে মরিয়া।
ক্রমে আস্ত চর্ম্ম মার টেয়াছে উহার। মরণ নিকট বুঝি হয়েছে এহারে।
এমন কঠিন সাধু কহু দেখি নাই। কেমনে মরিয়া থৈখা আছে বল ভাই।
অনুভবে জ্ঞান করি নপুংসক হবে। তা নহিলে কাম জ্বাল কিরূপে সহিবে।
অমরত্ব তলে নাহি পারি এরূপ সহিতে। দিন যুগে কেনা রহি উহার চরণেতে।
হেনরূপ নব তরি দেখিতে পাইনে। আমার কি বিড়ম্বনা কাণ্ডারি বিহনে।
কণ্ঠধার বিনা তরি রক্ষা কেবা করে। অন্যাসে ভাবিতেহে তরঙ্গ পাথারে।
হৃদয় তরনি খামি দেখিতে সুন্দর। গদ্যকর্ম্ম মোহিত হর নর কোন ছার।
আমি ভাই চমৎকার দেখি নাই ছেন। সোনার নরণ কহু ধলায় শয়ন।
কি ফণে হেরেছে ধনী সাধুর কুমারে। নরনের আড় চুড় তিলেক না করে।

অনাহারে নিরন্তর গৰাক্ষেতে রয় । মর্দনা কটোরে তার গহিছে হৃদয় ॥
 আগে খুঁঝি কিছু আহার করিত । তাই সদা মৃত্যু মতে প্রকল্লু রহিত ॥
 এখন না পাবে কিছু আহার করিতে । শান্তিপায় শিরসে আপন দোষেতে ॥
 আর এক জন বলে মম মনে লয় । সাধুগণে প্রতি দুখ কলুষ নির্দয় ॥
 আর জন বলে ভাই মোর জ্ঞান হয় । বুঝি ওর ইথে কোন নিবেদ আদয় ॥
 কেহ বলে কখন বড় ব্যবসাই জাতি । পাছে অর্থ ব্যয় হয় সেই ভর আশ ॥
 যত্নে যত্নে সদাশয় নাই ছে তখন । কত ব্যয় হবে ভাই উহার কারণ ॥
 না হয় মহাসু মুক্তা খরচ হইবে । তা বলে কি জীহতার পাতকে খেঁকিবে ॥
 দেখিবে ছি, যে রূপ বশা উইয়াছে উহার । তুই এক দিন যথো হইবে সংহার ॥
 এই যে স্বরূপ কখন কহিলে ম সার । পাতকের ভাগী হবে সাধুর কুমার ॥
 পশুপতি শুনিবেন অর্পণ শব্দে । যত কথা কহিলেক সব ভূতা জগৎ ॥
 শুনিয়া ইসদ হাস্য করিয়া কিঞ্চিৎ । মনে করে ওরসেতে আমি যে বদিকি ॥
 পায়ার প্রবন্ধে গড়নাথের তচন । দেখিন দেখিব সাধু ভূমি হে কেমন ॥

কামিনীর প্রবন্ধনা রূপে ভাব প্রকাশ ।

সম্মতিপদী ।

তবে যে কামিনী, ফেন পাগলিনী, হইয়া সে রূপ থাকে ।
 তবে নাহি যায়, বসিয়া শুখায়, অবিরত রয় ছাথে ॥
 তবে কত মত, কত বিধি মত, যেন মৃত্যুভক্ত প্রায় ।
 বসিছে বিশেষ, চাতুরির শেষ, কে বুঝিবে জানা তার ॥
 তাহার যে ভাব, দেখিব কি ভাব, লিখিতে লেখনি ভরে ।
 ওলাইয়া, সেমি, পড়িয়া ধরশী, আছাড়ো মর্দনা করে ॥
 কুমায় না খায়, নিদ্রা নাহি যায়, ক্রমে নীচ অফ তরল ।
 কিসে দাঁড়িয়া, ভূষণ কাড়িয়া, টানিয়া কেলিবে দেহ ।
 কদাচাত ভালে, অসর ভুতলে, মমানিলে দহে কা ॥
 তাহার করি সার, অস্তি চক্ষু সার, জীবন নাশার প্রায় ॥
 কথা নাহি কয়, মৌন ভাবে রয়, অবিরত চক্ষু বোরে ॥
 আছা উহ গুণি, যুখে সদা বাণী, নিরন্তর বক্ত করে ॥

অতঃপর ধনী, মিস্ত্রী কহে বানী, শুভ রাজ্য প্রতি ভাবে।
এই রূপ কত, প্রবঞ্চন, মত, সমুদ্রে শুনার ভাবে ॥

কামিনী আগ্রহে রূপেতে পতুরাজ্য প্রতি নিন্দা করেন।
দীর্ঘ ত্রিপিদী।

শুন শুভ মত রাজ্য, রমণী তেমন প্রজা, তুমি রাজ্য রাজ-চক্রবর্তী।
তব গুণ বর্ণে হেন, শক্তি ধরে কোন জন, কি কহিব আমি অসম্মতি ॥
দাক্ষিণ্য প্রজাপতি, হয় অতি অসম্মত, উন্নত শমনের প্রায়।
বিরহীর দণ্ডের, আপনি যৌবনর, অতি কি দিবে তোমায় ॥
এই কি ভূপের ধর্ম, প্রজার পীড়ন কন, রাজ্যে নরকে নরপতি।
যদি নৃপ অবিচার, যদি কর তবে আর, বিরহীর নাহি কোন গতি ॥
যদিও থাকিবে ঘন, কব দিবে সেই জন, যখন নাহি দিতে হে শক্তি।
কেমনে সে দিবে অর্থ, কত দেখি করে শুখা, দুঃখিনীর প্রতি কি সম্মতি ॥
যদি এই রস রাজ, পাই কহু মহারাজ, রাজ-কর দিব হে উদয়।
বিরহীনে ঐ গুণমণি, হইয়াছি বিরহিনী, অনাগের মত হে একম ॥
বিরহিনী জন গণে, নাহি নর হে জীবনে, অখতি হইবে অতিবর।
সতে বলিবে দুঃখ, নারী বদা যে বদন্ত, কিছু মাত্র নাহি দক্ষ বর ॥
তব আজ, শিরে ধরে, তব চৈতন্য নিরন্তরে, সর্বদা জেবে বেতায় বাঁধিয়া।
দাক্ষিণ্য হয়ে প্রবল, একাশিয়া ক্ষয় বন, ঘেরে বিরহিনীকে বহিয়া ॥
দেখি, ভ্রমণী ভ্রমণে, সদা গুণ ২ অগ্রে, বিরহিনীর কর্ণে হানে তীর।
কি বলিব মৃগমাধ, আমি অতি অভাগিনী, একেবারে হইয়াছি ধরি ॥
কিছু পিকবর, সদা করে কুট শব্দ, তাহে মম অন্তর বিদরে।
তাহার যাতনা যত, বিশেষিয়া কব কহি, প্রাণ ওড়াইত নিরন্তরে ॥
মলয়া-মিহির তার, সদা মন্দ মন্দ বয়, জিনিয়া অলস জ্ঞানশন।
অখন লাগে শরীরে, অমন টেটন্য হরে, ইচ্ছা হব জেজিতে জীবন ॥
অশান্ত পাশে অতি, নিদ্রাকণ কতিপতি, যদি হেরে বিরহিনী জনে।
জীহতা পাতক ভয়, কিছু মাত্র নাহি হয়, শীঘ্র শর হাময়ে পরাগে ॥
কি কহিব তার জালা, সে জালা বিয়ম জালা, কহিতে যে প্রাণ সেটে যায় ॥

১। হেরি এম্বল জালা, রাহে হত হুলশান, কুল তোজি লকুলেতে যায় ।
 দেখি তব আগমন, সব বিরহিনী গণ, কেহ প্রাণ ফি নাহি হয় ॥
 তব অঙ্গ জর জর, কনি কণা বর থর, ভেবে সদা তরু শুক হয় ॥
 নিশি না থাকে কেহ, সদা করে উই ২, যায় যার মরি মরি আগ ।
 কেহ নিব বধে হাত, সদা করে অঙ্গপাত, কেহ বলে কোথা গেলে আগ ॥
 কেহ করে কাঁচ গায়, কেহ বলে আগ যাবে, কেহ বলে কোথা গেলো আগ ।
 কেহ কয় কোথা কায়, কেহ ক' ডাকে ক' ডাক, কেহ বলে মরি যে অমনি ॥
 এই রূপ অবিভক্ত, শিকারি অঙ্গপাত, কন বলি ওহে ক্ষতপরি ॥
 যন বদা হাউ কান বনে হোক মর্দ নাশ, বরহ রাজার শীলপতি ॥
 মহুক বন্য রাজ্য, তার জালা নাহে সহ, কঠোর যে হইলোম সকলো ॥
 এইরূপে অবিভক্ত, গালাগালি করে কত, মনো দুঃখে অঙ্গ ক' গেলে ॥
 বিধি মতে পেরে ভাপ, দেয় মতে অভিলাষ, সে ক' দি ক' ব' ম' ॥
 বন্য ম' উল্লর, সামন্ত নহিত ক'ণ, তবে বাঁচে সব বিরহিনী ॥
 কন নৃপ মহাশয়, ম' ক' গুণে পুণ্ডে হয়, মনোহুগে নিবে জগদাদি ॥
 জাব মাজি ম' প' ১, লোগ নতে চি' ১১ অঙ্গকায় ভোগ যে কোমার ॥
 বখন অখিল হুচি, করিলেন পরমেশ্বর, কন বলি ও হে ম' প' ১ ॥
 ত' পারতে অবনী, হইল সব রাজ্যপতি, তবে তুমি হইলে হুপতি ॥
 কোকিল সময় আসি, সামন্ত নাহিলে যদি, মনে তবে বাঁচিলে ডল্লার ॥
 অভিলাষ নকোতুকে, পাল সব প্রজা ক'ণ, কিং ব' বিরহী পিমান ॥
 দেখি বত বিরহিনী, হইল নতে বাঁচিলেন, জীবন মনোর জাল করি ॥
 মতে পরমেশ্বরে নিরন্তর শুব দ' ১ বলে কোথায় গেলে যে শ্রীধর ॥
 দেখে হে জগদীশ্বর, প্রাণে বদে নিবন্তর আবচাও বদন্ত রাজন ॥
 একে-তো কুল-কামিনা, ক' হে হই অঙ্গদিনী ব' ১ করি করহ তারণ ॥
 হেন নতে মতে তার, হইয়া আতি স' ১ পরমেশ্বরের স্তুতি করে ।
 তুই হইয়া দরামর, আঁখিরে ডাকিয়া ১, যাহ তুমি পৃথিবী তিরে ॥
 রাজত্ব তুরাজরি, কর দিয়া অধিকার, গারে আ' ১ দিও টাই ॥
 রাজা সহ ইমানাগণে, জাড়াইরে মর্দ মনে, কোথা ক' ১ প্রাণে বধোনাই ॥

যখন বসন্ত রাজ্যে ঘাইবে ধরণী মাঝে, পাঠে পাঠে করিবে গমন ।
করিলাম অনুমতি, যেম দ্রুত ধাতুপতি, পৃথিবীতে না থাকে কখন ॥
শুন রাজা সে অবধি, তেবে দেখে অদ্যাবধি, বৎসসন্তে এসে এক বার ।
বনবাসী গ্রীষ্মকালী, না পায় তোমার বার্তা, তবদ্বি তব অধিকার ॥
পাইলে গ্রীষ্মের সারা, তাতাতাতি পাড়ি ছাড়া, সৈন্যসহ তুমি স্বত্বরাজ ।
অস্পকল জনী তুমি, থাকিয়া ভারত ভূমি, লোক মাঝে কেন ধর লাজ ॥
কুল রাজা বলি ঠিক, যিক তোমার যিক যিক, তব বিরহিনী মান প্রাণে ।
আইলে গীষ্মপতি, পলাইবে শীঘ্র গতি, জাবিজুতি রবেনা এ স্থানে ॥
অভিনব তরু নব, নবীন শাখা পল্লব, নানাবর্ণে উড়িছে মিশ্রন ।
গীষ্মরাজ আগমনে, যাবে মনে স্থানে স্থানে, কিছুমাত্র রবেনা নিশান ॥
কতএব নুপমনি, বধোনা হে বিরহিনী, কোটি কোটি প্রণাম তোমাগ ।
এই রূপে কত শত, ছোলালিতে নানামত, অবিরত সাধুরে স্তনায় ॥
এমত সময়ে যুগ্ম, উপনীত হইয়া তথা, বলে কত আক্ষেপ করিয়া ।
যত বলে হয় ছায়, হইল আশ্চর্য্যোদয় জ্ঞানোন্মেষের চরিত্র হেরিয়া ॥

মুক্তামনি আক্ষেপরূপে কামিনীর প্রতি তিরসরে ।

পয়ার ।

ওমা ওমা একিদার ষটিল আঁয়ার । দেহ টেহতে পাঁপ প্রাণ কেন নাহি যাক ।
নথ দিয়া এতদিনে হলো অবসান । মান্য রবি অন্তঃকরে করিল প্রস্থান ॥
এখন হইল মম দুঃখরূপ নিশী । তাহাতে উদয় হলো কলঙ্কের শশী ॥
তাহাতে উঠিল যত গল্পনার তার । পাঁপরূপ শিশীরে শরীর হলো সারা ॥
কোথা হে রক্তান্ত কেন ভুলেছ আমারে । এমন পাপিনী কেন না লও সঙ্করে ॥
পাপীন্দ্রসী যদি যুগ তুমি যেকরিলে । বুঝিলাম জীহত্যার কাতর হইলে ॥
নরক আমার ভয়ে করিল প্রস্থান । ছায় ২ নরকেতে নাহি মোর স্থান ॥
ধন্য যোদিনি, তোমার ধন্য মানি । কেন য পাপের ভার বহিছ না জিনি ॥
কিহেতু জনমিতুমি আমাহেন ঘেরে । ঠেশবেমেসেনা কেন মোরমাথা পেরে ॥
তবে কি জাল মোরে সহিতে হইত । কামিনী লইয়া যম সুখ অনন্ত ॥
কি কহি পোড়াগুণী তোমেকামিআব । বঝিলাম কালরূপেভারখে বিকল ॥

কেন কিছু দেখিনাই শৃগিলীভিতরে। উৎপত্তি, আশ্রয়ভেদ থাকে কন্যাকারে ॥
 দিক ২ দিক তোর দিক লো জীবনে। ততোধিক হয় দিক আহার পাচনে ॥
 বিদগ্ধান করি কিঞ্চি ছুরি মিয়। এলে অথবা চোখের প্রাণ প্রবেশনা জ্ঞ ২ ৥
 এই রূপ যুক্ত। তবে কপট বচন। আহার করিতে পুণ্য জাফে বলে ২ ৥
 নকলনে কামিনী যে কহিতেছে বানী। কেন মাসী যে কব আহার পরানী ৥
 যে কপট হাসে মোর কি কব বিশেষ। কিছিমকেবল জামেন লয় মনে ২ ৥
 বিদগ্ধ বিকার আসি যেরেছে আমাদে। অভরে অনন্ত লক্ষ হয় নিঃশব্দে ৥
 সেনা নিরস অব যুগাশায় তার। শুধাবেৎ বক উঠে ক্রিয়ানায় ৥
 অতীত অবস যে হৈয়াছে তামার। উঠিয়া গাইবে মাসী সাধা নাহি আর ৥
 পাতের ভাবিয়া বুঝি প্রাণ পরিহার। কহ দূরে যক্ষকাল। পক্ষপাতে শত্রুর
 বদনা শব্দ। কামি কলবাক। নারী। হেরিয়া সাধুর রূপ পাশরিতে নারি ॥
 যা হউক ললাটে মোর তাই নর বনে। গবাক বাসিনী মাসী হউনাকি বলে ॥
 দয়া করি কিছু যদি আনিদেহ মোরে। নতুনানারি যতে বাহারের শরে ॥
 বাহারে হইল। যদি থাকে গো তোমার। কিঞ্চিৎ আনিব। দেশ কবিব আহার ২ ৥
 পুর্বতে ২ মন্ডামনি মলিন হইয়া। অর ব্যাধন কিছু ২ দিল যে আনিয়া ২ ৥
 বোমী সমভুক্ত, দনী আহার করিল। বকিয়া বদনে নর সৈলিন। কেজিল ২ ৥
 এই ভাবে কিছু কাল গত হইল। যয়। অবিরত কপট প্রেম সাধুকে দেখায় ॥
 এক দিন চল করি কামিনী যে কত। আপনি আপন অঙ্গ নিলে অধর ২ ৥
 নিরুচিয়া পায়র যত্নহাথের কখন। কামিনী চড়াক করে ছেলামি বকণ ২ ৥

কামিনী আক্ষেপ রূপেতে আপনার ইচ্ছায় গণের প্রতি তিরস্কৃত
 কামিনী প্রিয়দী।

শ্রীমতে কামিনী তবে, শঠতার ভাব ভাবে, মিথিতে মনেতে তপ ন।
 মনে বক্ত করি সার, বলে তবে অনিবার, বহুবিধ নিকিয়া আপনে ॥
 কামিনী রে কুমল, আগে ছিল বাকল, ধরার জিনিয়া বদর্শী
 মনোমোড়া মোড়া ধরে, আমার মন্তব্যে পারে, বিবাজিত মল। সর্বকণ ॥
 পালকি সে লবকাল, কোথা হইল কাল, কামিনী নাগিতে জামাদে।
 বাই তোর দল। কণ, জামার দাজল কণা, ধতি। নংশহ প্রকেষারে ॥

একেতো বিচ্ছেদ জালা, নাহি সহ্য যায় জালা, হায় পুনঃতোর আস। তার।
জালা উপরে জালা, কত সহ্য করে বালা, এ কি জালা ইইল জামায়।
আমি হই অনাথিনী, প্রেম রাগে টেরাগিনী, দুঃখিনী রমণী সতিশয়।
দোহাই মদন তোরে, যাও তুমি স্থানান্তরে, আর জালা প্রাণে নাহি শয়।
সাধুরে আমি বখশ, পাছিবোরে অহঙ্ক, গহেতে বসিয়া আপনার।
তখন তুমি সাপক্ষ, হৈওরে আমার গাফ, কোটি ২ মিনতি অপার।
শুন বলি রে নয়ন, অবহেলে ত্রিভুবন দরশন করেছ কতো শত।
সে পক্ষে ছিলে সাপক্ষ, এ পক্ষে হৈয়ে বিপক্ষ, কেন দৃষ্টি কর সাধুশত।
ধিক চক্ষু ধিক তোরে, তুই যে মজ্জালি মোরে, তুই শেষে মোর কাল হলি।
তুই না ছেরিলে তবে, মোর কেন হেন হবে, মোর শত্রু তুই হেন ছিলি।
মনের তোমার গুণ, দাবানল সমাগুন, হেন গুণ নাহি দেখি আর।
যে স্থানেতে বাস কর, সে স্থল বিদৌর্গ কর, হেন কি তোমার বাবহার।
ওরে তিহকুল নামা, তুইরে অবলা নাশা, হলি পুনঃ ও সব ছেরিয়ে।
শত্রুপক্ষে দিলি সাং, বধিতে এ প্রমদায়, হাস ২ মোর মাথা খেয়ে।
পূর্বে ছিলী মন্দগতি, তাহে স্বশীতল অতি, দূরতির বাড়িতে উল্লাস।
এবে হেন, হলি কেন, এহিছ সযন ঘন, জ্ঞান হয় জলন্ত হুতাশ।
কামিনীর কলেবর, দক্ষ কর নিরন্তর, কেন হেন অবলার প্রতি।
একে আমি কলনারী, আর জালা টেসতে নারি, শুন তোরে করি যে মিনতি।
ওরে জুট ওঠবর, পূর্ব রূপ পুনঃ ধর, সেই মত বিধুরে জিনিয়া।
তখন ছিলী সরস, এখন হৈয়া নিরস, বিদৌর্গ করিবি কেন হিয়া।
খলের খলতা রীত, নাহি ছাড় কদাচিত, বিদীত যে আছয়ে সংসারে।
পরহিংসা করিবারে, অহিংসে আপনাবারে, আপনি মরিয়া পরে মারে।
তোতাদিক তুই মন্ট, আপনি লইয়া কন্ট, অবলার বিনাশিবি প্রাণ।
অভাগিরে করে বধ, না বাড়িবে রাজ্য পদ, না বাড়িবে মানের সন্ধান।
ওরে কোমল রসনা, তোর কি এই রসনা, রমণীর বধিতে জীবন।
অথে তুই কত শত, কথা ঠেকতে নানা মত, নিবারিলে নহে নিবারণ।
কারসনে করে একা, হরিয়া সকল বাক্য, কণ্ঠরোধ করিল আমার।

না আস' অনুষ্ঠানিয়া, রাখে যদি আটকিয়া, বলনে ঢাকিয়া আঁপনিরি ॥
 তাই বুঝি পাছে ধরে, মাইতেহু পালাইয়ে, যাও যাও কিরিসা এসনা ॥
 তুমি যদি আগে কথা, না কহিত কোন কথা, তবেত যত্নগী হতনা ॥
 শুন বলি রে রদন, আগে তোরা দুই জন, সখা ভাব না ছিল কখন ॥
 সদা ছিল আড়া আড়ি, দুই শেণি ছাড়া ছাড়ি, কদাচ না হইত মিলন ॥
 তথাচ রদন মাঝ, দোহে করিতে বিরাজ, জিনি কন্দ মুক্তার হার ॥
 এবে কোথা সেই শোভা, বজের সদৃশ প্রভা, হায় একি দেখি চমৎকার ॥
 রমণী বধের তরে, তাই এত দিন পরে, দুই জনে করিলি মিলন ॥
 তোমরা করিলে মিল, লাগিল দলনে খিল, মোর তায় সংশয় জীবন ॥
 রমণী হতার ভর, কিছু মাত্র নাহি হয়, থিক থিক থিকরে দশনা ॥
 নাহিক দয়ার লেশ, অনায়াসে দেয় ক্রেশ, পুনঃ পুনঃ বহু যে যাওনা ॥
 হে মুগাল ভুজদয়, পূর্বেতে ছিলে সদয়, কি কারণে এখন নির্দয় ॥
 যাগে যে খরিতে বন, কি বলিব বল বল, শত্রু পক্ষে হালি কি সদয় ॥
 ধন বুঝি পেয়ে দিন, হলে তুমি শান্তি হীন, ছিড়ে পড় ভূগটী ডালিতে ॥
 নাথ বিনে কাকুলিনী, মণি হারা কেন কণী, অনাখিনী দেখিয়া আমাতে ॥
 তবলার আগে কত, জালা সবে অবিরত, ওষ্ঠাগত টৈয়াছে জীবন ॥
 কীরন্তে মরণ প্রায়, কমা কর অবলায়, আর আমার করোনা নিধন ॥
 কেরে রে বিস্তার বক্ষ, তুমিও দেখি বিপক্ষ, দুখিনীর পক্ষে কেহ নাই ॥
 কত শত্রু পক্ষে পক্ষ, মোর পক্ষে হেন পক্ষ, কক্ষপক্ষ মাত্র দেখতে পাই ॥
 কত হেরি বিরহিনী, হলে কঠিন পাষাণী, তোর মনে এই অভিলষ ॥
 তোম বিদীর্ণ করুন, মোরে আগে বধা হয়, বলি তোরে জানরে নির্ধার ॥
 পরে নব পরোধের, দাড়িম্ব কদম্ব তর, স্বপ্নশাফিত ছিলি নিরন্তর ॥
 না মার সুকের মাঝ, বুদ্ধি করিতে বিরাজ, হেরি লাজ পাইত মেঘবর ॥
 যবে কেন হেন হালি, সে ভাব কেন গোয়ালি, এ কি ভাব তরে সুরাশর ॥
 একান্ত পবিত্র বেন, এবে তার হালি কেন, মরি মরি জীবন সংশয় ॥
 কহেছি কি অপরায়, তাই যে স্যমিছ রাস, বিরহীর সহিত এবার ॥
 নাহি তোরা কোন ধর্ম, বুকে বসি হেন কথ, কথ হেন করিলি আমার ॥

নিম্নিয়া কেশবি কোটি, তোমারে প্রশংসী কোটি, তুমি কেন হইলে এতপ ।
 পূর্বকালে সদয় যোরে, ছিলে তুমি নিরন্তরে, এবে কেন সেরূপ বিতপ ॥
 আগে বল কত ধরে, বিবিধ প্রকার করে, কত জোর প্রকাশ করিতে ।
 তবে সে সকল কথা, জ্ঞান হয় উপকথা, মনে ব্যাথা হয় যে কাহিতে ॥
 এখন সে সব বল, কোথারে লুকায় বল, ছীন বল দেখি অতিশয় ।
 বাসিলে না নত চড়, দাঁড়ালে নুইয়া পুড়, অরাগিতে নদিতে নিমজ ॥
 দেখিয়া আমার দুঃখ, না হয় তোমার দুঃখ, পাখান বিদরে দেখে মো রে ।
 শুন বলি ওরে শৌণি, প্রাণে বধোন, রমণী, এই মিনতী করি আমি তোরে ॥
 কেন কোকনদ পদ, তুমি হইলে আপদ, বিগত কাহিনতে কখনো ।
 আগে নাথৈ হেরিবারে, ছুটে আসিতে সত্বরে, খামাইয়া রাখ তোরে তার ॥
 কটক ফুটিলে পায়, চেতনা না ছিল তার, অবিরত করিতে গমন ।
 নুগণীরে বদিবারে, আনিয়া গবাকোপরে, আর নাই চলিল এখন ॥
 ছেলে-চলৎ শক্তি ছীন, পাইয়া দীনের দিন, কামিনীরে বধের কারণ ।
 তুমি রে নিষ্ঠুর অতি, মজাইলে কুলবতি দেবকিতে গানিয়া, এখন ॥
 খরি কেপায়েন পায়, লম্বা কর যে আমার, নারি বধ করো না করো না ।
 আমি নাপি যেই দিকে, লক্ষ্মদিয়া সেই দিকে, তাই নতৈ বধের কারণ ॥
 এই রূপে কত মত, নিম্নিয়া যে অবিরত সকল যে মাধুরে শুনায় ।
 যত বলে ও কামিনী, ধন্যরে তোমারে মানি, ধন্য তোরে ভাবি বোধ মায় ॥

কামিনীর বিরহ বিকারে কণ্টকরূপে পঞ্চায় প্রাণ ও গন্ধাযত ।
 লয় ত্রিপদী ।

এই রূপে কত, দিন বহিভূত, নরিতে জনহ বর্জিত ।
 কামিনীর ভাব, হলো হেন ভাব, যেন মধু পাগলিনী ॥
 তোলিয়া বসন, সদ অভরণ, মরা করে হা হা গুনি ।
 কহু নৃত্য করে, কহু জাঁখি ঘোরে, কহু বা পুড়ে ধরনী ॥
 প্রথমে সাধুরে, হেরি দিনান্তরে, তবু সে আহার করে ।
 পরে তার পর, দুদিন অন্তর, কিয়ৎ দেয় উদরে ॥
 শেষে এক রাতে, থেকে অন্যহারে, শীর্ণ করে কলেবর ।

নাথিলে না খায়, কথা নাহি কর, তার টেইল যেন জড় ॥
 হেন ভাবে ধান, কিছু দিন গণী, পরেতে শস্যায় গতি ॥
 ক্ষীণ কাক রত, অরুত যে শব, উত্থান না শকতি ॥
 তথাপি নয়নে, সখ মিরকণে, নহে অন, যন তিলে ॥
 ত্রমেতে অশে, হয় ইন্দ্রিয় দশ, ফেলিলে চাতুরী জানে ॥
 যেমন প্রলাপ, করিম বিলাপ, দেখাই সাধুরে চেয়ে ॥
 বিকারের তুল্য, কণেক আবদা, কতু রয় স্বস্ত হয়ে ॥
 ভাঁকিলে ওখন, ইহয়ে অচেতন, না করে শুবণ বাণী ॥
 সেন কাল এল, আশা বাই গেল, সার হলো যে কাহিনী ॥
 কামিনীর মাসী, যুক্তামনি আসি, তাসিল নয়ন জনে ॥
 কান্দে উটকঃস্বরে, দেখিয়া তাহারে, হার কি হইল বশ ॥
 শিরে কর ধানে, ডাক জনে ২, কামিনী কামিনী ধনি ॥
 যুগে দিয়া বারি, বলে মরি মরি, উঠলো প্রাণ কামিনী ॥
 পরে নেত্র চেয়ে, দেখিল সন্তরে, জানি হয় জান নাই ॥
 জমনি ধরায়, পড়িয়া জুরায়, বলে তোর সঙ্গ যাই ॥
 তোমার বিহনে, কি স্বপ্ন জীবনে, জীবনে জীবন দিব ॥
 হয় তো জননে, নতুবা গরলে, এ পরাণ তেঙ্গাগিত ॥
 তোরে না হেরিয়া, বিনরেখে হিয়া, যে দুঃখ তা কব করে ॥
 ওরে শিখি হয়, ঘটালি কি দায়, বদিতে এ দুঃখিনীরে ॥
 কামিনী বিহনে, কেমনে জীবনে, ধরিব জীবন বলে ॥
 বুঝিলাম হায়, মজাতে আশায়, তোমার মনন হলো ॥
 পাঠায়ৈ ভারতে, এত দুঃখ দিতে সন্তুষ্ট হরিয়া নিলি ॥
 স্বপ্নের ভরসা, করিলি করসা, বঞ্চেতে শেল হানিলি ॥
 শোক সমুদ্রিয়া, পাগলগেতে হিয়া, দাক্ষিণ্য ছিন্নম এবে ॥
 কামিনীরে চেয়ে, সব পাগলিয়ে, রাহিতাম গৃহি ভাবে ॥
 তাহে হিংসা করে, হরি নিলি তারে, ওরে নিদাকণ বিধি ॥
 দেখে কাদামিনী, শোকেতে তামিনী, তার প্রতি এই বিধি ॥

বংশের তিনেক, জানে সব লোক, কামিনী নয়ন তারা ।
 নবীন নালিনী, কুনের কামিনী, পলাকতে হই হারা-
 রুকি ভোর দূত, মদনের স্বত, হইয়া এলোনে হে ।
 মহিমে বা কেন, কামিনী রজন তোজিলেবেরে এ গরখণ্ড
 কছু দেখি নাহি, কণে স্থান খাই, গুরুপের গীত হেম ।
 কুনের কামিনী, উছয়া পাগলিনী, ঘোড়িল আপন প্রাণ ॥
 এসেছে অবধি, দেখি নির নধি, শুনায়েছে কত বাণী ।
 গরাক বাসিনি, দিবস রজনী, উহার লাগি কামিনী ॥
 নাহি জ্ঞানকাণ্ড, এমন পাষণ্ড, কি যুখে আছে তরতে ।
 জীহবা হইল, তবু না হেরিল, এক শর নয়নেতে ॥
 কুবংশ জাতক, ও মহাপাতক, কিছু বুঝেও বুঝেনা ।
 হেন গণ্ড মুখ, নাহি বোধ সুক্ষ্ম, বিরহিণীর যে ঘটনা ॥
 মারীর বেদন, মন আকিঞ্চন, কৌশলে প্রকাশ করে ।
 হইলে যুজন, অমনি সেদন, ইন্দ্ৰিতে বুঝিয়া কবে ॥
 কুমদতি ভাব, হলে কহভাব, সদত সাধ ঘটনা ।
 কন্দপ জালক, যদি প্রাণ যায়, তথাপি মুখ ফোটেনা ॥
 আমি বা কেনে, উহার কারণে, তোমার মদনে কন ।
 মদন সম ইহা, কেনন করিয়া, কুটনী হৈন ধবিন ॥
 এই অপ করে, রোদিনানুসারে, মুক্তা চাতুরী করে ।
 বস্ত্রক মেহারে, কামিনী উপরে, কছু কান্দ উজ্জ্বলরে ॥
 প্রতিবাসি যত, সতে ঘাসি জুত, দেখিল বিপদ ব্যতি ।
 নরে মুকুতার, শান্তিনা করয়, কেহ বা কামিনী প্রতি ॥
 জাসি নেত্র-জলে, কামিনীরে বলে, কেন গো এমন হলি ।
 শবের লাগিয়া, পাগলিনী বৈহয়, রথ প্রাণ তেরাগিলি ॥
 তবে সতে কয়, আর রাখা শয়, কছু-ত উচিত নয় ।
 জামিয়া খাটুলি, তরুপরে তুলি, গজা-যাত্রা যে বিধায় ॥
 শক্তি এক জন, স্থরিত তখন, শব-রথ যে আনিয়া ।

কামিনীয়ে বরি, তত্পরি করি গুল্মতীরে বৈয়াগে ॥
 গঞ্জের নিকটে, যত্ননির্ভর, সদর ঘাটে চলিল।
 সখা সাধুসুত, গান করে নিতাই, সেই স্থানে উদ্ভাস ॥
 সঙ্গে বহু জন, রহে অরুণ, সারথানে সতে অতি।
 করিল যে ছল, যে রাখিলে বন, সকলেতে উইয়া কতি ॥

পশুপতির অবগাহনে গমন ও মুক্তা কঙ্কণ তিরস্কার।

পয়ার।

হেথায় যে পশুপতি থাকিয়া ভবনে। কামিনীর মুখা ধুনি শুনিব। শুবনে ॥
 সনে সাধুসুত করে অরুমান। হবে বুঝি কিঞ্চিৎ, আশ্রিত ছিল তান ॥
 তা-বহিনে ধনী কেন হৈয়, লনাহারি। আপন জীবন কেন নাশিল সছরি ॥
 এতদে তে থাকিলাম কামিনীর মন। সমুদার নহে তার চাতুরি লক্ষণ ॥
 অতএব পরিচাছে কি করিব আর। অথেষ্টে তুরায়োগে ছে তার প্রতিকার ॥
 কইরূপ সাধুসুত বিচারি মনেতে। তদবুরে উদ্ভাসগী জনগাহনে ॥
 ভূতা আসি আসিলে তৈল মাখাইয়া। পরেতে চলিল সঙ্গে আত্মপন বৈয়াগ ॥
 হেথায় কামিনীর মাসী মুক্তামণিধনী। সমুদা পুতিনে লয়ে রাখিল কামিনী ॥
 খেন কিছু শাসে তার আছয়ে জীবনে। এমত লক্ষণে ত্রানে রাখি সে সখাশ্রু ॥
 পরে দেখে সাধুসুত আসিতেছে দূরে। আক্ষেপবচনে সত কান্দে উঠে স্বরে ॥
 বলে কন্যে তুমি আনতে জিলে নিতান্ত। ঐদেখ আসিতেছে তোমার কতান্ত ॥
 এবে কেন অদোহণে রহিলে অমনি। হেরিয়া বুড়ার নেত্র ভালে যদনী ॥
 হের ছুটি ছুটিয়া আসিতেছে হেথা। ওঠ বনন গোল পাণ্ডা মোর পাখা ॥
 তোমার যে ভাব দেখি সদা আঁখিবোরে। অবিলম্বে ওব শত্রু সহস্রবধন ॥
 তোমার নিগুণ হেরি শঠ পিকর, বলিতেছে মোর ভণ্ডা কার অমুছে বরন ॥
 যতলায়ে ঐ দেখ করিতেছে গান। কথা কহে হেথার বর অপমান ॥
 যখনে বরান ঢাকা দেখিয়া তোমার। শশী বলে মম মম, হেথ নাহি আর ॥
 সতবর জেল বান খোল লো বদন। শুধাংশের গন্ত পজ্ঞ কব ধো এখন ॥
 সারথানে কোটি ঢাকা দেখিয়া তোমার। কেশরী আপনমনে করে অহঙ্কার ॥
 তোমার মুখা নৈত্র মুদিত দেখিয়া। গজিত হইয়া মুগ্ধ বেড়ায় নাড়িয়া ॥

এবে তব শুক ওষ্ঠ হেরি বিহুবর। তম রসে কেটে পড়ে ধরনী উপর ॥
এ সকল সহ্য মৌরী না হয় অগ্রহর। উঠিয়া সকল গর্জ খর্ব্বই সহরে ॥
বাহারে হেরিয়া। তব জালী নিরন্তর। এই দেখ আসিয়াছে সেই চরাজর ॥
বারেক বরন তুলি তের দে তাহারে। কেন জালি খড়াইবে চিতার ভিতর ॥
কিন্তু তব জালি ভূমি পারিরে মনে। জামার বাড়িবে জালি সাধ নিরন্তর ॥
এই রূপে মুক্তামণি বলে অবিরত। স্তম্ভিতে সাধু নিকটে আগত ॥
মুক্তা দেখিস সাধু আইল সহরে। যথোচিত গাফিলি দেখ অনুসারে ॥
বলেওরে পোড়ামুখে তোর যশচক্রে। যাবন আঘার এবে, এহেন যে মেয়ে ॥
তোমার দচম শুধা সখে করি পান। হেন আশা করি মনে কাহিনী অজান ॥
বরণীর মনো ভুগে সভা ঘনি হয়। সমুচিত পাণ্ডি তবে পাবে হুশার ॥
জলেছে অবলা তোম, হইতে যেমন। বরণীর শাখে তুমি স্নিবে তেমন ॥
বিলে বরণীরে তুমি যতেক বেদন। বিবেক এছ ইহার চেতনী ॥
কুখিনীকে কুখ নীরে আসানে যেমন। তামিনে ২ সাধু তুমি হে তেমন ॥
এই রূপ মুক্তামণি, অবিরত বলে। স্তম্ভিয়া সকল লোক কহে নানা ভলে ॥
সভে নীলগড়-বাসি কে বনিবে তিত। সাধুর পক্ষেতে সভে নিম্নে অগ্রমিত ॥
যজ্ঞ বলে ধন্য দেশ ধন্য বলে মানি। ধম্যারে প্রবালী দেশের ধন্য-এ বরণী ॥

নটীগণ করুক পশুপতির তিরস্কার ও সাধুরূপের প্রশংসা
দীর্ঘ দ্রপদী।

সাধুর কুমার দেখি, পরস্পর বনে একি, কামিনী নাশক জন হয়
ইহার লাগি কামিনী, তৈরা চির বিরহিনী, অদশেবে তোজিল যে কাহ।
এই রূপে কত পাত, কহিতেছে অবিরত, হেন কহু দেখি নাই ভাই
এই নটীগণ জন, হেরি নাই ক্রিহুবন, বন্য ওরে বলিহারি বাই
কহিতেছে এক ধনী, হয় যদি মহাদনী, জামি-ত টাটক কথা কন
যার লাগি তোকে প্রাণ, তার নাহি হেন স্নান, স্নিহবার পাতকে তৈকি
দরা ধর্ম্মমাহি বোধ, কি বলে মান প্রবোধ, দির রহে হরিষ বদন
কোন কীর্তি ঘন ধরে, কাঙ্ক্ষিত্যে নারীমারে, এই রক্তি ধরেমে আপনে
দেখিতে ইন্দুরাকার, পলাশ স্বরূপাকার, মৌরভোত বিকুমার নাই

মতিয়া নিয়ে মনে, ভয় নাই নারি বধে, ধর্ম ওরে বলিহারি যাই ॥
 সারি এক ধর্ম বলে, শুন দিতে মোর স্থলে, কিঞ্চিৎ যে বচন আমার ॥
 যত সন্তান বারা, তাদের পক্ষে এ ধর্ম, হেন সুখ করয়ে অপার ॥
 একে মত নয়, এ কথা নিশ্চয় হয়, ইহাতে যে বাহিক অন্যথা ॥
 যে জন দরিদ্র হয়, সেই যদি অর্থ পায়, কপটকে তার বড় মাথা ॥
 ভাড়াতে বণিক জাতি, অর্থলোভী হয় অতি, এই তর 'পাছে অর্থ থাশ ॥
 কারণে সাধুসুত, ইথে নহে মনঃ পুত, এই কথা জানিবে ॥
 শুনি এক ধর্মী কয়, একথা সম্ভব নয়, অর্থলোভী কামিনী ॥
 ধর্মী যদি মনে করে, হেন অর্থ দিতে পারে, সাধুর দ্বিগুণ সন্তান ॥
 যে প্রেয় কাঙ্ক্ষালিনী, পিরীতি বিচ্ছেদ গণি, অবশেষে হইলানন্দ ॥
 যাহা আর চায়, অব, বলিহারি হামি পায়, শুন তার আমার বচন ॥
 সেখায়াছ ভ্রমণে, নাহি হেন কোন স্থলে, পুণ্য যে পাশাণ এমন ॥
 যি স্থানি ভব হয়, বরণেতে মন চায়, হেরে গনি কামিনী বচন ॥
 তার বে কোন মত, নাহি তত্ব এমনতর, তবে কোন রূপে এ আত্ম ॥
 মনঃ সঙ্গম আই, যদিকহু হেরে নাই, হেন জন যদ্যপি এ তর ॥
 যি জগু আদি কত, করে থাকে অবিরত, তাহা কি নরনে দেখে নাই ॥
 ক'বলিবে ওরে আর, বিধাতার অবিচার, হেন জনে বাখা যে অন্যাই ॥
 ইরূপে রামা যত, নিশ্চয় তার অবিরত, শুনি সাধুর মণি বচন ॥
 হেন ভাবে কি হইল, বিধি কি বা ঘটাইল, রূপে কোন আমারে এমন ॥
 কামিনী যে প্রেমে মত, হারাইয়া জ্ঞানতত্ত্ব, তাহাতে যে জীবন হারায় ॥
 যিনি হইল নাশ, মম প্রতি উপহাস, সকলেতে হেন বীর ॥
 ই-রূপ সাধুসুত, ভাবে মনে অবিরত, এমন সময়ে পুণ্যমায়া ॥
 সে ওরে পশুপতি, দেখয়ে দুঃখিনীর তলি, রাধ মম সকল্য বাণী ॥
 বিরক কামিনী পক্ষে, হের তুমি নিজ চক্ষে, অস্ত্রিম কালেতে ইহার ॥
 মন যে খসে আছে, বারেক বসিয়া কহে, দেখ দেখি বরান উহার ॥
 ই-রূপ যুক্তা কত, বলিতেহে অবিরত, শুনিয়া সাধুর জ্ঞানি তায় ॥
 শুনি গীতা সম্বন্ধে, বসিয়া ধনির শিরে, তত্ব দুটো মুখ পানে চায় ॥

রাজা-কর্তৃক প্রেরণা, মেলি নয়ন দুখানি, বারেক আমার প্রতি চায়।
 তব প্রণাম নিরবধি, হইতেছি অপরাধি, সে যে কথা कहেন না যায়।
 না বুঝিয়া মর্ম, করেছি যে কুকর্ম, এবে তার প্রতি ফল ফলে।
 প্রাণে সাধুরত, মনে ঠেহয়, খেদাঘিট, অবিব্রাহত কত শত বলে।
 যেত সময়ে ধনী, মেলি নয়ন দুখানি, অমনি সাধুর প্রতি হেরে।
 সজল নয়ন তার, ধরিয়া সাধুর করে, রাখিল আপন হৃদিপরে।
 পরেতে নেত্র মুদ্রিয়া, রহে কপট করিয়া, হেরিয়া সাধুর দুখ তার।
 স্ববিনয়ে পশুপতি, বলে সকলের প্রতি, শীঘ্র করি বৈদ্য যে আশায়।
 তাহাতে যে অর্থ বায়, হইবে আমার তায়, ইহাতে যে নাহিক অন্যথা।
 তুমি এক জনে তাব বলে মুক্তা শীঘ্র যাবে, নিজে আর বিলম্ব কর হেথা।
 বদন রহে হাস, তদবধি করি আশ, দেখি কি বা করেন বিদাতা।
 এত বলি মুক্তামনি, পাঠাইল এক দলী, আপনার সাজক বৈদ্য বধী।
 যত্ন বলে চায় হায়, হইল বিষম তার, পশুপতি তোমার এবার।
 কর্তৃত্বের অতি দর, সে গর্ব হইল গর্ব, রমণীর কাছেতে তোমার।
 পূর্বে শিগিরার বেলা, করেছিলে অবহেলা, তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সকলে।
 নঃশিখিলে কোলজামা, বাকি ছিল একঅনা, কেন কালে বাণিজ্যে আইসে।
 যদি সঙ্গুণ শিগিতে, তবে কি ইথে ভুলিতে, কামিনীর হেরিয়া মরণ।
 কামিনীর গঙ্গা-যাত্রা, এ যাত্রা নয় সে যাত্রা, যাত্রা কিবল তোমার কারণ।

গোপীসেন নামক বৈদ্যের আগমন।

সম্ভার।

আইল সাজক বৈদ্য অতি সুসজ্জন। গোপীসেন নাম তার বুকে বিচক্ষণ।
 ঔষধির ডিপা এক করিয়া বগলে। কণার দাপট করে চিকিৎসার ছলে।
 তড়ক আছয়ে তারি পটবস্ত্র ওড়ে। আড়াপাটা যটু ছটা বিদায় যটনভেদে।
 বসিলেক তটে গীতা কামিনীর পাশে। কর খরি নাড়ী জ্ঞান করেন হরিশে।
 এক বার দেখিয়া হলু মলিন রসান। বদে আমি কিছু মাত্র না পাই সন্ধান।
 পুনর্বার দেখে হলু সুসুকরুণ করে। বলে ইহার শত্রু বাধি বাস্তবকারি করে।
 এরোগের চিকিৎসা জামানাত নয়। সাযান্য ব্যায়েতে এর জীবন সংশয়।

ভালক্রপ করিয়াছি রোগ নিরূপণ। চিত্তা সিন্ধু-মীরে ইহার নাড়ীরা যখন ॥
সকলকু ঘাঘীরেতে উবেছে কুমারী ॥ বাতিকেতে বাতকল ছিন্ন ভিন্ন নাড়ী ॥
চিত্তা বিকারেতে কেনল বাতক প্রবল ॥ এলাখ অবিনা তাতে উপসর্গ বল ॥
এমাই শরমোঘি কি বজ্রি অমর ॥ বিধুর তনয় জুগে রজন পাওয়া ভার ॥
কোথের উপবৃত্ত যদি ঐষি হয় ॥ কিমলচরী এ রোগেতে বচাতে ইহার ॥
মনিমোহ কথ' ময় স্পষ্টরূপে বলি ॥ ময়' কথা বাহা সতে শুমিলে সকলি ॥
যদি ঐষির মূল্য অশ্রু দিতে পার ॥ পঞ্চশত মুদ্রা তবে উপাশ্রিত কর ॥
শুমিয়া টবদোর কন্য পশুপতি কর ॥ বাগাইতে পার যদি বনহ নিচর ॥
অখের করিল কোথ কুটীল হইবে ॥ বাগনের মূল কথা সত্যপা কবে ॥
ঐষা যবে ঐষি মো' বন করিলে ॥ নিচর বাচিতে পারে ঐষির মলে ॥
অখের তব তব মারি নিরূ হুতা ॥ শীল পাঠাইল তবে আনাইতে অর্থ ॥
বহিঃ চলিল তবে মুদ্রা এক জন ॥ সন্ধু হইতে অর্থ 'বইল উপসর্গ ॥
পঞ্চশত মুদ্রা নিল সংযোগ করিয়া ॥ অবিনসে উত্তরিল সাধু' স্থানে গীর্ষী ॥
শুকর ॥ নিলেক তথা মুদ্রা পঞ্চশত ॥ টবদোর গাধা, তবে সেম সাধু' ॥
ঐষিরে গোপীসেন হরিষ অন্তর ॥ তথের বঁট, মাতে, পড়িয়া মগ ॥
মুদ্রা পানী 'জুগায়, করিয়া তাহার ॥ ময়' বসে মদুপান কর মদ্যগ ॥
মদুপান বলে ধনা ত গনি কারণে ॥ রোগ শান্তি হউক বলে নিলেন বননে ॥
এময় বিলাস ঐষি সেবিয়া ধনোরে ॥ দেশতিক প্রবাস সব ব্যবস্থা কে করে ॥
মুদ্রাগুর চিবির পনে, মেগাষ ॥ গিসমিস দাদাম আদি 'মরে ইফুরম ॥
জামকল গোলাগজাম বেদান দাউহ ॥ পার্শফল লেখুবর্দি মদ্যগ ॥
মৌরী, আদুর কদমত খোদে ॥ মো' পশ পঞ্চ, ক 'ত্রিবিদ মো' ॥
এলাখিহরিভজাইবা তাহের শালিল ॥ সমাধে গুচিনিদিরাদি ॥
তালিগ্রে জল দিয়, বাজনা করিবে ॥ উহার শরীর তবে শীতল হইবে ॥
এই রূপ ব্যবস্থার রাখহ এখন ॥ টবকালেতে আসি আমি দেখিব লক্ষণ ॥
এই কথা যদি টবকা গৃহ বানে যায় ॥ শিরে জল দিয়া সাধু' হুছিল তথায় ॥
সন্ধু মুদ্রা গেলি পাড়িয়া কান্দেতো ॥ ছেনা নীরে চিত্তে নারো মোহিত মোহেতো ॥
শরীর দিব্য অবদান হইতে কিঞ্চিৎ ॥ টবদোর আসি পুনঃ 'হু উপাশ্রিত ॥

হৃদয়ের ক্ষেপিতরে, কহে টেবলার । কামিনীর মৃত্যু সজ্ঞা নাহি কিছু জিজ্ঞাস্য
তবে হুপা, জ্ঞান, রাখা স্মৃতিহিত নয় । গৃহে ফিরে লয়ে আর মম মতে হুপা
এত শুনি পশুপতি হরিষ বদনে । বলে এরে লয়ে যাই আপন ভবনে ।
কোনকরে রাখা মোর মনে সঙ্গ হয় । কি জানি তাহাতে যদি রূপধা করায়
এত যদি পশুপতি ডাকি ভূতাবর । স্ব শিবিকা, আনাইল হইয়া সজ্বর ।
অহে করি কামিনীকে লইয়া তখন । ফুরান গমন করে আপন ভবনে
গম্যার অবশ্যে তবে হুনাথ কর । পূরে শুন মাও কহেব শেষে কিবা হয় ।

কামিনীর আরোগ্য ও পশুপতির সন্ততি ব্যতীত ।

গদ্যভঙ্গ ।

এই রূপে পশুপতি কামিনীর কুচক জ্বলে জড়িত হইয়া, তাহাকে ধীরে
তরনে রাখিয়া উল্লভিষকের দ্বারা চিকিৎসাদি করাউতে প্রবৃত্ত হইলেন ।
এবং চিকিৎসক ও ভৌতিক ঔষধি সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া বহুবিধ ইচ্ছাটী সীত
স্বকীয় পথের নিরূপণ করিলেন । কারণ কামিনী মনুষ্যত্বকে প্রত্য
রূপার নিমিত্তে বহু কালব্যয়ি আছাব ও নিরুপা পাইতাক প্রত্যক্ষ করিয়া
কনেবত হইয়াছিল, তাহেনা ভিবক এই রূপ পঞ্চ দিতে লাগিলেন ।
ইহাতে অতি অসুখবহনের মধ্যেই কামিনী যত্ন কলেবর হইয়া উঠিল
তখনই পশুপতি আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া উঠে পানিভোজিকের দ্বারা
সৈন্য-প্রত্যেক বিদ্যে দিলেন । তাৎপরে পশুপতি, কামিনীর রূপ ও প্রাণ
এমে অধিক হইয়া সাংসারিক ও পারমার্থিক বিষয়ক চিন্তায় এক কালী
বিসর্জন পূর্বক উল্লভিষকে একবারে নিয়ত হইলেন । এবং পুৰ্বতীত সাক্ষ
প্রাপ্ত মন ও প্রাণ দ্বারা তাহার মন আঁধার করিতে লাগিল । কিন্তু
সংসারে যে রূপ অর্থ ব্যয় হয়, তাহাও তৎকালে হইতে লাগিল, এই
রূপে কামিনীর দিবস অতি অসুখ পূর্বক যত্নে হইয়া গেল ।
সংসারীত অর্থ সকল ব্যয় হইয়া গিয়া এতাদৃশ অবস্থায় পতিত হইয়া
মে কামিনীর মাসিক বেতন পাওরা অতি সুকঠিন বিবেচনায় তাহারি
পরিজাগ পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল । অতঃপরে
যখন সেখান থেকে পশুপতির অধিন মন লক্ষ্য হইয়া করিয়াছি একদা

কর বজান বসন্তী আর কিছুই নাই। তখন কামিনী এতাদৃশ ক্রমে ধাবন্ত
হইল, যে অর্থ ব্যতিরেকে দিনপাত হওয়া সুকঠিন। তদদর্শনে সাধারণ
কুহকিনীরা ক্রহকে পতিত হইয়া সকল উপদেশ দ্বারাও অসমর্থ
সমুদায় পোত বিক্রম করিতে আরম্ভ হইলেন। এবং তাহাতেও কতিপয় দিন
আনন্দ উৎসবের সহিত বহির্ভূত হইল, এবং কামিনী যে আশিস সম্পাদিত
বাহুভূত কর্তৃক বহুবিধ রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা ক্রমশ রাজ-কোষে
প্রেরণ করিত। এই রূপে কুহকিনী পশুপতির এক কর্দমের সংস্থান
দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া তাহাকে দূরিত করিবার উপায় চেষ্টা করিতে
প্রবৃত্ত হইল।

পশুপতিকে প্রত্যক্ষা পূর্বক কামিনীর উক্তি।

পয়ঃ ।

এই রূপে কিছু দিন গত হইয়া যায়। পরে শুন কামিনীর অনাগীতবসন্ত
এক দিন উভয়ে মনোমগ্ন হইয়া পড়িয়া। এমত কালেতে তব কামিনী তে কখন
প্রাণকান্ত বাল কিছু বাণী। হেঁদিয়া তোমার মুখ বিষয়ে পরিত্রাণ
করিল অর্থ জয়ে বাণিজ্যে আইল। গৃহ বৈশাখ্য হয়ে, সকল পোষাইল।
কিন্তু তব মতে এই বিধি হয়। বারেক বদেধে গিয়া আসিলে দূরায় ১০
কামিনী ইহার তেতু বলি প্রাণকান্ত। এদেশের নরপতি অসমুদ্রস্ত ॥
কপীকর লগে ঘেবা সুলে কাল হয়ে। মাসিক সহস্র মুদ্রা কর দিকে তাঁরে ১
দান। তব মনে প্রণয় করেছি। ক্রমশ সে রাজ কর সকলি দিয়াছি ॥
সুগতে রীক হস্ত, আর কিছু নাই। কেমনে যে দিব কর ভাবিতেছি তাই ১
পোড়া দেশের রীত পতিতে ঢকাই। কর বিনা হেম কণ্ঠ যেই করে নাই ১
ক্রমশ আসি তাঁরে পঙ্কজকি ১। কাঁরাগতির প্রাণে তাঁরে বসন্তীকামিনীর
প্রাণকান্ত মম খেল দর। একপে সন্তরে তুমি ১ মাসিক কর ১
কামিনীকামার সহ করিয়াছি পথ। এবে বিধি করিলেন তাহে ১ বিধি ১
কামিনী মিনায়ে, মোর বিদরে যে হিয়ে। কেমনে বহিব প্রাণে ১ বহিব ১
কামিনী তুমি প্রাণনা আইস কিনিয়া ১ এমনি রাজকুমার চাকরী হইয়া ১
এই রূপে কহে কথা বহুবিধ ছন্দে। অন্তরেতে পশুপতি কামিনীকে আশিষ্টলেন ১

মিত্র ভাইর জাত মম রাজনীতি । দিনা করে যেই জন করলে বসতি ॥
 সাহস যে দশা তুমি স্থানেছ করণে । বিবরিয়া কহ কপা, গিয়া সাধু হুতো ॥
 গাই শুনি গ্রামনাথ বিদরে যেহিয়া । হেন কই উদ্ধি, তোমায় কব কি করিয়া ॥
 ছার রাজ্যেতে বাসকার বাহিসাজে । হুলেগাকিনে সো কবনে শ্রী গেমজো ॥
 হন রাজার রাজ্য বাড়ক রসাতল । এপোড়। রাজ্যেতে বাস নাহি কিছু ফল ॥
 দিতেছে রমণী গণে দহেক যাতনা । এই রূপ লাগি কেন দেহ দেউ দনা ॥
 মমীর মনো ভাব সত্য যদি হয় । সন্তোচিত শাস্তি পদে পদে দ্রুতায় ॥
 গমার যে যথ তরু ভাঙ্গিছ হেমন । রমণীর শার, তুমি বজিব সেমন ॥
 খিনীয়ে হুখ নীরে জামানে যেমন । ভাগ্যবধে ভূশীর তুমি গরুতমন ॥
 ই রূপে কাহিনী সে দহরিষ ছেনে । ১৩ মত নিখা করি কৃষ্ণবিরে বসে ॥
 তুমি গমপতি, কাহিছে বসে । জামিনী কাহিনী তোমার যে মনো ॥
 রক্ত শার কতো দুল মিথ্যা সে-ভে-নতা । পসের ছেলের হেমন ক। কি শরয় ॥
 মনিলাম গ্রামকান্ত । তুমি হে সেমন । মরিয়া ছরিলে হিলে জামার সে ॥
 ননি হুইতুমি গ্রাম রসিক বন্ধন । এক দটে বসে পট দিলে চে তখন ॥
 গমার ভাড়া ও অংগেস্তের সঙ্গরে । কাঁদার হামাও নে, ক কিছুদিন পাও ॥
 পদে বসারের সখ পদেতে টেরুখ । এমন কি বাসিলে দেশে আখাই বস ॥
 ই জামিতর স্থানে পেজার যে যথ । প্রণাম করিলে জাম কামীর দুখ ॥
 গিয়া তোমার গাই শিকা দিবপরে । মাদীদে কেহ সেম প্রেমনাহিকরে ॥
 গি। সে দেখা গেলে কিরাহি যরে । অঙ্গের মন যেন নাহি দেক পদে ॥
 পদে প্রেমের রূপে প্রাণে মরে যায় । তখাচ বারেক যেন কুলিগা চায় ॥
 হাতে হনাপি কেহ বহনিনা । কার । সদাপি দিহেনা স্তমি শব । কহবে ॥
 ই রূপ পশুপতি বলিতে ২ । নয়ম জলেতে তলে লাগিলে হামাও ॥
 মিত্র ২ পুনঃ কহিতেছে বাণী । কন ওল, সুন ওলো প্রাণের কাহিনী ॥
 হবার তাই হুইয়াছ চারা নাহি ভায়া । একবে কিহিছ হুপা করহ আমায় ॥
 নি কিছু নাহি চাই শুন গ্রাম বন । পথেত যহন ঘোরে দেহ কিছু বন ॥
 যানেতে কব আছ, বলহ আমার । এগুনীত জেনো আমে নিভাও তোমার ॥
 বিধান কুমি কাম তুমি মান হম । কে কাছে আমার বল শ্রীদেব কাম ॥

অতঃপর এম স্থানে করি হে মিনতি । কিছু অর্থ দিয়া দিয়ার করহ বহুত ।
 বহুগতে ধনী তবে বিজ্ঞ হইয়া । কণ পীরে করে কণা সাক্ষরে চাক্ষুঃ ।
 যা করিলে প্রাণনাথ মিথ্যা কহু নয় । আমার উচিত দেশে তোমারে মিনত কর
 করি কপকপ নাহি মন স্থানে । বুঝিয়া দিহিত বহু আশা হয় মনে ।
 এতশুনি সাধু তবে কান্দিয়া দে তলে । তবে যে দিয়ার দেহ গৃহে যাই তেল
 সর্বস্বতোমারে দিয়া দেশান্তর করাই । এরিখা তোমার মাথ ভিক্ষা করে ধাই
 এত বলি পশুপতি করিয়া হৃদয় । ডোর-কপিল করিলেন যে উভে বজ্র
 তদন্তনে সাধু হতে শিহরি আরিয়া । কাটিয়া বাসক হইয়া অশ্রু কান্দিয়া
 পয়ার প্রবন্ধে তবে যদুনাথ কর । এ গুণের এই গতি জগৎ হইয়া

পশুপতির অর্ঘ্যে করন অর্চন পূজক মোহনাজি ।

পাঠ্য ।

তবে পশুপতি মন করিয়া বোধন । অর্ঘ্যে যে গুণ তাহা করেম ধন
 হইয়া টাকা কুশি কর সমসারন মন । এতই মন হইয়া নাহি কিছু ভা
 জাতি কি মনুষ্য নয় বহিহারি যাই । ইচ্ছা করে যদি কণ বহিরা
 বালাই আহা মরি তবে গুণ সবার সার । সকল হইতে পায় রূপার তোমার
 যথা তপা যেতে বহু গুণ জামি যাই । কুশি যে পদার্থে কোকো পদার্থ
 এতগুণে যেতে মনুষ্য পদার্থ । মোর কান্দিয়া মন পায় বদন । মোর
 কান্দিয়া কান্দিয়া মন সেই হইয়া । মোর গুণের গুণ মনুষ্য মনুষ্য
 ধর্মাদি কান্দিতে কুশি মন মনুষ্য । কণ মনুষ্য আর গুণের পাশা তা
 বিপুলে পদার্থে হইয়া তোমারে উদ্ধার । আম প্রাতি কিছু বহু হইয়া তোমার
 টাকা ২ বলি, তবে কারি হইয়া কর । কান্দিতে হইয়া জামি জামি মন
 মোর মন নাহি তবে নাহি মোর । মোর মন পিতা মাতা করে মনুষ্য
 টাকা ২ বলি, তবে হইয়া মোর । মোর ২ বলি মনুষ্য করে সেই গুণ
 শুনিয়া তোমার সাদা মনুষ্য মোহিত । হৃদয় মনে মনুষ্য হইতে হইতে
 মনুষ্যের হইয়া মনুষ্য শুনিয়া বহু । বহিরা তোমার গুণ বিধি পদার্থ
 কুশবতী গুণবতী কণ রামোদয় । তবে মনুষ্য করে তার কুশবতী
 মনুষ্যের মনুষ্য কুশবতী মনুষ্য মোর মন নাহি বাবে জামি কুশ

তমের কোনমু ক্রম, কুরিতে না পারি ক্রম, কোন ক্রমে নহে বোধোদয় ।
 ক্রমের থাকিরা বোধ, অন্তর করিতে বোধ, বোধের শক্তি নাহি হয় ॥
 ইহা আছে বোধ গতি, ধর্ম কাম ক্রিয়া গতি, গতির কার্য করিলাম কর ।
 যে জনা এভাবে আসা, না পুহিল সেই আসা, ভরণা যতিন সমুদয় ॥
 জোড়ার মতিন কপে, মাসিরা অবনী তপে, মোহি নিজাবনে নিজা গিয়া ॥
 হারালেম দুই কল, দেখিতে না পাই কল, এ অকল পাখিরে পড়িয়া ॥
 কইনন কপেতুল, নাহি কবি কপেতুল, কইনাম পাণপুর্ণ কপে ॥
 মাফে মুলে হারাইলাম, রথা কাল হরিলাম, পরিণামে তরিব কি কপে ॥
 পথের সবল নাকি অশেষ লাবন্য, তাই সে পথের সাধি কেব হব ॥
 ভীষ সম পারাবার, কেমনে পাইব পার, কে আর আশারে পাচের কবে ॥
 নিম্নে গিয়া ———— জল, শিকর বিকট কাম, একটি করিয়া ভীম বেশ ॥
 নিম্নে টীকম পক্ষে, কাম নাহি দেখি রক্ষে, আকর্ষণ করিলাম কেব ॥
 নিধি কর শিব-কর, নামের অশিব কর, কপারের কপাকর কণিণে ॥
 এ অমরতি অভাজনে, সমস্ত হইয়া মনে, কপা কর সাধনায় মনে ॥
 যে থানে সে থানে রই, তোম ছাড়া কিছু নই, তোমাতাই সকলি পাই ॥
 এত কলকল করে, কে আর তারিবে মোরে, কপাধানে কপে, কপিত ॥
 তুমি গতি মরকার, দ্বিতীয় কে আছে আর, তব পারাবার কপ দার ॥
 শরণ নিলাম পক্ষে, রক্ষা কর এ বিপদে, কপা কবি কর তব পার ॥
 কলকালীন কপা মিলু, দীন হীন জন পু, দয়াময় শুনেছি পুরাণে ॥
 কতিপয় শিরোমুখ, দেখি প্রচু পদাশু, বিপাতে হিদেবে অবিজ্ঞানে ॥
 জগাম মরণ করি, জগে জগে কবি কপ, কপন ———— কবি কপ ॥
 কলিমে, ককণা কবি, পদাশু দিয়া হরি, এ যোর বিপদে কে পার ॥
 জগাম, জগাম জগ, মনোমধ্যে নাহি হয়, যতাপাশী কবচেতে ॥
 নিলোমতে জগা বিনে, গতি নাহি দীন হীনে, কপাকবি কপা মিলুপা ॥
 এই মতে পাণপুজি, দরকার করয়ে জুতি, কপাধার কপা মাফা ॥
 কপা, কপাধারী ছেদ, কপাধার রথা ধের, তব আশা পুরিবে অচিরে ॥

পশুপতির আবস্থার নিবরণ :

গদাচন্দ্র :

এই রূপে পশুপতি অনবদ্যত সশস্ত্র লোচনে কাননে ২ সম্মুখ করিতে
লাগিলেন । একে এই পশুপতি কষ্ট তাহে ভাবার জঠর কষ্ট বহোর কষ্ট
প্রাপ্ত হওয়াতে, তখন দাম্পত্য কোম উপায় লক্ষ্য করিতে লাগিলেন,
পরিণামে ত্রিলা বারমাস অবলম্বন করিতে ব্যস্ত হইলেন । নিবৃত্তিতে
নাগের নগর ও বিদ্রোহের দ্বারে ২ ভ্রমণ করিয়া যে কিছু প্রাপ্ত হইতেন
তাহা নষ্ট হইয়া বহুরের প্রান্তভাগে এক এক ভাগে রক্ষণ ও ভোজন করিতেন ।
কিন্তু তিনি যোগে সেই মহিকহেদ নিবৃত্তি হইয়া দিগন্ত পাত্র সমাধায়
পুনরুত্থাপিত করিতেন । তৎকালীন তিনি যখন যখন এই রূপ
হাস্য করিতে লাগিতেন যে, তখন কি আশ্চর্যের বিষয় ! যে মহান
কর্তাকে যত দুঃখ ও কষ্ট কষ্ট সহ্য করিতে হইতকিন্তু কেন তথাপি
কেন জীবন রক্ষণ করিতে পারেন না । হ্যাঁ ! পূর্বে আমার
বিচিত্র পর্যবেক্ষণের আতি কষ্টে নিবৃত্ত হইত, এবং যত জেনা লক্ষ্য
ইত্যাদি বহুবিধ উপায় সমগ্রী ভোজনে আমার সম্মুখ হইত না,
একিণে এক মুষ্টি তপস্বী-কণা প্রাপ্তে বিবেচনা হয় যে পূর্বে নিবৃত্তি পাইলাম,
আরও পরনে শরীর দুলা দুমারিত ও বিকসেপ্ত হইয়া, তথাপি জীবন-ধারনের
বিসংখ্য বসনা আছে । হ্যাঁ ! আরো ইহাও কি জ্ঞানের বিষয় যে পরণী-
মণ্ডলে জন্ম প্রদর্শনাত্তর জনক ও জননীকে যে রূপ কষ্ট দিয়াছি, এবং
জীবনায় ও যে রূপ কষ্ট সহ্য করে আমার বক্ষণাবেক্ষণে ও জ্ঞান পাননে
নিযুক্ত থাকিয়া আমাকে এতদূর বৌদন মার্গ লক্ষ্যে করিয়াছেন, কিন্তু
আমি সে সকল এক কালীন বিস্মৃত হইয়াছি । আমার মত কৃতজ্ঞ আর
কেহই নাই । আমার মত নৃশংস এই ভূমণ্ডলে কাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না,
হায় ! এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করা যেনশে প্রত্যাপন করি । কেন
কেনদের লক্ষ্য জ্ঞান ও জ্ঞানীর লক্ষ্য অবলম্বন করিয়া দূরবহু জ্ঞান
গমন করিয়াছিলাম । আর কেনই বা বিজ্ঞানে কুলটার প্রণালী বিজ্ঞ
সম্পূর্ণ হইল না । কাহারা ছিলাম, এক্ষণে কি কতব্য কিছুই স্থির করিতে পারি

না, কেহও প্রকারে জীবন বিলম্বিত বা সমাধি হয় না। কিন্তু তৎকালীন তাঁহার যে রূপ কটিও যাতনা উপস্থিত হইয়াছিল, যে তজ্জনা তিনি বধ্যাতার নিকট ব্যর্থতার একান্ত-মনে যত্নের প্রার্থনা করিতে উদ্যত হইতেন। এই রূপে পশুপতি যখন মনো নানাবিধ আক্ষেপ করিতেন। এবং সাধুস্বত সেই পাণীয়শী কামিনীর অবগাহনের সময় অতীত না হইতে হইতে তাঁহার ভবনের দ্বারদেশে বসিয়া যত্ন থাকিতেন। যদবধি রমণীর উক্ত কন্ধ্য সমাধা না হইত, তখন কখন কখন কন্ধ্য সমাধা হইবার অন্তঃপুরে প্রবেশ হইত, তখন সাধুস্বত প্রতি-গমনে ব্যথিত হইতেন। এই রূপ অবসায় পশুপতি যত্ন আতিশয় করিতে লাগিলেন।

এদিকে কখন নাটক দুপতি কামিনীকে শয়ন মনোপে ডাকাইয়া দিচ্ছিলেন। সে কামিনী যত কর্তৃক যে সাধুস্বতের সর্বস্ব হরণ করিয়া দিচ্ছিলেন, তখন সে সাধুস্বত এতৎ শূরণে কথিরা কতকগুলি পুঙ্খক মিলন-দল গিয়া, মহারাজ সাধুস্বত কখন, তখন সাধুস্বত মিলন-দলের মিলনকামিনীক সদাগরের পুঙ্খ তৎকাল নাম পশুপতি, ব্যর্থতার মিলন দল সম্পাদিত হইয়া কথিরা তত মিলন মনে প্রবেশ করিয়াছি, এতৎ যখন সেদিন সাধুস্বত তাঁহার সমস্ত অর্থ আদায়ের করণিত হইয়াছে, তখন তাঁহাকে প্রার্থনা করিবার নানাবিধ উপায় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সাধুস্বত রাজ-তনু প্রদর্শন পুরস্কার দ্বিভূত করিয়া। তথাচ যখন কামিনী সাধুস্বতের কদম্ব গমনোপযুক্ত বয় বাচিয়া করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও বঞ্চিত হইয়া পরিশেষে সন্ন্যাসীর বেগধারণ পুঙ্খক বক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু মহারাজ একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উক্ত সাধুস্বত প্রতি দিশ আমায় মান কাজী আনিয়া দ্বারদেশে লম্পাট্ট থাকে যখন কামিনী উক্ত কন্ধ্য সমাধা হইবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করি, তখন সে প্রতিগমনে ব্যথিত হয়, কিন্তু কোন কথা বা অন্য কোন পিস্তর উপায় নাহি করিয়া, কেহও বা লম্পাট্ট মিলনে এক দৃষ্ট মিলন কাহাতে থাকে কিন্তু তাঁহার অন্য আমি কিছুই বোধগম্য করিতে পারি নাই। এতৎ শূরণ করণিত হইবার কারণ জ্ঞানিতে যথেষ্ট উৎকলিকাকুল হইলেন।

শতবর-ভূপতির সাধুস্বতকে নিজানরে আনাউড়ে দূত প্রেরণ ।

দীর্ঘ বিপনী ।

তদন্তরে মহিপতি, আত্মানিত হবে অতি, ডাকাইল নিজ ভূতা গণে ।
 স্নানদেশ সকলে হয়, বাহ সন্তে শীতুচয়, নিলম না করহ একনে ॥
 পূর্বে সেই সাধুপুত্র, করিয়া বাণিজ্য সূত্র, যম রাজ্যে ছিল বহু দিন ।
 অবশেষে প্রেম-বশে, মজিয়া কামিনী বনে, হইরাছে দীনের অধীন ॥
 নাম তার পশুপতি, রক্ততলে সদা স্থিতি, এবে সেই করে অনুকণ ।
 করিয়া তার সন্ধান, আমি যম পরিণাম, এই যম শুনহ বচন ॥
 শ্রবণেতে দূত গণ, হরাহিত সন্তে দমন, সকলেতে সাধু অন্বেষণে ।
 লৈয়ে অস্ত্র কত মত, সকলেতে বাহ দ্রোত, অবিলম্বে সাধু সন্নিধান ॥
 দেখে সনে সাধুস্বত, অগ্রদ্বারা বিগলিত, বিলুপ্তিত ধূল্যে যে কাষ ।
 কটিতে নাহি বসন, কেবল মাত্র আবরণ, লজ্জার্থে কিঞ্চিৎ তপ হয় ॥
 তৈস দিনা কেশ-চয়, তাম্বরণ সগ হয়, তাহা হেরি সন্তে দুঃখব্রত ।
 তবে সন্ত দূত গণ, করে কত অনুমান, বনে এ কি সেই সাধুস্বত ।
 গুরে বিধি নিদাকণ, কে জানিবে তব গুণ, তব গুণ বর্ণনে অতীত ।
 কেহ করে রাজ্য ভোগ, কারোপক্ষে দুঃখ শোক, করে কর রক্ততলে স্থিত ।
 এতেন মহিমা তব, তবে তব কত ভাব, অপনার ইচ্ছায় গ্রহরি ॥
 এই যে সাধুর সন্ত, পূর্বে ছিল ইঙ্গ মত, দর্শনে কুবেদ পরিহরি ॥
 এবে সব পরিহরি, বিপীনেতে থাকে পড়ি, মরি মরি হায় দুঃখ কতি ।
 আপনি সকল ঘটে, কত যে ঘটাও ঘটে, কৃষিবে কি সবে জ্ঞান হত ॥
 এত ভাবি দূতগণ, টেহা অতি দুঃখমান, সাধুর নিকটে গীয়া করা ।
 শুন ওহে সাধুস্বত, আমিহা রাজার দূত, পাঠানেন রাজা মহাশয় ।
 অতএব শীঘ্র করি, চল তুমি রাজ-পুরী, নিলম নাহিক সনে আর ।
 শ্রবণেতে সাধুস্বত, টেহা অতি বিষাদিত, বলে বিধি কি দায় আবার ॥
 এক বীর মহীপতি, প্রত্যারণা করে অতি, করিবাছে সর্বদা হরণ ।
 পুনঃ ডাকে এর রায়, শুনি এনি নিহরায়, অবশিষ্ট যার ধনি এনি ॥
 অতএব দূত বর, ধরিরে তোদের কর, দেখ এনি এই ভিক্ষা চাই ॥

প্রাণ বিনে এই আমি, খাইরে জনম ভূমি, বলে গিয়া সে যে হেতা নাই ॥
এত শুনি কৃত সব, বলে সে কি সন্তান, তা-হইলে প্রাণ কৃপা নাই ।
একনে চলহ সুরা, মতুকা হইবে সারা, ইহার বিহিত কর ভাই ॥
এত শুনি সাধুসুত, কান্দি কহে অবিরত, বলে কোথা হরি দয়াময় ।
অরশেষে এই ইহল, বিপাকেতে প্রাণ গেল, দামের প্রতি কেন হে নিদাময় ॥

বাজদূত তরে পশুপতির কৈশবের নিকট প্রার্থন ।

পারায় ।

তবে পশুপতি মনে পাঠিয়া যেতন। উঠকঃ শূরে ডাকি বলে কোথা মহামন ॥
এই বিশ্বম্ভারার সর্ব অধিপতি । বারেক কৃপা-কটাক্ষে ছের মন গতি ॥
কান্দি অতি অশ্রুপতি না জানি সাধন । তবগুণ বর্ণি প্রভু কি রূপে একম ॥
হে নাগ অনাগ তব বহ্নিতে কে পারে । বর্ণনোত্তরে বর্ণিতে সব সর্বাঙ্গি হারে ॥
তপসে মনোতে কিছু করি অনুমান । তবগুণ বর্ণি প্রভু ইহরা সাবধান ॥
বদান্তীত বিধু ভূমি বিশ্ব বিবেচক । জগদ্রাশ নাথ শর জগৎ জনক ॥
অব্যাকৃত বহু প্রভু মহিমা অপার । কত কোকে কত বলে কি কবির আর ॥
মনেরে করেছ শক্তি মনোনিভ কবে । সে মন মনন তোমার করিতে না পারে ॥
নন্দের দিবাঙ্ক গুণ অনেক প্রকাব । স্বরূপ, দারুণ, ধ্যান অতি চমৎকার ॥
তপসেতোমারে মন আনিতে না পারে । নয়ন কি রূপে পাবে মন বারে হারে ॥
সর্ব শক্তিবান ভূমি ব্যাধ চরাচর । ইজের গণের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্రిয়াগোচর ॥
অখিলের গতি ভূমি অখিলের হার । মন প্রতি কিছু দয়া হউক তোমার ॥
প্রণামি কৃপা কর দীনে কৃপা কর । অখিল বিকার হীন সর্ব মূলধার ॥
কি রূপে সে রূপ তব বলির স্বরূপ । অক্লিষ্টত ইহরা আমি অতি মত রূপ ॥
হৃদয়স্থ ইহরা আমি সর্বদা নে থাকি । ভাবিয়া ন পাই স্থির কি বলিয়া ডাকি ॥
আমার যে মৃত্যু মন না তানে সাধন । তথাহু আমার প্রতি হও কৃপা বান ॥
একনে বিপাকে পতি প্রাণ যায় হরি । দেহ তরি পদ-তরি তাই ত্রিফাক্তি ॥
ভিন্ন মন হইলুত দেখি তর লোপ । যেম সৈন্যবাজ আসি ধরিয়াছে দৌর ॥
একোন্নেত্রে বিন অতি দয় সাধুসুত । কুনের কাণ্ডারি হে অশ্রু বহে কুল ॥
এইমার পশুপতি কবিত্তে রোদন । যত বলে কৃপা খেদ কর অকারণ ॥

পরমেশ পরাংপর জগৎ ভারণ । অস্তরেতে তাঁর পদ সেব অনুক্ষণ ॥
উঁহাৰ সখিনে সব বিপদ উদ্ধারি । ভনে কেন ভাব মন বল ছরি ছরি ॥

পশুপতির রাজত্ববর্ণে অবেশ ।

দীর্ঘ ত্রিশদী ।

পুণ্ডরে রাজ দূত, হইয়া আনন্দ যুত, সভে মেনি শাহরে পাইয়া ॥
বার সতে কুল মনে, শানিকথা আসাশনে, উত্তরিল রাজরারে গিয়া ॥
হারে দেখে দ্বারবান, কত শত বন্দান, কারে জন্ত মকলে শ্রবণ ॥
হার অতিক্রম পারে, নেত্রে শিরগণ করে, রাজ পুরা শোভায় অবেশ ॥
কোন স্থানে ধনুর্ধার, তরবারি পরশান, আয়ুধে পূরিত অস্ত্র ধরা ॥
কোথায় করত করি, সার্কুল ডলক হরি, গাণ্ডার এতুতি বন-চর ॥
কোন স্থানে অগ্নয়ন, আছে অশ্ব সুরগণ, নানাদেশ হস্তেতে আনিত ॥
শেত পাত নীল জড়া, দেখিতে শব্দর কি বা, মনুরা করিয়া স্মরণিত ॥
কোন স্থানে অবতরণ, করি কোকিল হংস, কপোত আদি মেঘচরগণ ॥
পিপি শায়া শুব সারি, বসে আছে সারি সারি, মনুর স্বরেতে হেরে মন ॥
জল-চর জলে চরে, কেলি রমে প্রেম ভরে, দেয় সতে সুখে সন্তর ॥
ময়ূর ময়ূরী গণে, কলীড় করে কত স্থানে, উল্লাসেতে হইয়া মগন ॥
এই রূপ সাধুদূত, হেরিয়া যে কত শত, উত্তরিল রাজ সরিধান ॥
সমাগত কত জন, আছে বসি আগমন, রাজার সভায় দিব্যাগমন ॥
বখোজিত সস্তান, করে সাধু অনুক্ষণ, স্মারিত কর দর পুটে ॥
শুনিয়া সাধুর বাণী, করে সভে কান কানি, বনে এ সামান্য নহে বটে ॥
যেন অগ্নি পাংশ প্রায়, আচ্ছাদিত বোধ হয়, সেই রূপ ইহার মুরতি ॥
এত ভাবি নরপতি, বসিতে যে অনুমতি, দিল সাধুস্বতে শীঘ্র গতি ॥

পশুপতি ও ভূপতি উভয়ে কথোপকথন ।

গদাছন্দ ।

উপহৃত নটবর ভূপতি পশুপতিকে সন্মোদন পূর্বক কহিতেছেন, হে
বাপু, তুমি কেনা দেশ পরিত্যাগ পূর্বক মম রাজ্যে আসিয়া একান্ত
সুখভোগ ভোগ করিতেছ, এবং তুমি সার্বভৌম পুত্র ॥ এতৎপূর্বক

পশুপতি করিলেন, মহারাজ শুবণ করণ : নীলাচলের অন্তঃপাতি নীলাচল
 তথাঃ নীলবহু নামক সদাগর বসতি করিতেন, এই হতভাগা নরাদমাই
 তাঁহার পুত্র। বিবেচনা হয় আমার সদৃশ নৃশংস মনুষ্য এই ধরণীমণ্ডলে
 আর কেহই নাই। এই কথা বলিতে ২ মাধুসূতের নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুধারা
 বিগলিত হইতে লাগিল; এবং শোকাভিমুখে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ
 এক্ষণে এই কৃতঘ্নের পূর্ব রক্তাক্ত বর্ণনায় অন্ধুর না হইতে ২ চক্ষুদ্বারা বক্ষণ
 আজীত হইতেছে। অতএব আপনার নিকট কৃতজ্ঞান পূর্বক প্রার্থনা করি
 তেছি, যে এই বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করণ, এবং ইহা অবগেই বা আপনার
 কি স্থগোচর হইবেক, কেবল আমার দুঃখরূপ তরঙ্গ প্রবল হইয়া
 উঠিবে; তথাচ যদ্যপি আপনার শুনিবার নিতান্ত বাসনা থাকে তবে
 প্রাণিধান পূর্বক শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক। যৎকালীন আমি বাণিজ্য
 কার্যে নিযুক্ত হইয়া বাটী হইতে বহির্গত হই, তৎকালীন মদীর গুহ-
 জয়নরা এই উপদেশ দিয়া কহিয়াছিলেন যে “ভূমি যৌবনের অন্ধুর সময়ে
 প্রবর্তি বিদেশ-যাত্রা করিতেছ। দেখিও যৌবন-কাল অতি বিষম কাল,
 যৌবনরূপ অরণ্যে প্রবেশিলে মনুষ্যের বন্য পশুর ন্যায় ব্যবহার হয়, ও
 তৎকালে হিতাহিত বিবেক শক্তি থাকে না, এবং উক্ত কালে কাম
 ক্রোধানি রিপু সকল কি তরানক রূপে প্রবল হয়। বিশেষত কাম রিপু ঐ
 কালে কুপীত বিষধরের ন্যায় পুষ্কঃ ২ দংশন করত মনুষ্যদিগের শরীর ও
 মনকে অহরহ দগ্ধ করিতে থাকে, যে ব্যক্তি যৌবন কালে ঐ দুর্জন রি-
 পুর নিতান্ত বসিত হইয়া, সে আপনার অমঙ্গলের দ্বার আপনিই খুল
 করে। আর কত শত ব্যক্তি এই দুর্ভাগ রিপুর বসিত হইয়া অল্প পতিবৃত্তা
 প্রাণকে বিশপগামিনী করিয়া তাহাদের আজীবন স্বজনের মনে দ্বন্দ্বভার
 বীজ রোপণ করিতেছেন। অতএব তুমি সেই যৌবন যোগে পুত হইয়াছ
 এক্ষণে তোমার অরণ্য বিদেশ-যাত্রা বিধের নহে। এই রূপে কান্দবার

নিষেধ করিয়া পরিশেষে উক্ত বিষয় মুশিকার কারণ এক দ্বিজ স্থানে
নিযুক্ত করিলেন। তথায় কতিপয় দিবস উক্ত বিষয় শিক্ষা করিতে লাগি-
লাম, অবশেষে কিছু শিক্ষাবশিষ্ট থাকিতে তাড়াতাড়ি করত নাগি-
জ্যার্থে যাত্রা করিলাম। হায়! এক্ষণে কি সেই উপদেশের উপযুক্ত
বিপরীত কল আমাকেই পথপার্বী করাইল? এবং আমিই কি
সেই ভয়ানক রিপূর প্রথম লগ্না হইলাম? হায়! আমি এই ধরণী-
মণ্ডলে জন্ম গ্রহণানন্তর কি কি কুকার্য না করিয়াছি, যখন জন্মনীর জঠরে
বাস করিয়াছিলাম তখন সেই পবন কাঙ্ক্ষিত পরমেশ্বরের নিকট বাস্পা-
কুল-ময়নে বারবার প্রার্থনা করিয়াছি, হে অগদীশ্বর, যেন আমার
জঠরাত্তাহরে আর স্থান দানের অনুমতি না হয়। কিন্তু ভাবনা দর্শনমাত্র
সে জঠরের কঠোর স্তম্ভা একে চাড়ে বিধৃত হইয়া সাংসারিক রূপে
আশ্রিত আছি, এমন সময়ে সেই ভীষণাকার কামরূপ পিচাস আসিয়া
উপস্থিত হইয়া মদ্য মনকে এরূপ বসবস করিয়াছিল যে উৎসবের সজ্জিত
তাহার পশ্চাৎ ধাবমানে হইলাম, এবং তৎকালে গমনের এরূপ প্রাধীয়া
হইয়াছিল যে পূর্বের হিত-কব গুণজন্যের হিতরূপ শঙ্কল এক বারে চূর্ণ-
য়মাত্রা করিয়া নিক্ষেপ করিলাম। কিন্তু ক্রমশঃ কিয়ৎ দূর গমন করিয়া বোধ
হইল যেন পদম রমণীয় সোপান শ্রেণীতে উঠিতেছি। এক বার কটাক্ষ
নিক্ষেপ করিতে সোপানের নিম্নভাগে দর্শন লইল, যে কতকগুলি উলঙ্গ
ও কতিপয় হস্তপাদাদি বিহীন দীন-দরিদ্র হাহাকার শব্দে রোদন করি-
তেছে, কেহ বা ক্ষুধা তৃষ্ণার বিকলেন্দ্রিয় হইয়া অন্য পণিকের নিকট
উদয় ভরণের মাচিঞা করিতেছে, কেহ বা তাহাদের অখিল কৰ্ম সম্পূর্ণ
করিবার আশয়ে করপুটে দণ্ডায়মান হইতেছেন। এতদৃশ্যে তাহাদের
সম্বিহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে তোমাদের এরূপ দুরবস্থার কারণ
কি? তাহাতে তাহারা রোদনভিযুগে প্রস্তাব করিলেন, “যে আমরা বিপুল
অর্থসংগ্রহ পুঙ্কব এই আমোদ-জন্মক সোপান শ্রেণীতে গিয়া কিয়ৎ
কাল বসতি করিয়াছিলাম, কিন্তু যখন অর্থ ব্যয় হইল তখন নামা-
প্রকার তিরস্কারের সহিত নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইলাম, এবং পতিত হইয়া

হস্তলাভের আব সে রূপ আবির্ভাব ঘটিয়া না, তখন কোন ব্যক্তির
 নিকট ~~কোন~~ কৰ্ম সমাধা ন পূৰ্বসর উন্নয়ন পোষণ করি এমত কাহাবে
 বিশেষ ~~কোন~~ হইয়া না । এত পুরণে আমি বিশ্ব চিত্রে কবচেশ্বর
 কল্প সংস্থান পূর্বক ভাবিতে লাগিলে, যে তবে আর এ পথের পথিক
 হইব না, কিন্তু এমত সময়ে সেই পাপ রূপ পিচ্চাশ আসিয়া আবধাব ।
 স্বীয় মনকে প্রবোধ দিয়া কেন আমার বোধোদয়ের, হস্তধারণ পূর্বসব
 পূৰ্বকার সেই আনন্দ-জনক শ্রেণীতে আরোহণ করাইল। কিন্তু ভ্রমেও
 কখন মম মুচ্যমান পশ্চাৎ পতিত জন্মগণের অবস্থা আর মনন
 পথের পথিক করিতে পারিল না। এবং আমিও পশ্চাতে এমন গিরাইয়া
 দৃষ্টি করিলাম না যে পরিশেষে কি হইবে। অবলীলাক্রমে তথার উপস্থিত
 হইয়া স্বীয় সম্বলিত অর্থ কর্তৃক কিরূপ কাল পর্যাণ্ড আনন্দ উৎসবের সম্বিত
 কালান্তিপাত করিলাম, পবিত্রের অর্থ বিহীন হইব আমিও সেই রূপ
 অবস্থায় পতিত হইব। এক্ষণে তৎ-প্রতিকল ভোগ করিতেছি, এই রূপে
 আমার জীবন দশাই বিলুপ্ত হইয়া উঠিল। হায়! এই কাল ৮৯ বছরকে
 মায়, মিরভর পরিবর্তিত হইতেছে, আমার যে কাল গত হইয়াছে তাহা
 আর কোটি ২ সুবর্ণের দ্বারার বা শত ২ অনুশোচনো দাবায় কিনাইতে
 পারি না। কেবল বিশ্ব চিত্রে ও দীন মননে কাল হরণ করিতে হইতক,
 হায়! আমি কি নিমিত্তে এক ঘটিকার জন্য তাহার মহিম ব নিদেনবাতি
 হইলাম না, এবং কেনই বা তাহার বিজ্ঞাপন শাস্ত্রের সম্বিত পরিচয় রূপে
 বিধিত জন্মদোষণী হইয়াছে। এক্ষণে কেবল অনুতাপেব অকুর মর্মে
 হইতেছে, পরিশেষে আনন্ড বা কি হইবেক। হায়! কি উপায়েব দ্বারার
 হইবে জগৎপিতার বিন্দুটি কোথায় হইতে নিকৃতি পাইব। এং যৎ
 কালীন মনের দিন তিমীচরু আশ্রয় করিয়া সেই মধুর প্রথর বিকট মুক্তি
 কাল আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন কাহার অরণাগত হইব। হায় রে,
 আমার মন কেন শেষ দিরা না জািয়া এই সকল কৰ্ম করিতেছে, এক্ষণে সেই
 পশ্চাৎকারণ রূপে স্বরণ কারণ যিনি প্রতিস্থিত প্রলম কঠক তাহারি চরণার
 মিলন অরণলও এই বলিয়া কতিপয় সংগীতের দ্বারায় জগৎপিতার
 গুণানুবাদ করিতে লাগিলেম।

পরমার্থ সংগীত।

রাগিনী বাগেশ্বরী।—তাল ঠেকা।

অনিত্য ধনের আশে নিত্যাধম হারাইলে। নিকট বিকট কাল এক-বার
না ভাবিলে ॥ লয়ে দারা স্তম্ভ ধন, মৃত আছি অনুগণ, তত্ত্বপথে নাহি
যুন, কুবলে শুধু চলিলে ॥ আম-রুত্ত্ব হিত জন, কয় পায় প্রতিপল,
ত্রেমনি জীবন জর; এ দেহ কলশে। অতঃপর সাবধান, যে অবধি থাকে
জান, কর আত্মানুসন্ধান, বিবেক সহিত মিলে ॥

রাগিনী বাগেশ্বরী।—তাল আড়াঠেকা।

আর কত দিন জীবে জীবে, অসার সংসার ভবে। মনে কি ভাবিয়াছ
জন্মনা বাইতে হয়ে ॥ মাতিয়া বিষয় মনে, ভর নাশি কর হৃদে, সদত
অনিত্য পদে, করেছ গমন। না করিলে স্থির চিত্ত, না ভাবিলে হিতা-
হিত, আশু হবে কালাগত, কি নলে বুঝাবে। এই যে মাজ্জিত দেহ,
বাহে সদা কর স্নেহ, সুখ আশে অহরহ, কর আকিঞ্চন। এবে ইও
সাবধান, ত্যজ দত্ত অভিমান, এই যুক্তি পরিমাণে জ্ঞান পাইবে ॥

রাগিনী বাগেশ্বরী।—তাল আড়াঠেকা।

ধন জন যোবন কিছু না রহিবে। কেবল নিত্য স্মৃতির বিরাজীবে ॥
সংশোভা পরিচ্ছদ, সূচাক উরু প্রাসাদ, কিছু দিন পরে ক্রম, ধরণীতে
লুটাইবে। এহেন জানিয়া মন, তজ সত্য নিরঞ্জন, কর জ্ঞান দিগ্ধ-
মান, বদবধি আছ ভবে ॥

রাগিনী বাগেশ্বরী।—তাল আড়া।

কত নিদ্রা যাওরে মন হয়ে অচেতন। তিলেক না ভাবিলে যে নিকট
মরণ ॥ বিষয়েতে সদা রুত, স্বপ্ন দেখে কত মৃত, যদি চাহ নিজ হিত,
ভাব সত্য নিরঞ্জন। মায়াশিশি হৈলো শেষ, কি করিবে অবশেষ, জা-
গিয়া স্মরণ এই কিসের কারণ। উঠ ২ মম মন, উদিত জ্ঞান তপন,
ঐ দেখ ডাকিতে ছ বিহঙ্গ শমন ॥

রাগিনী টেরী টেরবী ।—তাল একতাল ।

ও মন মন গেল দিন গেল । যে আশায় আসা ভরে সে আশা ফুরাল ॥
এসবক ভরি নৈয়ে, তাপনি কাণ্ডাবি হৈছে, বাঁশকে ব্যক্তি হনি,
দাঁড়ি কলি ছুঁজন ঐতি, কপথে মন ক-জমারি, জাঙ্গে আবার চুই আন
ছি, হাল ধরা জাজেন, ডাঙা ॥ বন্দ্য দূরে এই জন, নাতে মন
ফুরাল, কি বলে, পুঁজাবে বস, নাদু মজাজেন । কি বেপার দাঁড়ি
ভাই, কির কানার সংগতি নাই, পাঁর হরি কাণ দিয়ে দোহাই, মদহ
তাইরে বল বল ॥

রাগিনী রাগেশ্বরী ।—তাল আড়াঠেকা ।

কি চিন্তায় নিমগ্ন হৈয়া । তন চিন্তা ভাবয়ে ঘন । সবায় বঞ্চনা হবে
যবে আসিবে কাল শমন, কোথা বদে সবিস্ময়, কোথা রহিবে প্রণয়,
আমাতা বন্ধু বান্ধব এই সমুদয় । মে অঙ্গে সতন কর বসন দুবণ পর,
হবে শেষে ধূলি মার, যনে প্রাণোবনাশন । শমনের মন যা দারি, অ-
নিভা জেনো সকলি, নিত্যমর সত্য সেরল, সেই মৃত্যুদার । মনে মনে
শনিবার, ভাবনা করনা তার, অন্যার সহসার গার, এতে আছে অকারণ ॥

রাগিনী টেরী টেরবী ।—তাল একতাল ।

ভবে হ্রাস মন হৈওনা । এসার আশে রিপু বসে কুরাসে মজনা ॥
বিষম দুর-কাল, পাতিয়াছে মারিাজল । চন্দ্রাব মন পরকাল, কাল
নির্ভারিত । সাধন কর এখন, সহস্রকণ মনোমন । পাঁরবে উপায় কোনা,
দুর্বোনা ভাবনা ॥ দারো হত আশি । সেই অভিলাস্য রত, প্রাণ
নয় তব মত, সহস্রারে বিদিশ । অজপা কুরাশ মনে দে ভাবের প্রা-
ভার সাধে, শূন্য দেও পদ ১০০, দেও কেউ সাধনা ॥

नमो देवेन्द्रभक्तस्य ।

মানুষের কামিয়ার নিকট থাকার কারণে রাঙা ভূখণ্ডে মাটি

५. कुशल अवस्था :

4/2/71

[illegible]

কোমরঘটে এক দিন তাহার সংঘটি । মনোরথ পূর্ণ তার করিরে সুবতী ।
দিবা অবসানে যখন রজনী হইবে । শোন রূপে যে তাহার নিকটে না ।
শ্রবণে ভূত, তবে অবিলম্বে ধায় । কামিনীর সদনেতে বিবরিয়া কয় ।
কিন্তুরে পশুপতি হইয়া বিদায় । কৈশর স্বরণ কবি চলিল তবায় ।
রচিত পয়ার ছন্দ বহুনাথ বলে । নাহি জানি পশুপতি যায় কোন ছন্দে ॥

পশুপতি কামিনীর অদাস এমন ও তাহাকে উলঙ্ঘনী রূপ

দর্শন এবং অনাথ রাজত্ববনে আগমন ।

বিপদী ।

করন্তবে পতঙ্গ, আনন্ডিত হৈয়া অতি, চলিলেন কামিনী সদনে ।
দৈবত্ব ভবন করি, মুখে বলি হবি হরি, উপনীত রূপ সেই থানে ॥
মিথাক্ষ পশুপতি, ব্যস্ত হৈয়া রসবতী, অগ্রসর হইল তখন ।
এক প্রহর, এত দিন নিবশী তব বন, ইল আমার জীবন ।
বদর্শনে অবিনত, তাঁর সদা কর মত, কব কত বিশেষ করিয়া ।
এবে পাইসা দর্শন, হইল চরিত্র মন গৃহিত হইল ময় হিয়া ॥
এ ধন সুন্দর যুত, হয় জুব-শাদৃশ্য, গামিণী তোমার দাসী শুন ।
এত বাল ধনী করে, উদয়ে গ বসিতে কবে, হেরি সাধু কহিছে তখন ।
মন বলি ও পাশিনী, স্পর্শ করোন নন্দী, তবে আমি কবি যে মিলে ॥
এক বার স্পর্শ করি, সর্বস্ব লৈয়াছ হরি, বাকি কেবল আছে প্রাণ বধি ॥
একে বুঝি সেই কথ, করিতে কবেছ সাজ, অভিজ্ঞার তোর-মো পাশিনী ।
একক শূন্য, বাণী, লজ্জিত হৈয়া 'অমনি, অরণের দাঁড়াই গিয়া ধনী ॥
তবে পশুপতি বার, জাঙ্গিনার মাঝে গঙ্গা, বসিলেন সেই স্থলে গিয়া ।
তদন্তরে কামিনীরে, ডাকি কহে মৃদু স্বরে, বলি কিছু শুন মন দিয়া ॥
কামার সম্মুখে আসি, দাঁড়াও হে সুরূপসী, পরিত্যাগ করি নিজ বাস ।
এই মম আকিঞ্চন, 'নহে অন্য জামাপন, ইথে তুমি না কর নৈবাস ॥
শূন্য কামিনী ধনী, মনে মনে অনুমানি, এজ দেখি বাতুল লক্ষণ ।
নৈলে কেন হেন মতি, লৈয়া রাজ্য অনুমতি, উলঙ্ঘনী হেরিতে মনন ॥
এই রূপে ভাবে ধনী, নিরখিয়া কহে বাণী, পশুপতি হৈয়া তখন ॥

শুন বলি ও কামিনী, বিলম্ব না কর তুমি, সঙ্করেতে আইসহ এখন ॥
 নাহে মুক্ত যম মতি, আছে রাজ অনুমতি, যা করিব করিব পালন ।
 যদাপি না শুন কথা, তবে আমি এই কথা, কর গিয়া ভূপ সন্নিধান ॥
 শ্রাবণে কামিনী তবে, মনোমধ্যে এষ্ট ভাব, কিবা লজ্জা আমাদের ইথে ।
 আমাদের এষ্ট তত্ত্ব, যদি কোন্ দেহ অন্য বিবর্ত্তা হই তবে হুমায়ত ॥
 একপ-ভাবিয়া মনে, দিয়া সাধু সাধুবাণ, উদ্যোগিনী, খইল তখন ।
 কহিতেছে যত্নবান, কি আশ্চর্য্য, কি অদ্ভুত, দশ পদা হইতের রাখাম ॥
 হেন কর্ম্ম নাহি দেখি, করিতে বে আছে বাকি, যার জনার পরগী মস্তান ।
 তদন্তরে পশুপতি, নিরগে কামিনী প্রতি, তিরে উদ্যোগ পদ-ভনে ॥
 এই রূপ মগ্ন বার, হেরি সাধু ভদ্রবন, চক্ষু-মীত বন কামি যাম ।
 না কহিয়া কোন কথা, হয়ে অতি বিবাসিতা, যাহার হেরি পদ-ভনে ॥
 এখানেতে ফিতিপতি, আঁকি দিয়া সাধু প্রতি, দু-ত পদ-ভনে তত্ত্ব জামিতে ॥
 শ্রাবণে কামিনী স্থল, ভূতা কামি অবিকল, কহে দিবা ভূপতি সাক্ষাতে ।
 শুন রাজা-মহাপ্রম, কহিবার কথা নয়, যে কর্ম্ম করিতে পশুপতি ॥
 বুঝিলাম স্থির তার, বাতুনের ব্যবহার, মদ-ভনে, দুইবার গতি ॥
 নৈলে, কেন হেন মতি, নৈলে, নব অনুমতি, উদ্যোগিনী করি কামিনী ॥
 হেরিয়াছে সর্ব্ব স্থল, লোম প্রভৃতি সকল, কিন্তু যে পরমে নাই তারে ॥
 কেবল হেরিয়া নেত্রে, ভেসেছে আপন নেত্রে, তদন্তরে গিয়াছে কোথায় ।
 শ্রাবণে ভূপতি বলে, শুন সব ভূতা দলে, পুনঃ তারে আনহ হেথায় ॥
 না বুঝি তারার কর্ম্ম, অবশ্য জাহ্নবে মগ্ন, অভ্রব যাহ শীঘ্র গতি ।
 এত বলি দূতগণে, পাঠায় ভূপ যতনে, যার সাতে অতি দ্রুত গতি ॥
 দেখিলেক সাধুশ্রুত, অগ্রদ্বারা বিগলিত, প্রমিতভেতে গহন কামিনে ।
 তাহা হেরি সর্ব্ব জনে, ধরিয় অতি যতনে, আনিবের রাজ সন্নিধান ॥
 তবে নটবর রায়, সাধুশ্রুত প্রতি কয়, বল শুনি কিবা বিবরণ ।
 নৈলে মম অনুমতি, গিয়া কামিনী বসতি, উদ্যোগ করিলে কি কারণ ॥
 শৌকে মুক্ত সন্যাসিত, কেন তবে হেন গতি, কহ দেখি করিব সন্নিধান ।
 রচিয়া দ্বিপদী ছন্দ, যত্ববলে আমি ধ্বজ, নাহি বুঝি ইহার কারণ ॥